গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার
৭০টি আমল ও কৌশল

রচনা
শায়খ উমায়ের কোব্বাদী

নাম : গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ৭০টি আমল ও কৌশল

রচনা : শায়খ উমায়ের কোব্বাদী

বানান নিরীক্ষণ : মাও. মিযানুর রহমান জামীল

প্রচ্ছদ : মুফতি জুনাইদ বিন সিরাজ

স্বত্ব : কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়া সম্পূর্ণ আমানতের সঙ্গে হুবহু ছাপানোর অনুমতি আছে।

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০২৪ ঈসায়ী

শুভেচ্ছা বিনিময় : ৩০০ (তিন শত) টাকা

প্রকাশনায় : **মাকতাবাতুল ফকীর**
মারকাযুল উলুম আল ইসলামিয়া
৫১১/৫ (২২ বাড়ী) দক্ষিণ মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬।
মোবাইল : ০১৬৯০১৬৯১২৯

পরিবেশনায় : **আল আসহাব শপ**
৫৩৩/এ, মধ্য মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬।
মোবাইল : ০১৬৭০৪৪৪৮৯০

আল-ইহ্দা

আমার মা বাবা–
যারা এখনও ছায়া বিলিয়ে যাচ্ছেন,
যাদের বরকতময় দোয়া ও মেহনতের বদৌলতে
এই পর্যন্ত আসা।

–উমায়ের কোব্বাদী

দোয়ার আবেদন

رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إن نَّسِينَا أو أَخْطَأْنَا ج ربّنا ولا تَحْمِلْ
عَلَيْنَا إِصْرًا كما حَمَلْتَهُ على الذين من قَبْلِنَا ج ربّنا
ولا تُحَمِّلْنَا ما لا طَاقَةَ لنا بِهِ صلے وَاعْفُ عنّا وَاغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَآ أَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ

হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আগের লোকেদের উপর যেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না। হে আমাদের প্রভু! যে ভার বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই, এমন ভার আমাদের উপর চাপিয়ে দিবেন না। (ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে) আমাদেরকে রেহাই দিন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন; আপনিই আমাদের প্রতিপালক, কাজেই আমাদেরকে কাফেরদের উপর জয়যুক্ত করুন।[১]

اللّٰهُمّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي،
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللّٰهُمّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي
وَجِدِّي، وَخَطَئِي، وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي

---

[১] সূরা বাকারা : ২৮৬

হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার ভুল-ত্রুটিজনিত গুনাহ, আমার অজ্ঞতা, আমার বাড়াবাড়ি এবং আর যা আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন। হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার হাসি-ঠাট্টামূলক গুনাহ, আমার প্রকৃত গুনাহ, আমার অনিচ্ছাকৃত গুনাহ এবং ইচ্ছাকৃত গুনাহ, আর এসব গুনাহ যা আমার মধ্যে আছে।[২]

প্রিয় পাঠক! এই ফকীরের কাছে মনে হয়েছে- বইটি লিখতে গিয়ে চেষ্টা, ব্যথা ও আন্তরিকতায় ফকীর কৃপণতা করে নি। তবু ভুল অবশ্যই আছে। আশা করছি, ধরিয়ে দিবেন; কৃতার্থ হয়ে দোয়া করবো, ইনশাআল্লাহ।

আরেকটি কথা– যদি সামান্যতম উপকার পান, তাহলে আপনাদের এই দীনী ভাইটির জন্য দোয়া করবেন, যেন সে বইটির প্রতিটি কথা মেনে চলে পাক-সাফ জীবন যাপনে সক্ষম হয়।

اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی
ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھدیا

এবার যার মনে দাগ কাটবে সেই আলো পাবে।
আমি তো অন্তর জ্বালিয়ে সবার সামনে রেখে দিয়েছি।

–উমায়ের কোব্বাদী
চেয়ারম্যান, আল-ফালাহ ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
www.quranerjyoti.com
www.alfalahbd.org

---

[২] সহীহ বুখারী : ৬৩৯৯

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ ছেড়ে দাও	১৫
গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি কেন?	১৫
জাহান্নামের রাস্তায় জান্নাতের সুখানুভূতি কামনা করা	১৬
গুনাহ ক্যান্সারের মত	১৬
গুনাহের মৌলিক দশ ক্ষতি	১৭
১. আল্লাহর ইবাদত থেকে মাহরুম হয়ে যায়	১৭
ইবাদতের ব্যাপারে অনুভূতিহীন হওয়া	১৮
২. ইলম থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়	২০
ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর প্রতি তাঁর শিক্ষকদের উপদেশ	২০
৩. আল্লাহর রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়	২১
৪. কাজের মধ্যে বরকত শেষ হয়ে যায়	২২
৫. প্রিয়জনরা দূরে সরে যায়	২৩
৬. মুমিনদের অন্তরে তার ব্যাপারে ঘৃণা তৈরি হয়	২৩
৭. চেহারা কুৎসিত ও শরীর দুর্বল হয়ে যায়	২৪
৮. গুনাহ ছাড়া কঠিন হয়ে যায়	২৪
৯. অন্তর অন্ধকার হয়ে যায়	২৫
১০. তাওবার সুযোগ হয় না	২৬
সবচেয়ে বড় ধোঁকা	২৭
সবচেয়ে দামী আমল : গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা	২৮
একটি চমৎকার ঘটনা	২৯
গুনাহের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকার ৭০টি কার্যকরী পরামর্শ	৩১
১. হিম্মত করুন	৩১
কত ঘুমাবি! কবে জাগবি!	৩১
কেয়ামতের সঙ্গে রাতের কতই না মিল	৩২

২ . নিয়ত করুন, সুযোগ পেলেও গুনাহ করবো না	৩৩
সর্বোত্তম নিয়ত	৩৩
নিয়ত-গুণে আমলের গুণ পাল্টে যায়	৩৪
এক তালিবুল-ইলমের শিক্ষণীয় ঘটনা	৩৪
৩. কোনো গুনাহ ছোট করে দেখবেন না	৩৬
ছোট গুনাহগুলোর খোঁজ রাখার জন্য ফেরেশতা রয়েছে	৩৭
গুনাহকে যত তুচ্ছজ্ঞান করবে তা তত বেশি গুরুতর হবে	৩৮
৪. দোয়া করুন	৩৮
দোয়া এমন সেনাবাহিনী, যা কখনই পরাজিত হয় না	৩৮
অন্তরের আরোগ্য	৩৯
৫. মাঝে মাঝে নির্জনে চোখের পানি দিবেন	৩৯
আয়শা রাযি.-এর কান্না	৪০
আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারকের কান্না	৪১
৬. মুজাহাদা বা চেষ্টা চালান	৪২
মুজাহাদা চালিয়ে যেতে হয় কেন?	৪২
ঈমানদার অলস হতে পারে না	৪৩
৭. ভাবুন, আমার উপর পাহারাদার আছে	৪৩
যিনি কথা পৌঁছান	৪৪
৮. আল্লাহ তাআলাকে লজ্জা করতে শিখুন	৪৪
মানুষ যদি আল্লাহর বড়ত্ব নিয়ে চিন্তা করত	৪৫
তিনি তোমাকে দেখছেন	৪৫
প্রতিমুহূর্তে আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন	৪৬
৯. ভাবুন, আল্লাহর সরাসরি প্রশ্নের কী উত্তর দিবো?	৪৭
তাহলে আল্লাহ কোথায় আছেন?	৪৮
১০. আল্লাহ তাআলার সান্নিধের মুরাকাবা করুন	৪৯
আল্লাহ যেন না হন তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বহীন দর্শক	৪৯

১১. নিজেকে নিজে বলুন, 'আল্লাহকে ভয় কর'	৫০
১২. হৃদয়ে ঈমানের বীজ যত্ন করে রাখুন	৫১
ডাকাতি থেকে তাওবাকারী যুবক ফুযাইল ইবন ই'য়ায	৫১
যদি তোমার ভালবাসা সত্য হয়	৫২
১৩. হঠাৎ মৃত্যুর বিষয়টি স্মরণে রাখুন	৫৩
কোথায় তোমাদের ডাক্তার?	৫৩
খারাপ মৃত্যু	৫৪
কে সর্বাধিক জ্ঞানী?	৫৪
১৪. নিজের কাফন-দাফনের কথা স্মরণ করুন	৫৫
হতে পারে, তোমার কাফনের কাপড় প্রস্তুত	৫৫
ওমর ইবনু আব্দুল আযীয রহ.	৫৫
১৫. স্মরণ করুন, যখন আপনাকে কবরে রেখে দেওয়া হবে	৫৬
তুমি নিজেকে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে কর	৫৭
খলীফা হারুনুর রশীদ এবং বাহলুল	৫৭
১৬. মাঝে মাঝে কবর জেয়ারত করুন	৫৮
উসমান গণী রাযি.	৫৯
১৭. স্মরণ করুন, আপনার প্রতিটি আমল আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে	৬০
ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ.-এর বিনয়	৬১
১৮. স্মরণ করুন, আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে	৬১
মুমিনের জন্য সবচেয়ে লাভজনক দিন কোনটি?	৬২
১৯. স্মরণ করুন, আপনার আমলগুলো লিপিবদ্ধ হচ্ছে	৬২
সাবধান হও	৬৩
লেখক ফেরেশতাদেরকে আরাম দিবে না?	৬৩
২০. পুলসিরাত পাড়ি দেয়ার কথা স্মরণ করুন	৬৪

পুলসিরাত কেমন হবে?	৬৪
২১. গুনাহের কারণে নবীজীর হাউজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন না তো?	৬৫
হাউজে কাউসারের পানি পান করতে পারবে না যারা	৬৫
তৃষ্ণায় শীতল পানীয়ের চাইতেও রাসূল ﷺ অধিক প্রিয়	৬৬
২২. হাদীসে সাওবান মনে রাখবেন	৬৭
২৩. মাঝে মাঝে জ্বলন্ত আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে ভাববেন	৬৮
বিস্ময় তাদের জন্য	৬৮
বিপদের সঙ্গে জাহান্নামের আগুনের তুলনা	৬৮
আরাফার মাঠে কান্না ও রোনাজারির চিত্র	৬৯
২৪. দুনিয়ার তুচ্ছতা সম্পর্কে জানুন	৬৯
সংক্ষেপে দুনিয়ার পরিচয়	৭০
দুনিয়ার আসল ছবি	৭০
২৫. ভাবুন, কেন আপনি এখনও জীবিত?	৭১
হাসান বসরী রহ.-এর মর্মস্পর্শী কথা	৭২
দুনিয়াতে থাকা মানে নেক আমল করার সুযোগ থাকা	৭২
২৬. সময়ের মূল্য দিন	৭৩
জীবনের দৃষ্টান্ত	৭৩
২৭. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের গুরুত্ব দিন	৭৫
যারা নামায নষ্ট করে	৭৫
২৮. ফযরের নামাযের বিশেষ গুরুত্ব দিন	৭৬
অলসতা দূর করে ফযর নামাযে যোগদানের কিছু টিপস	৭৭
২৯. তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ুন	৭৯
তরুণ ও যুবকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ	৭৯
ফাসেকের জন্য ঘুমিয়ে থাকা উত্তম	৮০
জেগে থাকাটা মানুষকে ধ্বংস করে দিয়েছে	৮০
৩০. কখনও সকালের আত্মিক নাস্তা মিস করবেন না	৮১

সকাল-সন্ধ্যার পাঁচ আমল	৮২
এক. সব ধরনের বিপদাপদ থেকে হেফাজতে থাকার দোয়া	৮২
দুই. কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের দোয়া	৮৩
তিন. দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির দোয়া	৮৩
চার. শয়তান থেকে হেফাজতকারী যিকির	৮৩
পাঁচ. নফসের ধোঁকা থেকে মুক্তির দোয়া	৮৪
৩১.প্রতিদিন সকালে 'মুশারাতা' তথা মনের সঙ্গে অঙ্গীকার করুন	৮৪
৩২. পুরো দিন নিজের আমলের 'মুরাকাবা' করুন	৮৫
৩৩. শোয়ার আগে 'মুহাসাবা' করুন	৮৫
৩৪. মুআকাবা তথা নফসকে শাস্তি দিন	৮৬
হিসাবের আগে হিসাব	৮৭
নফসকে তিরস্কার করা	৮৭
নফসকে কান্না ও রাত জাগার কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলা	৮৮
পাঁচ কারণে ইবলিস দুর্ভাগা	৮৮
আদম আ. পাঁচ কারণে সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছেন	৮৯
৩৫. পরকালের মুরাকাবা করুন	৮৯
যে ব্যক্তির চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হবে আখেরাত	৯০
ঘরের মালিক আমাদের থাকতে দিবে না	৯১
আরবি ভাষার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছড়া	৯১
৩৬. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিসাব নিন	৯২
মাথা এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা সংরক্ষণ করবে	৯৩
জিহ্বাই তো আমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে	৯৩
৩৭. মনে রাখবেন, আল্লাহ ছাড় দেন, ছেড়ে দেন না	৯৪
আল্লাহর একটা নিয়ম আছে	৯৪
৩৮. গুনাহের পরিণতি নিয়ে ভাবুন	৯৫
আল্লাহর নাফরমানি করার কুপ্রভাব	৯৫

দীনের পথে পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ	৯৬
মৃত্যুর সময় অশুভ পরিণতির কারণ	৯৬
৩৯. গুনাহ ত্যাগ করার উপকারিতা নিয়ে ভাবুন	৯৬
জান্নাত পাওয়ার ৬টি গুণ	৯৭
৪০. গুনাহের উপকরণ ও উদ্দীপক বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকুন	৯৮
আল্লাহ যাকে গুনাহ থেকে বিরত থাকার তাওফীক দেন	৯৮
৪১. গুনাহ ঢোকার দরজাগুলো বন্ধ করে দিন	৯৯
নেয়ামত যখন পরীক্ষা	৯৯
৪২. দুষ্টু বন্ধু ও সাথীর ব্যাপারে সতর্ক থাকুন	১০০
বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া কাউকে বন্ধু বানাবে না	১০০
বন্ধু কবরেও গিয়ে পর্নগ্রাফি পাঠায়	১০১
৪৩. একাকী নিভৃতে থাকবেন না	১০৩
একাকী করা প্রতিটি গুনাহের চারটি সাক্ষী	১০৪
অন্তর তিন জায়গায় তালাশ কর	১০৪
৪৪. ভাবুন, আমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাচ্ছি না তো?	১০৪
কুরআনের আশা-জাগানিয়া আয়াত	১০৫
গোপনে ইবলিসের সঙ্গে মিতালী	১০৬
সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি	১০৬
৪৫. ভাবুন নির্জনতা আল্লাহ দেন কেন?	১০৬
ফুযাইল ইবনু ই’য়ায রহ.	১০৭
৪৬. মাসে অন্তত তিন দিন রোজা রাখুন	১০৮
গুনাহ আর পাপাচার যাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলেছে	১০৯
৪৭. বিবাহের ব্যাপারে সিরিয়াসলি চিন্তা করুন	১০৯
এক বোনের ঘটনা	১১০
৪৮. স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখুন	১১১
ত্রিশ বছরের বৈবাহিক জীবনে একবারও ঝগড়া-বিবাদ হয়নি	১১২

স্ত্রীর সামনে পরিপাটি হয়ে থাকা	১১৩
নেককার স্ত্রী	১১৩
৪৯. কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার অভ্যাস করুন	১১৪
ইন্টারনেট ব্যবহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা	১১৪
কাজের শুরুতে কেন বিসমিল্লাহ?	১১৪
বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করার তিন ফায়দা	১১৫
বিশর হাফী রহ.	১১৫
৫০. সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করুন	১১৬
অযু করে ঘুমানোর বিস্ময়কর ফজিলত	১১৬
আমি এখন কার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি	১১৭
আমি যে আমার মহান মালিকের সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি	১১৭
আল্লাহওয়ালারা নিজেদের সঙ্গে অযুর পাত্র রাখতেন	১১৭
৫১. অধিকহারে ইস্তেগফার করুন	১১৮
দুটি নিরাপত্তা– নবী ﷺ এবং ইস্তেগফার	১১৮
ইস্তেগফার করছে এমন কাউকে আল্লাহ আযাব দিবেন না	১১৯
সকল সমস্যার এক সমাধান	১১৯
৫২. অধিকহারে তাওবা করুন	১২০
কতবার তাওবা করব?	১২১
তাওবার দরজা কখনও বন্ধ হয় না	১২১
যার তাওবার কাহিনী আপনার জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দিতে পারে	১২২
৫৩. বেশি করে আল্লাহর যিকির করুন	১২৪
আল্লাহর স্মরণে রত থাকা	১২৫
একবার সুবহানাল্লাহ বলার সাওয়াব	১২৫
৫৪. রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় যিকিরের গুরুত্ব দিন	১২৬
অন্তরের যিকিরের কিছু চমৎকার দৃষ্টান্ত	১২৭
অন্তরের কঠিনতা থেকে বাঁচতে হলে	১২৮

৫৫. ইলম শিখুন	১২৮
ইলম শেখার পাঁচ উপকারিতা	১২৮
ইলম শেখা পরহেযগারিতা	১২৯
৫৬. আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা ঠিক রাখুন	১২৯
যার ওপর আল্লাহর গজব তার দুনিয়ার সফলতা কী কাজে আসবে?	১৩০
মুমিনের জন্য সবচেয়ে লাভজনক দিন কোনটি?	১৩১
৫৭. ইসলামের সৌন্দর্য সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সম্পর্কে জানুন	১৩২
যে আয়াত শুনে এক রোমান ব্যবসায়ী ইসলাম গ্রহণ করেন	১৩২
এক ইউরোপিয়ান তরুণীর কান্না	১৩৪
৫৮. দৃষ্টি সংযত রাখুন	১৩৫
সকল ফেৎনার কারণ	১৩৫
হারাম দৃষ্টি ছেড়ে দাও, নামাযে খুশু আসবে	১৩৬
শয়তানের সাথে বিতর্ক জুড়ে দাও	১৩৭
৫৯. এই কল্পনা ধরে রাখুন	১৩৭
আল্লাহর দেওয়া প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আমানত	১৩৮
৬০. নিজের মা-মেয়ের কল্পনা করুন	১৩৯
নবীজির যুগের এক যুবকের ঘটনা	১৩৯
৬১. নিজের নফসের সাথে বিতর্ক করুন	১৪১
নফসের হিসাব গ্রহণ করা	১৪২
মালেক ইবনু দীনার রহ.	১৪২
৬২. পরিবেশ পাল্টান	১৪৩
ঈমান বৃদ্ধি পায় কিনা?	১৪৪
৬৩. প্রতি দিন এক পৃষ্ঠা হলেও কোরআন তেলাওয়াত করুন	১৪৪
সুলতান মাহমুদ গজনবী রহ.	১৪৫
৬৪. জবানের হেফাজত করুন	১৪৬
আগে ভাবুন, তারপর বলুন	১৪৭

৬৫. পাঁচটা কথা গ্রহণ করলে গুনাহ ক্ষতি করতে পারবে না	১৪৮
৬৬. নিম্মের পাঁচটি গুনাহ থেকে বাঁচুন	১৫০
৬৭. তিনটি বড় গুনাহ থেকে বাঁচুন	১৫২
৬৮. আল্লাহওয়ালাদের সোহবত গ্রহণ করুন	১৫৩
উস্তায জিগর মুরাদাবাদী	১৫৪
৬৯. আল্লাহওয়ালাদের জীবনী ও মালফুযাত পড়ুন	১৫৬
সালাফদের কথা বেশি উপকারী হওয়ার কারণ কী?	১৫৭
৭০. নিম্নোক্ত দোয়াগুলো বেশি বেশি পড়ুন	১৫৮

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ اْللأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ, اَمَّا بَعْدُ.

প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ ছেড়ে দাও

আল্লাহ তাআলা বলেন

وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ

তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সকল গুনাহ ছেড়ে দাও। যারা গুনাহ করে, শীঘ্রই তাদেরকে তাদের কৃত গুনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া হবে। [৩]

নবীজী ﷺ বলেন

اتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় ইবাদতকারী গণ্য হবে। [৪]

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি কেন?

প্রতিটি কাজের দুটি দিক থাকে– বিধানগত দিক এবং প্রভাবগত দিক। গুনাহের বিধানগত দিক হল, তাওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু তাওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে গুনাহের প্রভাবগত বিষয়টি দূর করে দেওয়ার ওয়াদা নেই। আল্লাহ তাআলা তাঁর একান্ত দয়া ও

---

[৩] সূরা আনআ'ম : ১২০

[৪] তিরমিযী : ২৩০৫

মেহেরবানিতে তার প্রভাবও দূর করে দিতে পারেন। তবে সে বিষয়ে কোনো ঘোষণা বা ওয়াদা তিনি দেন নি।

সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি কোনো গুনাহ করে, এরপর তাওবা করে, তখন সেই তাওবা কবুল হলে গুনাহটি থেকে সে ক্ষমা পেয়ে যাবে। তবে গুনাহের প্রভাব ও ক্ষতিকর বিষয় থেকে মুক্তি পাবে কি না– বলা যায় না।

জাহান্নামের রাস্তায় জান্নাতের সুখানুভূতি কামনা করা

এক লোক আগুনের দিকে দৌড়াচ্ছে। আর বলছে, ভাই! খুব গরম লাগছে। আপনি তাকে কী বলবেন? নিশ্চয়ই একথা বলবেন যে, আগুনের দিকে দৌড়াচ্ছ, সুতরাং গরম লাগাটাই তো স্বাভাবিক। ঠান্ডার মজা নিতে হলে যেখানে ঠান্ডা পাওয়া যায়, সেখানে যেতে হবে। আগুনের সংস্পর্শে থেকে ঠান্ডা পাওয়ার আশা করা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়।

অনুরূপভাবে যে লোকটি প্রতিনিয়ত আল্লাহ তাআলার নাফরমানিতে লিপ্ত, সেও তো জাহান্নামের দিকেই দৌড়াচ্ছে। জাহান্নামের রাস্তায় নেমে জান্নাতের সুখানুভূতি কামনা করাও বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়!

جیسے کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ

جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ

যেমন কর্ম তেমন ফল, না মানলে করে দেখ।
জান্নাত আছে জাহান্নামও আছে, না মানলে মরে দেখ।

গুনাহ ক্যান্সারের মত

গুনাহ তো ক্যান্সারের মত। ক্যান্সার থেকে সতর্ক থাকা যেমন জরুরি, গুনাহ থেকেও সতর্ক থাকা জরুরি। ক্যান্সার হলে যেমন কেটে ফেলতে হয় গুনাহ হয়ে গেলেও তাওবা করে নিতে হয়।

সুতরাং আমাদের উচিত, সাধ্যের সবটুকু শক্তি ব্যয় করে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এরপরও কোনো গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করা এবং ভবিষ্যতে গুনাহ করার মানসিকতা পরিত্যাগ করা।

মনে রাখবেন, আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত হল, গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মরণ না আসা এবং গুনাহের পর তাওবার তাওফীক হওয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই তাওফীক দান করুন, আমীন।

গুনাহের মৌলিক দশ ক্ষতি

গুনাহ করা মানে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে যাওয়া। গুনাহের মাধ্যমে মানুষ শয়তানের অনুসরণ করে। মানুষ যখন কোনো গুনাহ করে তখন শয়তান খুব খুশি হয়। আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে যান। গুনাহের মাধ্যমে আদম সন্তানের অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে, তার মাঝে মৌলিক দশটি বিষয় এখানে উপস্থাপন করা হলো−

১. আল্লাহর ইবাদত থেকে মাহরুম হয়ে যায়

সুস্থ যুবকের যদি জ্বর হয়, ভালো হওয়ার নামও না থাকে তাহলে দুর্বলতার কারণে সে চলাফেরাতেও অক্ষম হয়ে পড়ে। কাজের প্রতি সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তার মন চায় বিছানায় পড়ে থাকতে। অনুরূপভাবে গুনাহের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। নেককাজ করা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

কিংবা কথাটা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, আমলের তাওফীক তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। নেক কাজের নিয়তও করে, কিন্তু গুনাহের কারণে নিয়তে দুর্বলতা চলে আসে।

যেমন আজানের শব্দ কানে আসে কিন্তু মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করার মতো তাওফীক হয় না। দোকানে বসে আড্ডা দিবে, অযথা সময় নষ্ট করবে, অথচ মসজিদ একদম নিকটে, তারপরেও মসজিদে যাবে না। হেলাফেলায় সময় নষ্ট করবে। আল্লাহর হুকুম পালন করার মতো সময় হবে না।

পারিবারিক সমস্যার কারণে অথবা অসুস্থতার কারণে দিনের পর দিন দোকান বন্ধ রাখতে পারে, অথচ নামাযের জন্য দশ মিনিট দোকানটা বন্ধ রাখতে পারবে না।

মোবাইলে সময় দেওয়ার টাইম আছে। ফেসবুক ইউটিউব দেখার সময় হয় কিন্তু নামাযের সময় হয় না। এগুলো হয় গুনাহের কারণে।
ফুযাইল ইবনু ই'য়ায রহ. বলেন

مَنْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الْهَوَى وَاتِّبَاعُ الشَّهَوَاتِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ مَوَادُّ التَّوْفِيقِ

কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা যার উপর বিজয়ী হয়। তার থেকে তাওফীকের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। [৫]
ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন

أَجمعَ العارفونَ باللهِ أَنّ ذنوبَ الخلواتِ هِيَ أَصلُ الانتكاساتِ

সকল আওলিয়ায়ে কেরাম একমত যে, বান্দার গোপন গুনাহ দীনের পথে তার পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ। [৬]

ইবাদতের ব্যাপারে অনুভূতিহীন হওয়া

এক ছাত্র তার শায়খকে বলল, শায়খ, আমরা আল্লাহর কত অবাধ্য হই, অথচ তিনি আমাদেরকে শাস্তি দেন না।
শায়খ জবাব দেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে কত যে শাস্তি দেন অথচ তুমি টের পাও না!
এরপর শায়খ কথাটির ব্যাখ্যা করতে থাকেন। তিনি বলেন, আল্লাহ কি তোমার কাছ থেকে তাঁর কাছে মুনাজাতের স্বাদ তুলে নেন নি!
আর একজন ব্যক্তির জন্য তার অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়ার চেয়ে বড় শাস্তি আর নেই।
তোমার কি ইবাদতকে ভারি মনে হয় না? তুমি কি আল্লাহর যিকির থেকে তোমার জিহ্বাকে গাফেল দেখো না?
পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া তোমার কি দিন অতিবাহিত হয় নি?

---

[৫] সাফ্ফারীনী, গিযাউল আলবাব : ২/৪৫৮।
[৬] মাউকিউ দুরারিস সুন্নিয়্যা : ১/২৪৩

তোমার কি এমন অসংখ্য রাত অতিবাহিত হয় নি, যে রাতগুলোতে তুমি রাতের ইবাদত থেকে মাহরুম ছিলে?
তোমার সামনে কি কল্যাণের মওসুমগুলো : রমজান, শাওয়ালের ছয় রোজা, জিলহজের প্রথম দশদিন, শাহরুল্লাহিল মুহাররাম অতিবাহিত হয় নি? অথচ তুমি এসবের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারো নি!
এর চেয়ে বেশি শাস্তি আর কী হতে পারে?

তুমি কি প্রবৃত্তির সামনে দুর্বলতা অনুভব করো না? তুমি কি তোমার অন্তরকে সম্পদ, সম্মান এবং খ্যাতির ভালোবাসায় পূর্ণ পাও না?
উত্তম আদর্শের ব্যক্তিত্ব–যাদের অনুসরণ তোমার নেকি বৃদ্ধি করে– তাদেরকে বাদ দিয়ে নষ্ট মডেল আর সেলিব্রেটিদের সংবাদ ফলো করতে গিয়ে কি তুমি সময় কাটাও না?
এর চেয়ে বেশি শাস্তি আর কী হতে পারে?!

গীবত, চোগলখোরি আর মিথ্যাকে কি তোমার জিহ্বায় যিকিরের চেয়ে বেশি সহজ মনে হয় নি?
আখেরাতে কোনো কাজে আসবে না এরকম অনর্থক বিষয়ে কি তুমি নিজেকে ব্যস্ত রাখো নি?
আখেরাতকে ভুলে দুনিয়াকে কি তুমি তোমার সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রে পরিণত করো নি?
এসব অবনতি আল্লাহর শাস্তির বিভিন্ন রূপ বৈ আর কিছু নয়।

বৎস! তুমি সতর্ক হও। মনে রাখবে, আল্লাহর সবচেয়ে হালকা শাস্তি হচ্ছে, সম্পদ, সন্তান কিংবা স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অধিক 'বাস্তববাদী' বা 'অনুভূতিশীল' হওয়া।
আর সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো, কলবের ব্যাপারে 'অনুভূতিহীন' হওয়া।[৭]
হুযায়ফা ইবনু ক্বাতাদা রহ. বলেন

[৭] ড. আলী আসসাল্লাবীর পেইজ থেকে অনূদিত

أَعْظَمُ المَصَائِبِ قَسَاوَةُ القَلْبِ

সবচেয়ে বড় বিপদ হল অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া। [৮]

২. ইলম থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়

কুরআন-হাদিস হলো পবিত্র জিনিস, আর গুনাহগারের অন্তর হলো অপবিত্র। তাই পবিত্র এই ইলম আল্লাহ অপবিত্র পাত্রে রাখেন না।

আলো ও অন্ধকার তো এক জায়গায় থাকে না। ইলম হলো নূর আর গুনাহ হলো অন্ধকার। এর পরিণতি কী হবে!

যখন ভদ্রলোক আর দুষ্টুলোক এক জায়গায় একত্রিত হয়ে যায়, ভদ্রলোকই জায়গা ছেড়ে চলে যায়। এ রকমই অন্তরে গুনাহের অন্ধকার থাকলে ইলম জায়গা ছেড়ে দেবে।

ইলমের অবস্থা যদি চেরাগের মত হয়, গুনাহের অবস্থা হলো বাতাসের ঝাপটার মত। যদি বাতাসের ঝাপটা লাগতেই থাকে, চেরাগ আর কতক্ষণ জ্বলে থাকবে! শেষ পর্যন্ত নিভেই যাবে।

এ জন্য বিশেষভাবে যারা কুরআন ও হাদীসের ইলম অর্জন করতে চায় তাদেরকে সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হয়।

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন

إِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللهُ فِي الْقَلْبِ ، وَالْمَعْصِيَةُ تُطْفِئُ ذَلِكَ النُّورَ

ইলম হলো আলো বিশেষ যা অন্তরে সঞ্চারিত হয় এবং গুনাহ সেই আলোকে নিভিয়ে দেয়। [৯]

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর প্রতি তাঁর শিক্ষকদের উপদেশ

ইমাম মালেক রহ. একবার ইমাম শাফেয়ী রহ.-কে উপদেশ দেন

إِنِّي أَرَى اللهَ تَعَالَى قَدْ أَلْقَى عَلَى قَلْبِكَ نُورًا، فَلَا تُطْفِئْهُ بِظُلْمَةِ الْمَعْصِيَةِ

---

[৮] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৯/২৮৪

[৯] ফয়জুল কাদীর : ১/১১৯

আমি দেখছি আল্লাহ তাআলা তোমার অন্তরে নূর দিয়েছেন, তুমি গুনাহের অন্ধকার দিয়ে তাকে মিটিয়ে দিয়ো না।[১০]

ইমাম শাফেয়ী রহ. নিজের শিক্ষক ইমাম ওয়াকী' রহ.-এর কাছে অভিযোগ করেছিলেন, আমি ভুলে যাই।
ওয়াকী' রহ. বললেন, গুনাহ ছেড়ে দাও।
ইমাম শাফেয়ীর স্বভাবে একটু কবিত্বও ছিল। তিনি এটাকে কবিতায় বলেন

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِيْ
فَأَرْشَدَنِيْ إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِيْ
وَأَخْبَرَنِيْ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ
وَنُوْرُ اللهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِيْ

আমি ইমাম ওয়াকী' রহ.-এর কাছে আমার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করলাম, তিনি উপদেশ দিলেন তুমি গুনাহ করো না। কারণ ইলম আল্লাহর নূর এবং আল্লাহর এই নূর পাপীদের অন্তরে দেওয়া হয় না।[১১]

৩. আল্লাহর রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়

মানুষ গুনাহ করলে আল্লাহর রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। যদিও তার অনেক ধনসম্পদ থাকে, কিন্তু সে এগুলো উপভোগ করতে পারে না। লক্ষ ও কোটি টাকার মালিক, কিন্তু সে নিজে কিছুই খেতে পারে না।
এমন অনেক মানুষ আছে, ধনসম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে, কিন্তু ডাক্তার বলে দিয়েছে দুই রুটির বেশি খাওয়া যাবে না। এটা খাওয়া যাবে না, ওটা খাওয়া যাবে না।
এমন অনেকেই আছেন, শুধু ঘুষ ও হারাম উপায়ে অনেক সম্পদের মালিক হয়েছে। মানুষকে ঠকিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। গরিব অসহায়দের

[১০] ফা ফিররূ ইলাল্লাহ : ৩৩
[১১] প্রাগুক্ত

হক মেরে খেয়েছে। জনগণের সম্পদ লুটপাট করেছে, সরকারি সম্পদ অবৈধভাবে নিজের নামে করে নিয়েছে। আরও কতো কী করেছে। কিন্তু শেষ জীবনে গিয়ে সে কিছুই উপভোগ করতে পারে না।
নবীজী ﷺ বলেন

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

নিশ্চয়ই ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।[১২]
আলী রাযি. বলেন

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا. فَإِنَّ الذُّنُوبَ تُزِيلُ النِّعَمْ

যদি তুমি আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে থাকো তাহলে তার যত্ন নাও। কারণ গুনাহ নেয়ামত দূর করে দেয়।[১৩]

৪. কাজের মধ্যে বরকত শেষ হয়ে যায়

গুনাহের কারণে কাজের মধ্যে বরকত শেষ হয়ে যায়। ছোট ছোট কাজে বড় বড় সমস্যা ছুটে আসে। যাপিত-জীবনের কষ্ট ও চেষ্টা সফলতার মুখ দেখে না। আপাত-দৃষ্টিতে কাজ সম্পন্ন মনে হলেও যথা সময়ে কাজ অসম্পন্ন দেখা যায়। পেরেশানি ও টেনশনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
মানুষ মনে করে, কেউ কিছু একটা করেছে। অথচ সে নিজের আত্মিক-কলুষতার কারণে বিপদাপদের মধ্যে পড়ে থাকে।
নিজেই স্বীকার করে যে, একটা সময় ছিল যখন সে মাটিতে হাত রাখলেও সোনা হয়ে যেত। আর এখন সোনায় হাত রাখলেও মাটিতে পরিণত হয়। এসবই গুনাহের কারণে হয়।

جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ
حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامۂ اعمال دیکھ

[১২] মুসনাদ আহমাদ: ৫/২৭৭ ইবনু মাজাহ: ৯০
[১৩] ইবনুল কায়্যিম, আদ-দা ওয়াদদাওয়া : ১/৭৫

যখন বলি, ইয়া আল্লাহ! আমার অবস্থা দেখুন।
নির্দেশ আসে, তুমি নিজের আমলনামাটা দেখো।

আল্লাহ তাআলা বলেন

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

তোমাদের উপর যে মুসিবত আসে, তা তোমাদেরই কর্মের ফলে। আর তিনি তোমাদের অনেক কিছুই ক্ষমা করে দেন।[১৪]

৫. প্রিয়জনরা দূরে সরে যায়

কখনও এমন চিত্রও দেখা যায় যে, এই সম্পদের কারণেই তার জীবন দিতে হয়। সন্তানও যেই প্রিয়জনদের কারণে এত কিছু করেছে, তারা তার চেয়ে তার সম্পদকেই বেশি ভালোবাসে। সে হয়ে যায় অবহেলিত ও বঞ্চিত। আয়শা রাযি. বলেন

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ عَدَّ حَامِدَهُ مِنَ النَّاسِ ذَامًّا

বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে তখন আল্লাহ তাআলা ওই বান্দার প্রশংসাকারীকে নিন্দাকারী বানিয়ে দেন।[১৫]

ফুযাইল বিন ই'য়ায রহ. বলেন

إني لأعصي الله؛ فأعرف ذلك في خُلُق دابتي وجاريتي

আমি যখন আল্লাহর নাফরমানি করি, তখন আমি এর কুপ্রভাব আমার গৃহপালিত পশু ও আমার পরিচারিকার আচরণ-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বুঝতে পারি।[১৬]

৬. মুমিনদের অন্তরে তার ব্যাপারে ঘৃণা তৈরি হয়

অনবরত গুনাহে নিমজ্জিত ব্যক্তির ব্যাপারে মুমিনদের অন্তরে ঘৃণা তৈরি হয়।

---

[১৪] সূরা শূরা : ৩০

[১৫] সহীহ ইবনু হিব্বান : ২৭৭

[১৬] ইবনুল জাওযী, সায়দুল খাত্বির : ৩১

আবুদ্দারদা রাযি. বলেন

إِنَّ الْعَبْدَ يَخْلُو بِمَعَاصِي اللهِ فَيُلْقِي اللّهُ بُغْضَهُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ

বান্দা গোপনে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে। ফলে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অন্তরে তার ব্যাপারে এমনভাবে ঘৃণা তৈরি করে দেন যে, সে টেরও পায় না।[১৭]

৭. চেহারা কুৎসিত ও শরীর দুর্বল হয়ে যায়

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. বলেন

إنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوادًا في الوَجْهِ، وظُلْمَةً في القَلْبِ ووَهَنًا في البَدَنِ، ونَقْصًا في الرِّزْقِ، وبُغْضَةً في قُلُوبِ الخَلْقِ

গুনাহের কাজ করলে চেহারা কুৎসিত হয়। অন্তর অন্ধকার হয়। দেহের শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। রিযিকের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা দেখা দেয়। মানুষের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা ভাব জন্মায়।[১৮]

৮. গুনাহ ছাড়া কঠিন হয়ে যায়

গুনাহের প্রথম পর্যায়ে আমরা ভাবি, আজ না হয় গুনাহটা করেই ফেলি। তারপর তা ছেড়ে দিয়ে তাওবা করে ফেলব।

কিন্তু বাস্তবতা পুরোপুরি উল্টো। কারণ একটি গুনাহ অন্য গুনাহের জন্ম দেয়। একটি গুনাহের কারণে আরেকটি গুনাহ সংঘটিত হয়। ফলে গুনাহ ছেড়ে রবের দিকে ফিরে আসা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, গুনাহ গুনাহকে টানে। এক গুনাহ আরেক গুনাহকে জন্ম দেয়। তাওবা করলে গুনাহ মাফ হয়ে গেলেও এর প্রভাব থেকে যায়।

---

[১৭] ইবনুল কাইয়িম, আদ-দা ওয়াদদাওয়া : ১/৫২

[১৮] রাওযাতুল মুহিব্বীন : ৪৪১

উরওয়া ইবনু যুবাইর রহ. বলেন

إِذَا رَأَيْت الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَاعْلَمْ أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخَوَاتٍ ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ تَدُلُّ عَلَى أُخْتِهَا ، وَإِذَا رَأَيْته يَعْمَلُ السَّيِّئَةَ فَاعْلَمْ أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخَوَاتٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ تَدُلُّ عَلَى أَخَوَاتِهَا وَإِنَّ السَّيِّئَةَ تَدُلُّ عَلَى أَخَوَاتِهَا

তুমি যদি কোনো ব্যক্তিকে নেক আমল করতে দেখ, তবে জেনে রেখো, তার আরো নেক আমল রয়েছে।

আর যদি কোনো ব্যক্তিকে গুনাহ করতে দেখ, তবে বুঝে নিও, তার আরো অনেক গুনাহ রয়েছে।

কেননা একটি নেক আমল তার সমপর্যায়ের অন্য নেক আমলের প্রতি নির্দেশ করে এবং একটি গুনাহ অন্যান্য গুনাহের দিকে নির্দেশ করে। [১৯]

৯. অন্তর অন্ধকার হয়ে যায়

হাদীসে এসেছে, নবীজী ﷺ বলেন

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ فَذَلِكُمُ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يكسِبونَ

কোনো মানুষ যখন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। সাথে সাথে যদি তাওবা করে ফেলে তাহলে সেই দাগ মিটে যায়। কিন্তু যদি তাওবা করার আগেই আরেকটি গুনাহ করে তাহলে আরও একটি দাগ পড়ে যায়। এভাবে দাগ পড়তে পড়তে অন্তরটা কালো কুচকুচে হয়ে যায়। এটা সেই মরিচা যার ব্যাপারে কুরআন মজিদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন

[১৯] হিলয়াতুল আউলিয়া : ২/১৭৭

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يكسِبونَ

এটা কক্ষনো নয়, বরং তাদের অন্তরের ওপর গুনাহের মরিচা লেগে গেছে, যা তারা প্রতিনিয়ত উপার্জন করেছে–সূরা আল মুতাফফিফীন : ১৪। [২০]

হাসান বসরী রহ. বলেন

إِنّ بَيْنَ العبدِ و بَيْنَ اللهِ حدّاً محدوداً مِن الذنوبِ فَإِذَا بَلغَه العبدُ طُبعَ عَلى قَلبِهِ فَلَم يُوفِّقه للخيرِ أبَداً فبادِر أيُّها المُجَاوِز للحُدودِ بالتوبةِ والرجوعِ قبلَ أن تَبلغَ الحد

আল্লাহ ও বান্দার মাঝে গুনাহের একটি নির্দিষ্ট সীমানা থাকে। বান্দা যখন সেই সীমানায় উপনীত হয়, তখন তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়। ফলে তাকে আর কল্যাণের তাওফীক দেওয়া হয় না।

সুতরাং ওহে যারা সীমালঙ্ঘন করছে! চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছার আগেই তাওবা করে ফিরে এসো। [২১]

১০. তাওবার সুযোগ হয় না

অনবরত গুনাহে নিমজ্জিত ব্যক্তির অন্তর শক্ত হয়ে যায়। ফলে তাওবার প্রয়োজনীয়তা তার অনুভব হয় না। মৃত্যুর সময় তাওবার সুযোগ হয় না।

ইবনু রজব রহ. বলেন

أَنّ خَاتِمَةَ السُّوءِ تَكُونُ بِسَبَبِ دَسِيسَةٍ بَاطِنَةٍ لِلْعَبْدِ لَا يَطّلِعُ عَلَيْهَا النّاسُ

মৃত্যুর সময় অশুভ পরিণতির কারণ বান্দার গোপন গুনাহ, যা সম্পর্কে মানুষ জানত না। [২২]

[২০] তিরমিযী : ৩৩৩৪

[২১] কূতুল কুলূব ফী মু'আমালাতিল মাহবূব : ১/১৫৭

[২২] জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/১৭২

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন

أَنّ اتباعَ الهوَى يُغلِقُ عنِ العبدِ أبوابَ التوفيقِ ويَفتَحُ عليهِ أبوابَ الخذلان،

فتَرَاه يَلهَجُ بأن اللهَ لو وفقَ لَكانَ كَذا وكَذا، وقَد سُد على نفسِه باتباعِه هَواه

প্রবৃত্তির অনুসরণ বান্দার জন্য তাওফীকের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়। তার সামনে ব্যর্থতার বিভিন্ন দরজা খুলে দেয়।

তখন আপনি দেখবেন সে অবিরতভাবে বলতে থাকবে, যদি আল্লাহ তাওফীক দিতেন, তবে এমন এমন হতো!

মূলত তার প্রবৃত্তিপরায়ণতার কারণে আল্লাহ তার জন্য তাওফীকের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। [২৩]

সবচেয়ে বড় ধোঁকা

এ কারণে ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ায রহ. বলেন, আমার কাছে সবচেয়ে বড় ধোঁকার জিনিস হল

التمادي في الذنوب مع رَجَاءِ الْعَفْوِ مِنْ غَيْرِ نَدَامَةٍ

১. ক্ষমা পাওয়ার আশায় গুনাহের চরমে পৌঁছে যাওয়া; লজ্জিত না হওয়া।

وَتَوَقُّعُ الْقُرْبِ مِنَ اللهِ تَعَالَى بِغَيْرِ طَاعَةٍ

২. আল্লাহ তাআলার আনুগত্য না করে তার নৈকট্য লাভের আশা করা।

وَانْتِظَارُ زَرْعِ الْجَنَّةِ بِبَذْرِ النَّارِ

৩. জাহান্নামের বীজ বপন করে জান্নাতের ফসল আশা করা।

وَطَلَبُ دَارِ الْمُطِيعِينَ بِالْمَعَاصِي

৪. গুনাহ করেও ইবাদতকারীদের সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রত্যাশা করা।

وَانْتِظَارُ الْجَزَاءِ بِغَيْرِ عَمَلٍ

৫. আমল করা ছাড়াই বিনিময় পাওয়ার আশা করা।

---

[২৩] ইবনুল ক্বাইয়িম, রওযাতুল মুহিববীন : ৬৪০

وَالتَّمَنِّي عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ الْإِفْرَاطِ

৬. গুনাহে লিপ্ত থেকেও আল্লাহ তাআলার মাগফিরাতের আশাবাদী হওয়া।[২৪]
কবি বলেন

تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا

إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى اليبس

তুমি নাজাতের পথ না ধরে নাজাতের আশা করে বসে আছ!
অথচ পাথুরে জমিনে কক্ষনো নৌকা চলতে পারেনা।[২৫]

সবচেয়ে দামী আমল : গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা

হাদীসে এসেছে, আয়শা রাযি. একদিন নবীজি ﷺ-কে বললেন, পুরুষের তুলনায় মহিলাদের ঘুম বেশি। তাই আমি রাত জেগে ইবাদত করতে পারি না। ঘুম আসে। ফলে যারা রাত জেগে ইবাদত না করে তাদের থেকে তো পিছনে পড়ে গেলাম!
তখন নবীজী ﷺ আয়শা রাযি.-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْبِقَ الدَّائِبَ الْمُجْتَهِدَ فَلْيَكُفَّ عَنِ الذُّنُوبِ

যে ব্যক্তি খুব ইবাদতকারী চেয়েও অগ্রসর হয়ে আনন্দ পেতে চায় তার জন্য উচিত হল, গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা।[২৬]
আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. বলেন

لَا أَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْئًا

গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার মত সমকক্ষ আমল আমি কোনোটিকে মনে করি না।[২৭]

---

[২৪] ইহইয়ায়ু উলুমিদ্দীন : ৪/১৪৪
[২৫] প্রাগুক্ত
[২৬] মুসনাদ আবু ইয়া'লা : ৪৯৫০
[২৭] আদাবুদদুনয়া ওয়াদদীন : ১/৯৮

হাসান বসরী রহ. বলেন

مَا عَبَدَ الْعَابِدُونَ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ تَرْكِ مَا نَهَاهُمُ اللّٰهُ عَنْه

আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকার চেয়ে উত্তম কোনো ইবাদত আর কোনো ইবাদতকারী করতে পারে নি।[২৮]

একটি চমৎকার ঘটনা

কাজী আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে যায়েদ রহ.। যিনি ছিলেন একজন তাবে-তাবিয়ী। বিখ্যাত তাবিয়ী হাসান বসরী রহ. এবং মালেক ইবনু দীনার রহ.-এর শাগরিদ ছিলেন। আল্লাহর বড় অলি ছিলেন। তিনি বলেন

আমি একদিন বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে বাইতুল মুকাদ্দাসে সারারাত ইবাদত করলাম। ভোর রাতের দিকে মসজিদের দরজা খুললাম। মসজিদে তখন আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না।

ইত্যবসরে কয়েক জন লোক একসঙ্গে প্রবেশ করল। প্রত্যেকের পরনে ছিল লোহা-জাতীয় পোশাক। পায়ে খেজুর পাতা দিয়ে বানানো জুতো। গলায় ঝুলানো ছিল কুরআন মাজীদ।

আমি গুণে দেখলাম তাঁরা মোট আঠারো জন। তাঁদের চেহারা থেকে একপ্রকার নূরের ঝলক প্রতিভাত হচ্ছিল।

এটা দেখে আমি অভিভূত হলাম এবং প্রভাবিত হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা এত বড় মর্যাদা পেলেন কীভাবে? কীভাবে এত বেশি সম্মানিত হলেন?

তাঁদের একজন উত্তর দিলেন

يا عبدَ الواحد لا يُوصِل إلى ولايَةِ الله إلا بترك الْهَوَى

হে আব্দুল ওয়াহিদ! নফস-তাড়িত গুনাহ ত্যাগ করা ছাড়া আল্লাহর অলি হওয়া যায়না।

---

[২৮] জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ২৯৬

আরেকজন বললেন

ما عَرَفَ اللهَ مَن لَم يستَحِي منه في الخلاء

যে ব্যক্তি নির্জনতার সময়গুলোতে আল্লাহকে লজ্জা করেনি, সে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারেনি। [২৯]

আল্লাহ তাআলার কাছে বিনীত প্রার্থনা–

میں امتحان کے قابل نہیں مرے مولی

مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا

মাওলা আমার! আমি পরীক্ষার যোগ্য নই,

আমাকে গুনাহ করার সুযোগ দিবেন না।

[২৯] আযযাহির; আবুল হাসান আলী আলকুরতুবী : ৩২,৩৩

গুনাহের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকার ৭০টি কার্যকরী পরামর্শ

উক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হল, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং সবচেয়ে দামী আমল হলো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। তাই কুরআন-হাদীস, সালাফ ও আকাবিরের অভিজ্ঞতার আলোকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ৭০টি কার্যকরী পরামর্শ তুলে ধরা হল।

১. হিম্মত করুন

গুনাহের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আপনাকে হিম্মত করতে হবে। আল্লাহর উপর ভরসা করে এই আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে যে– ইনশাআল্লাহ আমি পারবো। আমার রবের সন্তুষ্টির জন্য গুনাহের এই চাকচিক্য থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবো। এই ভাবে প্রত্যয়ী হতে পারলে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাটা সহজ হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ

আল্লাহর কাছে শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন থেকে অধিক উত্তম ও প্রিয়। তুমি ওই জিনিসে যত্নবান হও, যাতে তোমার উপকার আছে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর ও উৎসাহহীন হয়ো না। [৩০]

কত ঘুমাবি! কবে জাগবি!

সালাফদের যুগে পুরুষরা তো ছিলই; নারীদের হিম্মতও কেমন ছিল দেখুন– রাবেয়া বসরী রহ. রাতভর নামায পড়তেন। সুবহে সাদিকের সময় জায়নামাযে বসেই ফজর পর্যন্ত হাল্কা ঘুমিয়ে নিতেন। পুনরায় চোখ খুলতেই দ্রুত ওঠে যেতেন এবং নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন

[৩০] মুসলিম : ৪৮২২

يَا نَفْسُ كَمْ تَنَامِينَ ، وَإِلَى كَمْ تَقُومِينَ ، يُوشِكُ أَنْ تَنَامِي نَوْمَةً لَا تَقُومِينَ
بَعْدَهَا إِلَّا لِصَرْخَةِ يَوْمِ النُّشُورِ

আহা! আর কত ঘুমাবি! কবে জাগবি! মনে হয় তোকে কেয়ামতের বিকট আওয়াজই জাগাতে পারবে!

রাবেয়া বসরী রহ.-এর খাদেমা আবদাহ, যিনি নিজেও একজন নেককার মহিলা ছিলেন। বলেন, রাবেয়াকে মরণ পর্যন্ত এমন করতে দেখেছি।[৩১]

কেয়ামতের সঙ্গে রাতের কতই না মিল

সালাফের যুগে আরেকজন আবেদা ছিলেন। নাম ছিল মুনিরাহ রহ.। তাঁর সব সময়ের অভ্যাস ছিল, যখন রাত নেমে আসতো, বলতেন

قد جاء الهول قد جاءت الظلمة، قد جاء الخوف، وما أشبه هذا بيوم القيامة؟

আতঙ্ক এসে গেছে। অন্ধকার ছেয়ে গেছে। ভয় এসে পড়েছে। কেয়ামতের সঙ্গে এর কতই না মিল!

এরপর তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। ভোর পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে নামায পড়তেন।[৩২]

আল্লাহ প্রেমিকদের হিম্মত এমনই হয়। তারা আল্লাহর জন্য যে কোনো কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত থাকেন।

از محبت تلخ ہا شیریں شود
وز محبت مس ہا زریں شود
از محبت درد ہا صافی شود
وز محبت درد ہا شافی شود

[৩১] সিফাতুস সাফওয়া : ০২/২৫১
[৩২] মাউসুআ’ লি ইবনি আবিদ্দুনয়া : ১/২৬৯

ভালোবাসা এক আজব জিনিস,
তিতা হয়ে যায় মিঠা।
অন্তরের এই ভালোবাসা,
রৌপ্যকে করে সোনা।
দূর করে সে সকল ব্যথা,
এনে দেয় সে স্বস্তি।
দূরে ঠেলে দেয় পীড়া-ব্যাধি,
লাভ হয় কেবল শান্তি।

২. নিয়ত করুন, সুযোগ পেলেও গুনাহ করবো না

মনে রাখতে হবে, গুনাহকালীন সময়ের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তার ক্ষতি ও করুণ পরিণতি দীর্ঘস্থায়ী। পাপের উন্মাদনা সাময়িক কিন্তু তার অনুতাপ হবে দীর্ঘ-মেয়াদী। সুতরাং আজ থেকে নিয়ত করুন, গুনাহের সুযোগ পেলেও গুনাহ করবো না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

وَمَن هَمَّ بسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْها، كَتَبَها اللَّهُ له عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً

আর যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ করার সংকল্প করে; কিন্তু তা কর্মে বাস্তবায়িত করে না তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে একটি পূর্ণ নেকি লিপিবদ্ধ করে দেন।[৩৩]

সর্বোত্তম নিয়ত

আমাদের মাশায়েখ বলেন, নিয়ত তিন ধরণের হয়।

১. নেক আমল করার নিয়ত। যেমন এই নিয়ত করা যে, প্রতি সোম বারে সুন্নাহ-রোজা রাখবো, প্রতিদিন ইশরাকের নামায আদায় করবো, তাবলীগের চিল্লায় যাব, এত টাকা সাদকা করবো ইত্যাদি।

[৩৩] মুসলিম : ১৩১

যেহেতু এ ধরণের নিয়ত সকল মুমিন জীবনের কোনো না কোনো সময় সাধারণত করে থাকে, সুতরাং এটিকে আমরা বলতে পারি সাধারণ নিয়ত।
২. গুনাহ না করার নিয়ত। যেহেতু উত্তম আমল হল, গুনাহ ছেড়ে দেওয়া, সুতরাং এটিকে আমরা বলতে পারি উত্তম নিয়ত।
৩. গুনাহ করার সুযোগ পেলেও গুনাহ না করার নিয়ত। নিঃসন্দেহে এটি সর্বোত্তম নিয়ত।

নিয়ত-গুণে আমলের গুণ পাল্টে যায়

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. বলেছেন

رُبَّ عَمَلٍ صَغِيْرٍ تُكَثِّرُهُ النِّيَّةُ، وَرُبَّ عَمَلٍ كَثِيْرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ

নিয়ত-গুণে অনেক ছোট আমলও অধিক আমলে পরিণত হয়; আবার অনেক বড় আমলও ছোট আমলে পরিণত হয়।[৩৪]

এক তালিবুল-ইলমের শিক্ষণীয় ঘটনা

শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী রহ.-এর শাগরিদের ঘটনা। যে ছিল যুবক ও সুদর্শন। উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিল। মাদরাসার ছাত্র ছিল। প্রতিদিন যে রাস্তা দিয়ে সে মাদরাসায় আসা-যাওয়া করত, একটি মেয়ে তা লক্ষ্য করত। মেয়েটির মনে শয়তান কুচিন্তা ঢেলে দিল, সে ছেলেটির সঙ্গে খারাপ কাজ করার সুযোগ খুঁজতে লাগল। তার এই গোপন চিন্তা চরিতার্থ করার জন্য সে নিজের চাকরানীকে কাজে লাগাল।
একদিনের ঘটনা। ছেলেটি যথারীতি ওই রাস্তা দিয়ে মাদরাসায় যাচ্ছিল। এমন সময় চাকরানী তার কাছে গিয়ে বলল, এই ঘরে একজন রোগী আছে, তুমি তাকে একটু ফুঁ দিয়ে দাও।
এটা যে একটা কুটচাল ছিল, ছেলেটি তা কল্পনাও করেনি। তাই সে সরল বিশ্বাসে চাকরানীর সঙ্গে মেয়েটির বাড়িতে এল। ঘরে ঢুকতেই চাকরানী বাহির থেকে দরজা লাগিয়ে দিল। তারপর মেয়েটি সাজগোজ অবস্থায়

[৩৪] সিয়ার, জীবনী নং ১১২

ছেলেটির সামনে এসে বলল, অনেক দিন থেকেই আমি তোমাকে দেখছি। তোমার যাতায়াতের পথে প্রতিদিন আমি দাঁড়িয়ে থাকি, শুধু তোমাকে দেখার জন্য। আমি তোমাকে একান্তভাবে পেতে চাই। আমার কামনার জ্বালা পূরণ করতে চাই।

এভাবে যখন মেয়েটি খোলামেলাভাবে সব কিছু বলছিল এবং ছেলেটিকে ব্যভিচারের দিকে আহ্বান করছিল, তখন ছেলেটি ভয় পেয়ে গেল। এই ভয় ছিল আল্লাহর ভয়। আর আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের কোনো পথ তৈরি করে দেবেন।[৩৫]

তাই আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে একটা বুদ্ধি দিয়ে দিলেন। ছেলেটি মেয়েটিকে বলল, তোমার সঙ্গে আমি এই কাজ করবো, ঠিক আছে, তবে এখন আমি একটু বাথরুমে যাবো। এই বলে সে বাথরুমে ঢুকল।

ওই যুগের বাথরুম পাকা ছিল না। যার কারণে সহজেই পায়খানা হাতে নেয়া যেত। ছেলেটি সেখান থেকে কিছু পায়খানা নিল এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় মাখাল। তারপর সে বের হয়ে মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়াল।

এই অবস্থা দেখে মেয়েটি নাকে হাত দিয়ে ওয়াক থু করতে লাগল এবং বলল, আমার জানা ছিল না যে, তুমি এত নোংরা। দূর হও এখান থেকে। এই বলে মেয়েটি ছেলেটিকে ওখান থেকে ভাগিয়ে দিল।

ওখান থেকে বের হয়ে ছেলেটি দ্রুত মাদরাসায় চলে আসল এবং ভালো করে গোসল করে ও কাপড়ে লেগে থাকা ময়লা পরিষ্কার করে ভেজা কাপড় নিয়েই ক্লাসে গিয়ে বসল। আজ সে সকলের পিছনে বসল যেন অন্যরা কিছু বুঝতে না পারে। একটু পরে ক্লাসে উপস্থিত হলেন শাহ আব্দুল আযীয রহ.। ক্লাসে বসেই তিনি সুগন্ধির সৌরভ অনুভব করলেন। বললেন, ভাই!

---

[৩৫] সূরা তালাক : ৩

মৌ মৌ সুগন্ধে আজ ক্লাসরুম ভরে গিয়েছে। এত সুন্দর সুগন্ধি আজ কে মেখে এসেছ?

উস্তাদের মুখে এই প্রশ্ন শুনে ছাত্ররা একজন আরেকজনের দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। তখন ছেলেটির কাছে বসা এক ছাত্র বলে ওঠল, উস্তাদজী! এর কাছ থেকেই খুশবুটা আসছে।

এমনিতে ছেলেটি আগ থেকেই ভয়ে ভয়ে ছিল। এরই মধ্যে উস্তাদ তাকে ডেকে বললেন, এদিকে এসো, তোমার কাপড়চোপড় ভেজা কেন? ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলো তো!

শাহ সাহেবের কথায় ছাত্রটি কাঁদতে লাগল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে পুরো ঘটনা খুলে বলল। শেষে বলল, হযরত! অবাক-করা বিষয় হল, আমি শরীর ও কাপড়ের বিভিন্ন জায়গায় লাগিয়েছি পায়খানা, তারপর তা ধুয়েই ক্লাসে এসেছি। আমি তো কোনো সুগন্ধি দেই-নি। কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সুগন্ধ। আপনি যখন সুগন্ধির বিষয়টা বলেছেন, তখন আমি যে যে জায়গায় পায়খানা লাগিয়েছিলাম, শুঁকে দেখলাম, ওই জায়গাগুলো থেকেই সুগন্ধি ছড়াচ্ছে!

আল্লাহু আকবার! এ ঘটনা প্রমাণ করে যে ব্যক্তি গুনাহের সুযোগ পাওয়ার পরেও আল্লাহর ভয়ে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে আল্লাহ তার মর্যাদা এভাবে বাড়িয়ে দেন।

ہر کہ عاشق شد جمال ذات را

اوست سید جملہ موجودات را

যে লোকটি প্রেমিক হয় আল্লাহর সৌন্দর্য্যের
সে লোকটি সরদার হয় সকল সৃষ্টিজীবের।

৩. কোনো গুনাহ ছোট করে দেখবেন না

গুনাহ হল আমাদের শত্রু। শত্রুর ক্ষেত্রে যুদ্ধের কৌশল হল শত্রুকে কখনও ছোট করে দেখতে নেই।

হাদীসে এসেছে, নবীজী ﷺ বলেন

إياكم ومُحَقَّراتِ الذنوبِ

তুমি ওই সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাক যেগুলোকে ছোট বলে ধারণা করা হয়। [৩৬]

মাশায়েখ বলেন

لَا تَحْقِرَنّ صَغِيرَةً. إِنّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى

গুনাহকে ছোট মনে করো না। বড় পাহাড় ছোট ছোট পাথর দিয়েই তৈরি হয়।

ছোট গুনাহগুলোর খোঁজ রাখার জন্য ফেরেশতা রয়েছে

হাদীসে এসেছে, আয়শা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

يَا عَائِشَةَ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا

হে আয়শা! তুমি ওই সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাক যেগুলোকে ছোট বলে ধারণা করা হবে। কেননা এ সমস্ত ছোট ছোট গুনাহের খোঁজ রাখার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে। [৩৭]

চিন্তা করে দেখুন, হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি একটা বিড়ালকে বেঁধে রাখার কারণে জাহান্নামে চলে গেছে। একজন মুজাহিদ শুধু একটি রশি চুরি করার কারণে জাহান্নামে চলে গেছে। আরও এসেছে, একজন লোক আমল করতে করতে জান্নাতের পাড়ে চলে যায়, তারপর সে হঠাৎ একটা কথা বলে যার কারণে সে জাহান্নামের পাড়ে চলে আসে।

তাহলে বলুন, কোনো গুনাহ ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ আছে?! বরং একজন মুমিন সগিরাকেও কবিরা গুনাহ মনে করে।

قدم قدم پہ یہاں احتیاط لازم ہے
کہ منتظر ہے یہ دنیا کسی بہانے کی

[৩৬] সহিহ আলজামি' : ২৬৮৬

[৩৭] মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৩৩৭

এজগতে প্রতিটি পদক্ষেপে প্রয়োজন সতর্ক থাকার।
কারণ দুনিয়া অপেক্ষায় থাকে কোনো বাহানার।

গুনাহকে যত তুচ্ছজ্ঞান করবে তা তত বেশি গুরুতর হবে

ফুযাইল ইবনু ই'য়ায রহ. বলেন

بِقَدْرِ مَا يَصْغَرُ الذَّنْبُ عِنْدَكَ يَعْظُمُ عِنْدَ اللَّهِ، وَبِقَدْرِ مَا يَعْظُمُ عِنْدَكَ يَصْغَرُ عِنْدَ اللَّهِ

তুমি গুনাহকে যত তুচ্ছজ্ঞান করবে আল্লাহর কাছে তা তত বেশি গুরুতর মনে হবে এবং তুমি গুনাহকে যতটা গুরুতর মনে করবে আল্লাহ তাকে তত তুচ্ছজ্ঞান করবেন।[৩৮]

৪. দোয়া করুন

দোয়া সকল মুসিবতের সবচেয়ে শক্তিমান প্রতিষেধক। সুতরাং যে ব্যক্তি তাওবা করতে চায়, তার উচিত ওই সত্তার দরবারে হাত তোলা যিনি প্রার্থনা শুনেন এবং মুসিবত দূর করেন।

হতে পারে গুনাহ বর্জন এবং পবিত্র জীবন গঠন; এই দু'য়ের মাঝে দূরত্ব কেবল দু'টি প্রার্থনার হাত। প্রয়োজন কেবল কয় ফোঁটা চোখের পানি। আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব।[৩৯]

দোয়া এমন সেনাবাহিনী, যা কখনই পরাজিত হয় না

ইবনু তায়মিয়াহ রহ. বলেন

الْقُلُوبُ الصَّادِقَةُ وَالْأَدْعِيَةُ الصَّالِحَةُ هِيَ الْعَسْكَرُ الَّذِي لَا يُغْلَبُ

---

[৩৮] হিদায়াতুল মুরশিদ : ২০৩

[৩৯] সূরা গাফির : ৬০

সত্যবাদী আত্মা এবং মানুষের উত্তম দোয়া এমন সেনাবাহিনী, যা কখনই পরাজিত হয় না।[৪০]

কবির ভাষায়

عاشقاں را ایں بود آرام جاں

کہ رساند آہ را تا آسماں

প্রেমিক-হৃদয় হয় খুশি

শুনে মালিক আহাজারি।

অন্তরের আরোগ্য

ইয়াহইয়া ইবনু মু'আয রহ. বলেন

دواء القلب خمسة أشياء، قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن وقيام الليل،

والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين

পাঁচটি জিনিসে অন্তরের আরোগ্য রয়েছে- ১. চিন্তা-গবেষণা করে কুরআন তেলাওয়াত। ২. পেট খালি রেখে খাদ্য গ্রহণ। ৩. কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদ। ৪. শেষ রাতের কাকুতি-মিনতি করে দোয়া এবং ৫. নেককার মানুষের সাহচর্য।[৪১]

৫. মাঝে মাঝে নির্জনে চোখের পানি দিবেন

গুনাহটা তো এই চোখ দ্বারাই বেশি হয় এবং নির্জনে বেশি হয়। সুতরাং নির্জনে কিছু চোখের পানিও দিতে হবে। এটা সাধারণ দোয়া থেকে স্পেশাল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

لَا يلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِن خشيَةِ اللَّهِ حتَّى يَعودَ اللَّبَنُ في الضَّرعِ

[৪০] মাজমূ' ফাতাওয়া : ২৮/৬৪৪

[৪১] সিফাতুস সাফওয়া : ২/২৯৩

যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন অসম্ভব, তার জাহান্নামে প্রবেশ করাও অসম্ভব।[৪২]

গুনাহের কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। আর আল্লাহর অসন্তুষ্টির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশের নামই হল জাহান্নাম। সেই জাহান্নাম থেকে চোখের পানির উসিলায় যদি বেঁচে যেতে পারেন, এর অর্থ হল, আল্লাহ তাআলা আপনাকে হয় গুনাহটি থেকে বিশেষ রহমতে বাঁচিয়ে নিবেন কিংবা মউতের আগে হলেও এ থেকে তাওবার তাওফীক দিয়ে দিবেন।

আয়শা রাযি.-এর কান্না

কাসিম ইবনু মুহাম্মদ রহ. বলেন

আমার সকালে হাঁটা-হাটির অভ্যাস ছিল। আর হাঁটতে বের হলেই আমি প্রথমে আমার ফুফু আয়শা রাযি.-এর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে সালাম দিতাম।

একদিন আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম তিনি সালাতুয যুহা তথা চাশতের নামায আদায় করছেন এবং তাতে নিম্নের আয়াত বারবার পড়ছেন আর কেঁদে কেঁদে দোয়া করছেন।

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ

অতঃপর আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।[৪৩]

সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার বিরক্তি ধরে এল, কিন্তু তিনি তা পুনরাবৃত্তি করেই চলছিলেন। এমন অবস্থা দেখে আমি ভাবলাম, বাজারে আমার একটু প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন সেরে না হয় আবার আসব।

বাজার থেকে আমার কাজ সেরে বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখি, তিনি আগের মতই একই আয়াত পুনরাবৃত্তি করছেন, আর কেঁদে কেঁদে দোয়া করছেন।[৪৪]

---

[৪২] তিরমিযী : ২৩১১

[৪৩] সূরা আত-তূর : ২৭

[৪৪] সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/৩১

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারকের কান্না

কাসিম ইবনু মুহাম্মদ বলেন

একবার আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারকের সাথে সিরিয়া সফরে ছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, লোকটার মাঝে কি এমন গুণ আছে যে, তিনি এতটা জনপ্রিয়? তিনি যদি ইবাদতগুযার হন, তাহলে আমরাও তো ইবাদত করি। তিনি যদি সিয়াম রাখেন, জিহাদে অংশগ্রহণ করেন, হজ করেন, এর সবই তো আমরা করি। তাহলে আমাদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়?

পথিমধ্যে আমরা এক বাড়ীতে রাত কাটালাম। হঠাৎ ঘরের বাতিটা নিভে গেল, এতে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ জেগে উঠল।

এরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক নিভে যাওয়া বাতিটা বাইরে নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ঘরে ফিরে আসলেন। প্রদীপের আলোয় হঠাৎ আমার চোখ পড়ল তাঁর চেহারার দিকে। দেখলাম চোখের পানিতে তাঁর দাঁড়ি ভিজে গেছে।

মনে মনে বললাম, এই সেই আল্লাহভীতি, যা আমাদের সবার থেকে তাঁর মর্যাদাকে পৃথক করে দিয়েছে।

কারণ যখন ঘরে আলো নিভে গিয়ে চারদিকে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, ইবনুল মুবারক তখন আখেরাতের অন্ধকারের কথা ভেবে অঝোর নয়নে কাঁদছিলেন।[৪৫]

ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے
آنسو نہ ہوں تو عشق میں کچھ آبرو نہیں

সকল চমক সকল ঝলক
পড়ে আছে এই মোতির ভেতর।
চোখ যদি এই; অশ্রু না দেয়
ইশকের ঘর হয় চুরমার।

---

[৪৫] সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/১৪৫-১৪৬

৬. মুজাহাদা বা চেষ্টা চালান

এক দিনে কিংবা এক রাতে আপনি গুনাহ ছেড়ে দিয়ে পবিত্র হয়ে উঠবেন; এ ধারণা ভুল। বরং এর জন্য কষ্ট করতে হবে, প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালাতে হবে। আপনি গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে আন্তরিক; এটা তখনই বোঝা যাবে যখন এ ব্যাপারে আপনার চেষ্টা অব্যাহতভাবে পাওয়া যাবে।

আল্লাহ বলেন

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গেই আছেন ।[৪৬]

মুজাহাদা চালিয়ে যেতে হয় কেন?

জমিনে আগাছা ফলানোর জন্য মেহনতের দরকার হয় না। বরং মেহনত ছেড়ে দিলে এমনিতেই আগাছা ভরপুর হয়ে যায়। তারপর আগাছাগুলো বড় হয় এবং সাপ-বিচ্ছুর আবাসস্থলে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে জাহান্নামে যাওয়ার জন্যও মেহনতের দরকার হয় না। বরং মুজাহাদা তথা চেষ্টা ও সাধনা ছেড়ে দিয়ে মনের চাহিদা মত চললেই জাহান্নামে চলে যাওয়া যায়।

মেহনত দরকার হয় জমিন আবাদ করার জন্য। ঘাম ঝরাতে হয় জমিনে ফসল ফলানোর জন্য। সময় দিতে হয়, গতর খাটতে হয় জমিনে সুজলা শস্য উৎপাদন করার জন্য।

অনুরূপভাবে নিজের চরিত্রকে সংশোধন করার জন্য, নিজেকে জান্নাতের উপযুক্ত বানানোর জন্য সময় দিতে হয়, আমল করতে হয়, মুজাহাদা চালিয়ে যেতে হয়।

হুজ্জাতুল ইসলাম আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলতেন, জান্নাতের অবস্থান উপরের দিকে। জাহান্নামের অবস্থান নীচের দিকে। উপরে যেতে হলে মেহনতের দরকার হয়। নীচে নামার জন্য মেহনত এত বেশী দরকার হয় না।

---

[৪৬] সূরা আনকাবুত : ৬৯

زندگی آمد برائے بندگی

زندگی بے بندگی شرمندگی

জীবনের আগমন বন্দেগীর জন্য

বন্দেগীহীন জীবন লজ্জাপূর্ণ।

ঈমানদার অলস হতে পারে না

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি.-এর কাছে এক যুবক এসে বললো, হযরত! আমল করতে পারি না।

ইবনু আব্বাস রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

যুবক উত্তর দিল, إِنِّي كَسْلَانٌ আমি অলস। তাই সময় কেটে যায়, আমল করতে পারি না।

ইবনে আব্বাস রাযি. তখন যুবককে বললেন

إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنِّي كَسْلَانٌ

আর আমি এই কথা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না যে, একজন লোক বলবে, আমি অলস।[৪৭]

৭. ভাবুন, আমার উপর পাহারাদার আছে

মাঝে মধ্যে অন্তরে এই ভাবনা জাগিয়ে তুলুন যে, আমার উপর পাহারাদার আছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

আল্লাহ সব বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখেন।[৪৮]

---

[৪৭] মুসান্নাফ ইবনি আবী শাইবা : ৯/৬৭

[৪৮] সূরা আহযাব : ৫২

যিনি কথা পৌঁছান

সুফিয়ান সাওরী রহ. একদিন তাঁর সঙ্গীদের বলেন

لَوْ كَانَ مَعَكُم مَنْ يَرْفَعُ حَدِيْثَكم إِلَى السُّلْطَانِ، أَكُنْتُم تَتَكَلَّمُوْنَ بِشَيْءٍ؟

তোমাদের সঙ্গে যদি এমন কেউ থাকে, যে তোমাদের কথা সুলতানের কাছে পৌঁছে দিবে তোমরা কি কোনো কথা বলবে?

সঙ্গীরা বললেন, لا জি-না।

তিনি তখন বললেন

فَإِنَّ مَعَكُم مَنْ يَرْفَعُ الحَدِيْثَ

তাহলে জেনে রেখো তোমাদের সঙ্গে এমন লোক আছেন যিনি কথা পৌঁছান। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ। [৪৯]

৮. আল্লাহ তাআলাকে লজ্জা করতে শিখুন

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, গুনাহ থেকে বাঁচার একটি কৌশল হল, এই কথা চিন্তা করা যে, গুনাহটি আমি আমার শায়খের সামনে মা-বাবার সামনে কিংবা যারা আমাকে ভালো মানুষ মনে করে তাদের সামনে করতে পারবো কি-না!

তারপর চিন্তা করো, তারা তো এখানে নেই। কিন্তু আমার আল্লাহ তো আছেন। তিনি সকলের চেয়েও বড়। তিনি প্রতিনিয়ত আমাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। আমার প্রতিটি পদক্ষেপ তিনি নজরে রাখছেন। সুতরাং তাঁর সামনে গুনাহটি কীভাবে করবো?!

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

وَأَنْ تَسْتَحِيَ مِنَ اللهِ كَمَا تَسْتَحِي رَجُلاً صَالِحًا مِنْ قَوْمِكَ

আল্লাহকে লজ্জা কর, যেমন তুমি তোমার কওমের নেক মানুষকে লজ্জা করে থাকো। [৫০]

---

[৪৯] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৭/২৬৮

فَاستَـحْيِ مِن نَظرِالإلَهِ وَقُل لَـهَا

إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَـرَانِــي

লজ্জা কর রবের দৃষ্টিকে। নফসকে বল,

যিনি অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাকে দেখেন।

মানুষ যদি আল্লাহর বড়ত্ব নিয়ে চিন্তা করত

বিশর হাফী রহ. বলেন

لَو تَفكَّرَالنَّاسُ فِي عَظمَةِ الله تعالى مَا عَصَوْه

মানুষ যদি আল্লাহর বড়ত্ব নিয়ে চিন্তা করত, তাহলে তাঁর অবাধ্য হত না।[৫১]

তিনি তোমাকে দেখছেন

এক ব্যক্তি বায়েজিদ বোস্তামী রহ.-কে বললেন أَوْصِنِي আমাকে কিছু অসীয়ত করুন।

তিনি বললেন انْظُرْ إِلَى السَّمَاءِ আকাশের দিকে তাকাও।

লোকটি আকাশের দিকে তাকাল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন ؟أَتَدْرِي مَنْ خَلَقَ هَذَا জানো, কে তা সৃষ্টি করেছেন?

লোকটি বলল, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

তিনি বললেন

فَإِنَّ مَنْ خَلَقَهَا لَمُطَّلِعٌ عَلَيْكَ حَيْثُ كُنْتَ فَاحْذَرْهُ

এ বিস্তৃত আকাশের যিনি স্রষ্টা তিনি তোমাকে দেখছেন, যেখানেই তুমি থাক। সুতরাং তাকে ভয় কর।[৫২]

---

[৫০] বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান : ৭৭৩৮

[৫১] ইবনু কুদামা, মুখতাসার মিনহাজুল কাসেদীন : ৩৭৮

[৫২] হিলয়াতুল আউলিয়া : ১০/৩৫

প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন

শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা. বা. বলেন, কয়েক বছর আগে এক সফরে আমেরিকার টেক্সাস প্রদেশের প্রসিদ্ধ শহর হিউস্টনে (houston) গিয়েছিলাম। 'নাসা'র (NASA) সবচেয়ে বড় কেন্দ্র সেখানেই অবস্থিত। আমার মেজবান আমাকে তা পরিদর্শন করানোর জন্য নিয়ে গেলেন।

এটা 'নাইন-ইলেভেন'-এর আগের কথা। এখন কী অবস্থা জানি না।

এক পর্যায়ে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর অংশে প্রবেশ করলাম, যেখান থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সবার জন্য সেখানে প্রবেশের অনুমতি নেই। প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম, দেয়ালে একটি বোর্ড লাগানো রয়েছে। তাতে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা 'You are being watched' 'আপনার প্রতি লক্ষ রাখা হচ্ছে' বা সর্বক্ষণ আপনি আমাদের নজরে রয়েছেন।

ব্যাস, এটুকুই! কোনো সিকিউরিটি গার্ড নেই, পুলিশ নেই। শুধু এটুকু লেখা যে, আপনাকে নজরদারি করা হচ্ছে।

প্রবেশকারী বোর্ডের লেখা পড়েই বুঝতে পারে যে, গোপন ক্যামেরার সাহায্যে তার প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ রাখা হচ্ছে, ফলে সে তৎক্ষণাৎ সতর্ক হয়ে যায়। এমন কোনো কাজ করে না, যার ফলে তাকে জবাবদিহি বা গ্রেফতারের সম্মুখীন হতে হবে।

লেখাটি পড়ে আমি ভাবলাম, এ বোর্ডের কারণে এখানে প্রবেশকারী সবাই সতর্ক হয়ে চলে। আহা! এ অনুভূতিই তো রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, You are being watched by Allah taala 'আল্লাহ তাআলা সব সময় তোমাকে দেখছেন।'

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

তোমরা যা করছ, সব তিনি জানেন।[৫৩]

---

[৫৩] সূরা নাহল : ৯১

আমাদের সবার মনে যদি এই চেতনা সদা জাগ্রত থাকে যে, প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন তাহলে আমাদের সকল সমস্যা দূর হয়ে যাবে। কেউ কারো ওপর জুলুম করবে না, একে অপরের হক নষ্ট করবে না। আল্লাহ তাআলার কোনো বিধান লঙ্ঘন করবে না। কেবল এই একটি জিনিসই মানুষকে অন্যায়-অপরাধ এবং পাপাচার ও সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত রাখতে পারে।

এরই নাম তাকওয়া। নবীগণের মেহনত এবং নবী প্রেরিত হওয়া ও কিতাব নাযিল হওয়ার মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করা। [৫৪]

৯. ভাবুন, আল্লাহর সরাসরি প্রশ্নের কী উত্তর দিবো?

আজ আমি যে গুনাহগুলোতে লিপ্ত, কেয়ামতের দিন তো আল্লাহ আমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করবেন–বান্দা! এ গুনাহটা কেন করলি? দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে তুমি মনে করেছিলে যে, তোমাকে কেউ দেখে নি। আমিও কি দেখি নি? তুমি কি মনে করেছ যে, আমার দেখা মাখলুকের চোখের চেয়ে দুর্বল? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

مَا مِنْكُم أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সঙ্গে তার রব কথাবার্তা বলবেন না। তার ও তার রবের মাঝে কোনো দোভাষী এবং এমন কোনো পর্দা থাকবে না, যা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। [৫৫]

চিন্তা করুন, সে দিন তখন আমরা কী উত্তর দিবো?!

لكلّ شَيءٍ - إذا فارقتَهُ – عِوَضٌ

وليْسَ للهِ إنْ فارقْتَ من عِوَضِ

প্রতিটি বিচ্ছেদের পাবে সমাধান

আল্লাহর বিচ্ছেদের ক্ষতি অফুরাণ।

---

[৫৪] ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরায় কৃত হযরত মাওলানার একটি বয়ানের অনুবাদ

[৫৫] সহীহ বুখারী : ৬৯৩৫

তাহলে আল্লাহ কোথায় আছেন?

বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাযি. মদীনা থেকে মক্কায় যাচ্ছিলেন। পথে একটি পাহাড়ের পাশে তাঁর যাত্রা-বিরতি হল। পাহাড় থেকে একজন লোক নেমে এল। ইবনু ওমর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি রাখাল?

সে বলল, জি হ্যাঁ।

ইবনু ওমর রাযি. বললেন, আমার কাছে একটি ছাগল বিক্রি করবে?

সে বলল, আমি একজন গোলাম মাত্র। ছাগলের মালিক এখানে নেই।

এবার ইবনু ওমর রাযি. তাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমার মালিককে বলবে, বাঘে খেয়ে ফেলেছে।

এ কথা শোনামাত্র রাখালটি ফিরে গেল এবং যেতে যেতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আঙ্গুল উঁচিয়ে বলল

فأين الله عزوجل؟

'তাহলে আল্লাহ কোথায় আছেন? '

ইবনু ওমর রাযি. তার কথায় বিগলিত হলেন এবং বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন

فأين الله عزوجل؟

'তাহলে আল্লাহ কোথায় আছেন? '

এরপর মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত তিনি এ কথার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন

قال الراعي: فأين الله؟

'রাখাল বলেছে, তাহলে আল্লাহ কোথায় আছেন?'

মদীনায় ফিরে তিনি ওই রাখালটির মালিকের খোঁজ করলেন এবং তাকে কিনে আযাদ করে দিলেন এবং তার জন্য ছাগলের পাল কিনে দিলেন। [৫৬]

[৫৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/২১৬

১০. আল্লাহ তাআলার সান্নিধের মুরাকাবা করুন

সব সময় সর্বাবস্থায় 'আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন' এই কল্পনা ধরে রাখার চেষ্টা করুন।

প্রত্যেক নামাযের পর দৈনিক অন্তত পাঁচ বার কিছু সময়ের জন্য– দুই থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য আল্লাহর সান্নিধ্যের মুরাকাবা করলে এই অনুভূতি তৈরি হয়।

মুরাকাবা এভাবে করবেন– চোখ বন্ধ করবেন। তারপর ভাববেন, 'আমি যেখানেই থাকি না কেন; আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন।'

অথবা এই আয়াতের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করবেন

هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ

'তোমরা যেখানেই থাকো না কেন; তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।'

এভাবে নিয়মিত কিছুদিন করতে পারলে ধীরে ধীরে আল্লাহর সান্নিধ্যের সার্বক্ষণিক অনুভূতি অন্তরে বসে যাবে এবং গুনাহ থেকে চব্বিশ ঘণ্টার বাকি সময়গুলোতেও বেঁচে থাকতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন না হন তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বহীন দর্শক

এক ব্যক্তি উহাইব ইবনুল ওর্য়াদ রহ.-কে বলল, আমাকে নসীহত করুন। তিনি বললেন

اتّقِ أن يكون اللهُ أهونَ الناظرين إليك

সাবধান! আল্লাহ যেন না হন তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বহীন দর্শক। [৫৭]

چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کی راز

جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز

চোখের চুরি আর অন্তরের ভেদ।

হে অমুখাপেক্ষী আল্লাহ! তুমি জান সবকিছু।

---

[৫৭] হিলয়াতুল আউলিয়া : ৮/১৪২

১১. নিজেকে নিজে বলুন, 'আল্লাহকে ভয় কর'

যখন গুনাহ করতে মন চাইবে তখন নিজেকে নিজে বলবেন 'আল্লাহকে ভয় কর'। অথবা নিজেকে বলবেন, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।'

এ বিষয়ে আমরা অনেক হাদীস জানি। যেমন প্রসিদ্ধ হাদীস আছে যে, আল্লাহর ভয়ে ভীত বান্দা কেয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় স্থান পাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

এবং এমন ব্যক্তি আরশের নিচে ছায়া পাবে যাকে অভিজাত সুন্দরী কোনো রমণী প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও সে বলে– 'আমি আল্লাহকে ভয় করি'। [৫৮]

এক্ষেত্রে বুখারীর তিন জনের ঘটনাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যারা গুহাতে আটকা পড়ে গিয়েছিল। যার মাঝে একজন এই বলে দোয়া করল, ওগো আল্লাহ, আমার এক চাচাতো বোন ছিল। আমি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি তাকে কুপ্রস্তাব দিলাম। কিন্তু সে অস্বীকার করল। একবার সে অভাবে পড়ল। তাই আমার কাছে টাকা চাইতে আসল। আমি তাকে কুকর্মের বিনিময়ে ১২০ দিনার দিতে রাজি হলাম।

আমিও অভাবে ছিলাম। কোনো রকমে আমি টাকাটা জোগাড় করলাম। যখন আমি খারাপ কাজটা করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছি। ঠিক তখনি আমার চাচাতো বোন বলে উঠল, 'আল্লাহকে ভয় কর।'

ওগো আল্লাহ, তার এই কথার প্রভাবে আপনার ভয়ে আমি সেই কাজ থেকে সরে আসি। আর তার থেকে টাকাটাও আর ফেরত নেইনি। আমার এই কাজটা যদি আপনার জন্য হয়ে থাকে তাহলে পাথরটা একটু খুলে দেন।

আল্লাহ তাআলা পাথরটা একটু খুলে দিলেন ।

তাহলে বোঝা গেল, গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটি একটি নগদ চিকিৎসা।

---

[৫৮] সহীহ বুখারী : ১৪২৩

ہر مرحلہ غم پہ ملی تجھ سے تسلّی
ہر موڑ پہ گھبرا کے ترا نام لیا ہے

যেথায় পেরেশানি সেথায় সান্ত্বনা
তোমারি কাছে পেয়েছি।
প্রতিটি মোড়ে ঘাবড়ে গিয়ে
তোমারি নাম জপেছি।

১২. হৃদয়ে ঈমানের বীজ যত্ন করে রাখুন

কেননা যখন এ-বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে ওঠে, তখন তা দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানের কামিয়াবি নিয়ে আসে।

আল্লাহ তাআলা বলেন

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে ও যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি? [৫৯]

যখন নগ্ন ও অশ্লীল চিন্তা দ্বারা আপনি তাড়িত হবেন তখনই সঙ্গে সঙ্গে আয়াতটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করবেন। এরপর নিজেকে সম্বোধন করে বলুন– 'ঈমানদারের কি এখনও আল্লাহকে ভয় করার সময় হয় নি?'

ডাকাতি থেকে তাওবাকারী যুবক ফুযাইল ইবনু ই'য়ায

আবিদুল হারামাইন ফুযাইল ইবনু ই'য়ায যৌবনকালে ছিলেন একজন ডাকাত। যৌবনকালে তিনি এক তরুণীর প্রেমে গভীরভাবে আসক্ত হলেন। একরাতে সে প্রেয়সীর সঙ্গে দেখা করতে উদগ্রীব হলেন।

প্রিয়তমার সঙ্গে দেখা করতে বাড়ির প্রাচীর টপকাতে ছিলেন। এমন সময় এক মায়াবী কণ্ঠে কুরআনের তেলাওয়াত শুনতে পেলেন। বিশেষভাবে সূরা হাদীদের নিম্নোক্ত আয়াত তার হৃদয় ছুঁয়ে গেল।

---

[৫৯] সূরা হাদীদ : ১৬

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

যারা মুমিন তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদের আগে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। [৬০]

ফুযাইল ইবনু ই'য়ায এ আয়াত শুনে এত বেশি প্রভাবিত হলেন যে, তিনি তখনই বলে ওঠলেন

بَلَى يَا رَبِّ، قَدْ آنَ

'হ্যাঁ, প্রভু আমার! অবশ্যই সময় হয়েছে।'

তারপর তিনি তাওবা করলেন। [৬১]

যদি তোমার ভালবাসা সত্য হয়

রাবেয়া বসরী রহ. বলেন

تَعْصِي الْإِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ
هَذَا لَعَمْرُكَ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ
لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ
إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ

তুমি আল্লাহর অবাধ্যতা করবে,
আর তার মহববত যাহির করবে–

[৬০] সূরা হাদীদ : ১৬
[৬১] সিয়ারু আলামিননুবালা : ৮/৪২৩

এটা বড় অভিনব বিষয়।
যদি তোমার ভালবাসা সত্য হয়,
তবে অবশ্যই তুমি তাঁর আনুগত্য করবে।
কেননা যে যাকে ভালবাসে,
অবশ্যই সে তার আনুগত্য করে। [৬২]

১৩. হঠাৎ মৃত্যুর বিষয়টি স্মরণে রাখুন

মৃত্যু কি কাউকে কখনও ক্ষমা করেছে? বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটায়নি? স্ত্রীদের বিধবা করেনি? সন্তানদের এতিম করেনি? সদা আন্দোলিত পাগুলো কি থামিয়ে দেয়নি?

كَمْ مِنْ صحِيحٍ مَاتَ مِنْ غيرِعلةٍ
وكَمْ مِنْ سقيمٍ عَاشَ حِيناً مِنَ الدهرِ

কত সুস্থ মানুষ রোগ ছাড়াই মারা গেছে ,
কত অসুস্থ মানুষ বছরের পর বছর বেঁচে আছে।

কোথায় তোমাদের ডাক্তার?

সাহাবী আবু বাকরা রাযি.-এর মৃত্যুশয্যায় সন্তানগণ ডাক্তার নিয়ে আসতে চাইলে তিনি আনতে দেননি। মৃত্যুর ফেরেশতা আসার পর তিনি উচ্চস্বরে সন্তানদের বলতে লাগলেন

أَيْنَ طَبِيبُكُمْ ؟ لِيَرُدَّهَا إِنْ كَانَ صَادِقًا !

কোথায় তোমাদের ডাক্তার? সত্যবাদী হলে মৃত্যুদূত ফেরাও তো দেখি! [৬৩]
সুতরাং প্রতিটি জীবন কি এর মুখোমুখি হতে হবে না? আপনি কি চান, যখন এর মুখোমুখি হবেন, অশ্লীলতার মধ্যে ডুবে থাকবেন? কিংবা মৃত্যু যখন হানা দিবে, তখন নামাযহীন অবস্থায় শুয়ে থাকবেন!

---

[৬২] মিরক্বাত : ৯/২৫০
[৬৩] আলআলামুল আখীর : ২৮

আল্লাহ তাআলা বলেন

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ . لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, সে বলে, 'হে আমার রব! আমাকে দুনিয়াতে ফেরত পাঠান, যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি! [৬৪]

খারাপ মৃত্যু

এক ব্যক্তি দাবা খেলায় আসক্ত ছিল এবং দাবাড়ুদের সঙ্গেই তার উঠাবসা হত। সে মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হলে তাকে বলা হল তুমি বল لَا إِلَهَ إِلاَّ الله 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। কিন্তু সে বলল, شَاهَكَ 'তোমার দাবার গুটি'। তার মুখ দিয়ে সেটাই বেরিয়ে গেল, যার সঙ্গে সে নিমগ্ন থাকত। অতঃপর লোকটি মৃত্যুবরণ করল। সে কালেমায়ে তাওহীদের পরিবর্তে শয়তানী বাক্য উচ্চারণ করল। [৬৫]

কে সর্বাধিক জ্ঞানী?

হাদীসে এসেছে, ইবনু ওমর রাযি. বলেন, জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, কোন মুমিন উত্তম? তিনি বললেন, যে সর্বোত্তম চরিত্রবান। লোকটি বলল, কে সর্বাধিক জ্ঞানী? তিনি বললেন

أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ

মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণকারী এবং তার পরবর্তী জীবনের জন্য সর্বাঙ্গীন সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণকারী। তারাই হলো প্রকৃত জ্ঞানী। [৬৬]

---

[৬৪] সূরা মুমিনূন : ৯৯-১০০

[৬৫] যাহাবী, কিতাবুল কাবায়ের : ৯১

[৬৬] ইবনু মাজাহ : ৪২৫৯

১৪. নিজের কাফন-দাফনের কথা স্মরণ করুন

যখন লোকেরা গোসলের জন্য আপনার মরদেহটি খাটিয়ায় রাখবে, তখন আপনি নিশ্চল নিশ্চুপ ও নিথর মৃতদেহ বৈ কিছু নয়। আপনি নড়তেও পারবেন না, তারা আপনাকে নাড়াবে। তখন আপনার গুনাহগুলো আপনার কোনো উপকারে আসবে কি?

অনুরূপভাবে স্মরণ করুন, অচিরেই আপনার জানাযা মানুষ কাঁধে করে নিয়ে যাবে।

সুবহানাল্লাহ! তখন কোথায় থাকবে আপনার শক্তি? আপনার যৌবন? আপনার অহমিকা? আপনার বন্ধুরাই-বা তখন কোথায় থাকবে? সে দিন যে নেক আমলগুলো আপনি করেছিলেন, সেগুলো ছাড়া আর কিছুই উপকারে আসবে কি?

وكَمْ مِنْ فتىً أمسى وأصبحَ ضاحِكاً
وأَكْفَانُه فِي الغيبِ تُنْسَجُ وهُوَ لَا يَدْرِي

কত যুবক হেসেখেলে দিন কাটাচ্ছে,
জানে না সে তার কাফন প্রস্তুত হচ্ছে।

হতে পারে, তোমার কাফনের কাপড় প্রস্তুত

আব্দুল্লাহ ইবনু সা’লাবা রহ. বলতেন

تَضْحَكُ وَلَعَلَّ أَكْفَانَكَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدَ الْقَصَّارِ

তুমি হাসছ, অথচ হতে পারে তোমার কাফনের কাপড় প্রস্তুতকারীর কাছ থেকে বাজারে চলে এসেছে।[৬৭]

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয রহ.

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয জনৈক আলেমকে বলেন, আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

---

[৬৭] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৭/১৫২

তিনি বললেন, আপনিই প্রথম খলীফা নন, যিনি মৃত্যুবরণ করবেন।
খলীফা বললেন, আরও উপদেশ দিন।
তিনি বললেন, আদম পর্যন্ত আপনার বাপ-দাদাদের এমন কেউ ছিলেন না যিনি মৃত্যুবরণ করেননি। এবার আপনার পালা।
একথা শুনে খলীফা কেঁদে ফেলেন। তিনি প্রতি রাতে আলেম-ওলামাদের নিয়ে বৈঠক করতেন। যেখানে মৃত্যু, কেয়ামত ও আখেরাত নিয়ে আলোচনা হত। তখন তারা এমনভাবে ক্রন্দন করতেন, যেন তাদের সামনেই জানাযা উপস্থিত হয়েছে। [৬৮]

১৫. স্মরণ করুন, যখন আপনাকে কবরে রেখে দেওয়া হবে

সে দিন আপনার কোনো প্রিয়জন সঙ্গে যাবে কি? আপনার বন্ধুরাই বা কী করবে? আপনার পরিবারও তো সে দিন আপনাকে রেখে চলে আসবে!
হ্যাঁ, সে দিন আপনার সঙ্গে আপনার কবরে ঢুকবে কেবলই আপনার আমল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তো বলেছেন

يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ: أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ: فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ

তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তিকে অনুসরণ করে– তার আত্মীয়-স্বজন, তার ধন-সম্পদ ও তার আমল। অতঃপর দুটি জিনিস ফিরে আসে এবং একটি জিনিস রয়ে যায়। তার আত্মীয়-স্বজন ও তার ধন-সম্পদ ফিরে আসে, আর তার আমল তার সঙ্গে রয়ে যায়। [৬৯]
ভেবে দেখুন, কোন্ আমলগুলো আপনি নিজের সঙ্গে কবরে নামানোর জন্য প্রস্তুত করছেন? ফেসবুকিং, ইউটিউবিং, গেমিং, গ্যাম্বলিং না এর চেয়েও জঘন্য কোনো কিছু?

---

[৬৮] ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন : ৭/১৩৯
[৬৯] বুখারী : ৬৫১৪

তুমি নিজেকে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে কর

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

وعُدَّ نفسَك في أَهلِ القبورِ

তুমি নিজেকে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে কর। [৭০]

রবী' ইবনু খায়ছাম রহ. বাড়িতে কবর খুঁড়ে রাখেন। যেখানে তিনি দিনে একাধিকবার ঘুমাতেন। যাতে সর্বদা মৃত্যুর কথা মনে পড়ে। [৭১]

খলীফা হারুনুর রশীদ এবং বাহলুল

খলীফা হারুনুর রশীদ। অর্ধ পৃথিবী সমেত যার রাজত্ব ছিল। যিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘমালাকে বলতেন

أمطرِي في الهندِ أو الصينِ.. أو حيثُ شِئتِ.. فَوَ اللهِ ما تَمطُرِين في أرضٍ إلا وهِيَ تحتَ مُلكِي

'তুমি হিন্দুস্তানে কিংবা চীনে যেখানেই বৃষ্টি বর্ষণ করবে, সেখানেই আমার রাজত্ব।'

যার সেনাদল সর্বত্র নিয়োজিত ছিল। এমন প্রতাপশালী বাদশাহ ছিলেন তিনি। একবার তিনি শিকারে বের হলেন। পথিমধ্যে বাহলুলের সঙ্গে তাঁর দেখা। বাহলুল ছিলেন একজন দরবেশ। বাহলুল তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! কোথায় আপনার পূর্বপুরুষ? কোথায় আপনার বাবা-মা? নবীজি থেকে আপনার বাবা পর্যন্ত কোথায় তারা?

খলীফা হারুনুর রশীদ বললেন, সবাই তো মারা গেছে।

: কোথায় তাদের রাজপ্রাসাদ?

: এগুলো তাদের রাজপ্রাসাদ ছিল।

: এখন তাদের কবর কোথায়?

---

[৭০] তিরমিযী : ২৩৩৩

[৭১] ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন : ৭/১৩৯

: এগুলোই তাদের কবর।

এবার বাহলুল বললেন, এগুলো তাদের রাজপ্রাসাদ ছিল, ওগুলো তাদের কবর ছিল, তবে তাদের এই প্রাসাদগুলো তাদের কবরে কী উপকারে এসেছে?

হারুনুর রশীদ বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। আরও কিছু উপদেশ দিন।

বাহলুল বললেন, দুনিয়ায় আপনার প্রাসাদগুলো বেশ প্রশস্ত। কিন্তু কবর? কবর তো প্রশস্ত হবে না।

এটা শুনে হারুনুর রশীদ কেঁদে ফেললেন।

বাহলুল আরও বললেন, মনে করুন, আপনি পারস্য সম্রাটের সমস্ত ধনভাণ্ডারের মালিক হলেন, ভোগ করার জন্য দীর্ঘ আয়ুও লাভ করলেন, অবশেষে কবর কি আপনার ঠিকানা নয়?

হারুনুর রশীদ বললেন, নিশ্চয়ই।

এ ঘটনার পর থেকে বাদশাহ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিছু দিন পর তিনি মৃত্যু শয্যায় চলে গেলেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে তিনি তার সকল সেনাদলকে একত্রিত করতে বললেন। অসংখ্য সেনা তরবারি আর লৌহবর্ম পরে তার সামনে উপস্থিত হল। তিনি তখন চিৎকার করে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বলতে লাগলেন

يَا مَن لَا يَزُولُ مُلكُه.. إرحَم مَن قَد زَال مُلكُه

ওহে যার রাজত্বের কখনও পতন ঘটে না, রাজত্বের পতন ঘটেছে এমন অসহায় রাজার প্রতি একটু দয়া করুন! [৭২]

১৬. মাঝে মাঝে কবর জেয়ারত করুন

উক্ত স্মরণ জিইয়ে রাখার জন্য মাঝে মাঝে কবর জেয়ারত করুন। এর দ্বারা দিল নরম হবে। গুনাহের প্রতি আকর্ষণ কমে যাবে। আমলের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাবে।

---

[৭২] www.alukah.net

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ ، وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ

কবর জিয়ারত অন্তরকে নরম করে, চোখের পানি বের করে এবং আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। [৭৩]

উসমান গণী রাযি.

হযরত উসমান গণী রাযি. কবরস্থানে গিয়ে কাঁদতেন। যাতে দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে বলা হল জান্নাত-জাহান্নামের কথা শুনে আপনি কাঁদেন না, অথচ কবরে এসে কাঁদেন?

জবাবে তিনি বলেন

إنَّ القبرَ أوَّلُ مَنازِلِ الآخرةِ ، فإن نجا منهُ ، فما بعدَهُ أيسرُ منهُ ، وإن لم يَنجُ منهُ ، فما بعدَهُ أشدُّ منهُ

কবর হল আখেরাতের প্রথম মনযিল। যদি কেউ এখানে মুক্তি পায়, তাহলে পরের মনযিলগুলো তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর এখানে মুক্তি না পেলে পরের মনযিলগুলো তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। [৭৪]

হাসান বসরী রহ. যখন কোনো জানাযা পড়াতেন, তখন কবরের মধ্যে উঁকি মেরে জোরে জোরে বলতেন, কত বড়ই না উপদেশদাতা সে। যদি জীবিত অন্তরগুলো তার অনুগামী হতো! [৭৫]

কবি বলেন

أَلاَ يَا سَاكِنَ الْقَصْرِ الْمُعَلَّى
سَتُدْفَنُ عَنْ قَرِيْبٍ فِي التُّرَابِ

---

[৭৩] মুসতাদরাক হাকিম : ১৫৩২

[৭৪] তিরমিযী : ২৩০৮

[৭৫] ক্বাছরুল আমাল : ১৪৫

قَلِيْلُ عُمْرُنَا فِي دَارِ دُنْيَا
وَمَرْجَعُنَا إِلَى بَيْتِ التُّرَابِ

হে সুউচ্চ প্রাসাদে বসবাসকারী! সত্তর তুমি দাফন হবে মাটিতে। ইহকালে আমরা আমাদের জীবনের অল্প সময়ই কাটিয়ে থাকি। আর আমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল হল মাটির ঘরে–কবরে।

১৭. স্মরণ করুন, আপনার প্রতিটি আমল আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে

গুনাহের প্রবল ইচ্ছা দমনে উক্ত চিন্তা বেশ কাজে আসে। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

আর কেয়ামত দিবসে আমি সুবিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব, অতঃপর কারো প্রতি এতটুকুও অন্যায় করা হবে না। আমল সরিষার দানা পরিমাণ হলেও তা আমি হাযির করব, হিসাব গ্রহণে আমিই যথেষ্ট। [৭৬]

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

তোমরা সেদিনের ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। [৭৭]

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ

সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কোনো গোপনই আর গোপন থাকবে না। [৭৮]

সে দিন হাশরের মাঠে আপনার ভালো ও মন্দ সব আমল ওজন করা হবে। মীযানের পাল্লা কিন্তু বাস্তবেই অনেক গুরুতর।

---

[৭৬] সূরা আম্বিয়া : ৪৭
[৭৭] সূরা বাকারা : ২৮১
[৭৮] সূরা আল হাক্কাহ : ১৮

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ.-এর বিনয়

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ. একদিন বাগদাদের বাজারে এলেন। এক বোঝা কাঠ খরিদ করে কাঁধে নিয়ে চলতে শুরু করলেন। যখন লোকেরা তাকে চিনে ফেলল, তখন ব্যবসায়ীরা ব্যবসা ছেড়ে, দোকানদাররা দোকান ছেড়ে, পথিকরা পথ চলা বন্ধ করে তাঁর কাছে ছুটে এল ও সালাম দিয়ে বলতে লাগল, আমরা আপনার বোঝা বহন করব।

তখন তাঁর হাত কেঁপে উঠল, চেহারা লাল হয়ে গেল, দু'চক্ষু বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। অতঃপর তিনি বারবার বলতে থাকলেন

نحنُ قو مٌ مساكِينُ ، لولَا سِترُ اللهِ لأفتُضِحنَا

আমরা মিসকীন। যদি আল্লাহ আমাদের পাপ ঢেকে না দেন, আমরা অবশ্যই সেদিন লাঞ্ছিত হবো। [৭৯]

১৮. স্মরণ করুন, আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে

যে-কোনো গুনাহ করার আগে স্মরণ করুন, যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ব্যবহার করে আপনি গুনাহ করছেন, সেগুলো কেয়ামতের দিন সাক্ষী দিবে আপনারই বিরুদ্ধে। এজগতে নয়; বরং ওই জগতে সকলের সামনে আপনাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে। আল্লাহ তাআলা বলেন

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

আজ আমি তাদের মুখে সীল মোহর লাগিয়ে দেব, তাদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে, আর তারা যা করত সে সম্পর্কে তাদের পাগুলো সাক্ষ্য দেবে।[৮০]

শুধু কি তাই! আমার শরীরের চামড়াও সাক্ষী দিবে আমার বিরুদ্ধে, যদি আমি তা আল্লাহর নাফরমানিতে ব্যবহার করি। সে দিন মানুষ নিজের শরীরের চামড়াকে বলবে

---

[৭৯] হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/১৮১

[৮০] সূরা ইয়াসিন : ৬৫

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا

তারা তাদের চামড়াকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? সেগুলো উত্তর দিবে

أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

আল্লাহ আমাদেরকে বাকশক্তি দান করেছেন, যিনি বাকশক্তি দান করেছেন প্রতিটি জিনিসকে।[৮১]

মুমিনের জন্য সবচেয়ে লাভজনক দিন কোনটি?

কিছু লোক আউন ইবন আব্দুল্লাহ রহ.-কে জিজ্ঞেস করল

مَا أَنْفَعُ أَيَّامِ الْمُؤْمِنِ لَهُ ؟

মুমিনের জন্য সবচেয়ে লাভজনক দিন কোনটি?
তিনি উত্তর দিয়েছেন

يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ فَيُعْلِمُهُ أَنَّهُ رَاضٍ

সে-ই দিন যে দিন সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। আর আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিবেন যে, আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট।[৮২]

১৯. স্মরণ করুন, আপনার আমলগুলো লিপিবদ্ধ হচ্ছে

স্মরণ করুন, আপনার কথা ও কাজের প্রতিটি অংশ লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছে দায়িত্ব পালনকারী ফেরেশতারা। তাদের কাছে আপনার কোনো কিছুই গোপন নয়। আপনার মরণ পর্যন্ত তারা আপনার পেছনে লেগে আছে।
কবির ভাষায়

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ
خَـلَـوْتُ وَلَـكِـنْ قُـلْ عَـلَـيَّ رَقِـيبُ

---

[৮১] সূরা হা-মীম আসসাজদাহ : ২১

[৮২] ইবনু আবিদ্দুনয়া, ক্বাসরুল আমল : ৮৪

যদি তুমি দিনের কিছু সময় একাকী কাটাও,
তখন একথা বলো না যে, আমি নির্জনে একাকী সময় কাটিয়েছি;
বরং বলো, আমার পেছনে সদা সর্বদা একজন পাহারাদার ছিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ • كِرَامًا كَاتِبِينَ • يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

অবশ্যই তোমাদের উপর নিযুক্ত আছে তত্ত্বাবধায়কগণ; সম্মানিত লেখকগণ (যারা লিপিবদ্ধ করছে তোমাদের কার্যকলাপ) তারা জানে তোমরা যা কর।[৮৩]

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে। [৮৪]

সাবধান হও

হাতিম আলআসাম রহ. সঙ্গীদের আল্লাহর স্মরণ শিক্ষা দিতে গিয়ে বলতেন

لَوْ أَنَّ صَاحِبَ خَبَرٍ جَلَسَ إِلَيْكَ، لَكُنْتَ تَتَحَرَّزُ مِنْهُ، وَكَلاَمُكَ يُعرَضُ عَلَى اللهِ فلاَ تَحْتَرِزُ

কোনো সংবাদ-সংগ্রহকারী যদি তোমার কাছে বসে, তবে তো তুমি তার ব্যাপারে খুব সাবধান থাকো। এদিকে তোমার কথা আল্লাহর কাছে পেশ করা হচ্ছে, কিন্তু তুমি সাবধান হও না। [৮৫]

লেখক ফেরেশতাদেরকে আরাম দিবে না?

হাদীসে এসেছে, আয়শা রাযি. প্রতি রাতে ইশার নামাযের পর আপনজনদের কাছে এ বলে পাঠাতেন যে

---

[৮৩] সূরা ইনফিতার : ১০-১২

[৮৪] সূরা কাফ : ১৮

[৮৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/৪৮৭

أَلَا تُرِيحُونَ الْكُتَّابَ

লেখক ফেরেশতাদেরকে এখনও আরাম (অবসর) দিবে না?[৮৬]

২০. পুলসিরাত পাড়ি দেয়ার কথা স্মরণ করুন

সকলকেই পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতের দিকে যেতে হবে। পুলসিরাত মানে জাহান্নামের ওপর স্থাপিত সেতু। যা তলোয়ারের চেয়ে ধারালো হবে এবং চুলের চেয়েও চিকন হবে। কাফের ও পাপাচারীরা সেখানে পদস্খলিত হয়ে নিচে পতিত হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

আর তোমাদের প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতে হবে, এটি তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ।[৮৭]

পুলসিরাত কেমন হবে?

আল্লামা কাসতালানী রহ. বলেন, ভেবে দেখুন, যখন আপনি পুলসিরাতের উপর উঠবেন এবং সেখান থেকে নিচের জাহান্নামের দিকে দৃষ্টি দিবেন। অতঃপর জ্বলন্ত আগুনের গর্জন, জাহান্নামের নিঃশ্বাস ও কৃষ্ণতা আপনার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হতে থাকবে, তখন আপনার অবস্থা কেমন হবে?

যদি আপনার কোনো পা পিছলে যায়, তবে আপনি এর প্রখরতা টের পাবেন এবং দ্বিতীয় পা উপরে ধরে রাখার কসরত করবেন।

আপনার সামনেই অন্যরা পিছলে পড়ে যাবে এবং আগুনের তাপ অনুভব করবে। জাহান্নামের ফেরেশতারা তাদেরকে পাকড়াও করতে থাকবে, যারা পুলসিরাতের উল্টো কাঁটাযুক্ত আংটা ও আঁককড়াতে বিদ্ধ হবে। আপনি সেটা দেখতে থাকবেন।

---

[৮৬] মুয়াত্তা মালিক : ১৮৫০

[৮৭] সূরা মারইয়াম : ৭১

তখন সেই দৃশ্যটা কত বিভীষিকাময় হবে? আরোহণের পথটা কতই না ভয়ংকর হবে এবং অতিক্রমটাও কতই না সঙ্কীর্ণতর হবে?
আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই, সাহায্য চাই, অনুগ্রহ কামনা করি। [৮৮]

২১. গুনাহের কারণে নবীজীর হাউজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন না তো?

যে হাউজের প্রশস্ততা এক মাসের পথের দূরত্বের সমপরিমাণ। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা, মিশক আম্বরের চেয়েও অধিক খোশবুদার। এর পেয়ালা আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির তুল্য। যে একবার এর শরবত পান করবে সে কখনও আর পিপাসার্ত হবে না।
স্মরণ করুন, আপনার গুনাহ আপনাকে এ থেকে বঞ্চিত করে দিচ্ছে না তো?

হাউজে কাউসারের পানি পান করতে পারবে না যারা

এই হাউজ থেকে রাসূল ﷺ-এর সেই উম্মত পানি পান করতে পারবে, যারা তাদের জীবনকে রাসূল ﷺ-এর সুন্নত মোতাবেক সাজাতে সক্ষম হয়েছে এবং বিদআতের গুনাহ থেকে দূরে থাকতে পেরেছে।
যারা দীনের নামে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে এবং নিজেদের পার্থিব স্বার্থে সেগুলো দীন বলে চালিয়ে দেয়, ইবাদত মনে করে, মানুষকে বিদআত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, তারা হাউজে কাউসারের পানি থেকে বঞ্চিত হবে।
তাই আমাদের উচিত বিদআত-শিরক থেকে মুক্ত থাকা। আল্লাহকে ভয় করা।
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের আগে হাউজের কাছে গিয়ে হাজির হবো। আর ওই সময় তোমাদের কতগুলো লোককে আমার সামনে উঠানো হবে। আবার আমার সামনে থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়া হবে।
তখন আমি বলব, হে রব, এরা তো আমার উম্মত।

[৮৮] ইরশাদুস সারী : ৯/৩৩০

তখন বলা হবে

إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ

তোমার পরে এরা কী নতুন কাজ করেছে তা তো তুমি জান না। [৮৯]
এ শুনে আমি বলব, যারা আমার পরে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হোক, দূর হোক। [৯০]

তৃষ্ণায় শীতল পানীয়ের চাইতেও রাসূল ﷺ অধিক প্রিয়

আলী রাযি.-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, রাসূল ﷺ-কে আপনারা কেমন ভালোবাসতেন?
জবাবে তিনি বলেন

كَانَ وَاللهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا وَأَوْلادنَا، وآبائِنَا وأُمَّهَاتِنا، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَإِ

আল্লাহর কসম! তিনি আমাদের নিকট আমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পিতৃ ও মাতৃকুল এবং প্রচণ্ড তৃষ্ণার সময় ঠাণ্ডা পানি যেমন প্রিয়, তার চাইতেও অধিক প্রিয় ছিলেন। [৯১]

خوشا چشمے کہ دید آں رُوئے زیبا

خوشا دل کہ دارد خیالِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

সেই চক্ষু কত সৌভাগ্যবান যে প্রিয়নবী ﷺ-এর কান্তিময় অবয়ব দর্শন করেছে।
সেই হৃদয় কত সার্থক ও ভাগ্যবান যেখানে মুহাম্মাদ মোস্তফা ﷺ-এর খেয়াল-ধ্যান বাস করে।

---

[৮৯] বুখারী : ৬৫৭৬
[৯০] বুখারী : ৭০৫০
[৯১] আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকূক্বিল মুস্তফা : ২/৫২

২২. হাদীসে সাওবান মনে রাখবেন

হাদীসটি হুবহু মনে রাখার প্রয়োজন নেই। শুধু বিষয়বস্তুটা মনে রাখলেই চলবে। হাদীসটি এই, সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

لَأَعلَمنَّ أقوامًا مِنْ أمتي يأتونَ يومَ القيامةِ بحسناتٍ أمثالِ جِبالِ تهامةَ بيضًا فَيَجْعلُها اللّٰهُ عزَّ وجلَّ هباءً منْثورًا قَالَ ثوبانُ يا رسولَ اللّٰهِ صِفْهم لَنا جَلِّهم لَنا أنْ لَا نكونَ مِنهم ونحنُ لَا نعلمُ قال أَمَا إنهم إخوانُكم ومِنْ جِلْدتِكمْ ويَأخذونَ من الليلِ كما تَأخذونَ ولكنَّهم أقوامٌ إذا خَلوا بِمحارمِ اللّٰهِ انْتهكُوهَا

আমি আমার উম্মতের কিছু লোক সম্পর্কে জানি যারা কেয়ামতের দিন তিহামা পাহাড় পরিমাণ শুভ্র নেক আমল নিয়ে হাজির হবে। (অর্থাৎ হয়ত তাদের জীবনে নফল আছে। তাবলীগ আছে। তালীম আছে। দীনের বহুমুখী খেদমত আছে।)

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের এত বিশাল বিশাল আমলকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে একেবারে লাপাত্তা করে দিবেন।

হাদীসটির বর্ণনাকারী সাওবান রাযি.-এটা শুনে বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, তারা তোমাদেরই ভাই এবং তোমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত। তোমাদের যেমন রাত আসে তাদের কাছেও রাত আসে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, নির্জনে নিভৃতে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়।[৯২]

সুতরাং ভাবুন, গোপন গুনাহ আমার আমল নষ্ট করে দিচ্ছে না তো? আমার তাবলীগ, আমার জিহাদ, আমার হজ্জ, আমার ইতেকাফ, আমার সদকা অজগরের মত গিলে ফেলছে না তো?!

এভাবে চিন্তা ধরে রাখতে পারলে ইনশাআল্লাহ গুনাহ থেকে সহজে বের হয়ে আসতে পারবেন।

[৯২] ইবনু মাজাহ : ৪২৪৫

২৩. মাঝে মাঝে জ্বলন্ত আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে ভাববেন

মাঝে মাঝে গ্যাসের চুলার সামনে দাঁড়াবেন। আগুন দেখবেন। আল্লাহ বলেছেন

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ

তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? [৯৩]

সুতরাং আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে ভাববেন, এই দুনিয়ার আগুনের ইন্ধন তো লাকড়ি, গ্যাস ইত্যাদি। এর উত্তাপ যদি এত বেশি হয় যে, আমি এক মিনিটও সইতে পারব না। তাহলে এই গুনাহের কারণে আমি যে নিজেকে ওই জাহান্নামের উপযুক্ত করে নিচ্ছি, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ যে আগুনের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, সেই আগুন আমি সহ্য করব কীভাবে!

এভাবে চিন্তা করলে গুনাহের চিন্তা ধীরে ধীরে বিদায় নিবে ইনশাআল্লাহ।

বিস্ময় তাদের জন্য

আব্দুল্লাহ ইবনু শুব্রুমাহ রহ. বলেন

عَجبتُ لِلنَّاسِ يَحْتِمُوْنَ مِنَ الطَّعَامِ مَخَافَةَ الدَّاءِ، وَلاَ يَحتِمُوْنَ مِنَ الذُّنوبِ مَخَافَةَ النَّارِ

আমি ওই সকল লোকদের দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই, যারা রোগের ভয়ে খাবার-দাবার থেকে বিরত থাকতে পারে (ডায়েট কন্ট্রোল করতে পারে), কিন্তু জাহান্নামের ভয়ে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে পারে না। [৯৪]

বিপদের সঙ্গে জাহান্নামের আগুনের তুলনা

সালাফদের যুগে বসরায় একজন পুণ্যবতী মহিলা বাস করতেন। তার উপরে যতই বিপদ আসুক না কেন, তার চেহারায় কোনো দুশ্চিন্তার ছাপ পড়তো না। এলাকার মহিলারা তাকে একবার জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! সমস্যা-

[৯৩] সূরা ওয়াকিয়া : ৭১

[৯৪] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৬/৩৪৮

সংকটে আপনি কিভাবে এত স্বাভাবিক থাকতে পারেন, ধৈর্যধারণের এই অপরিমেয় শক্তি আপনি কোথা থেকে লাভ করেন?
তিনি বললেন, আমার জীবনে যখনই কোনো বিপদ আসে, তখন আমি জাহান্নামের কথা স্মরণ করি এবং সেই বিপদের সঙ্গে জাহান্নামের আগুনের তুলনা করার চেষ্টা করি। যখনই আমি এই চিন্তায় নিজেকে নিমগ্ন করি, তখন সেই বিপদটি আমার দৃষ্টিতে মাছির চেয়ে নগণ্য হিসাবে ধরা দেয়। ফলে আমি খুব সহজেই ধৈর্যধারণ করতে পারি।[৯৫]

আরাফার মাঠে কান্না ও রোনাজারির চিত্র

হাকীম ইবনু হিযাম রাযি. এক শত পশু ও এক শত গোলাম সঙ্গে নিয়ে আরাফার মাঠে অবস্থান করতেন। পশুগুলোকে আল্লাহর রাস্তায় জবাই করে দিতেন আর গোলামগুলোকে আযাদ করে দিতেন। তাঁর অবস্থা দেখে মানুষ দোয়া ও কান্নায় লুটিয়ে পড়ত আর বলত

رَبّنا هذا عبدُكَ، قد أعتَقَ عَبيدَه، ونَحن عَبيدُكَ، فأَعتقنَا منَ النار

হে আমাদের রব! সে (হাকীম ইবনু হিযাম) আপনার গোলাম হয়েও তাঁর গোলামদের মুক্ত করে দিয়েছে। আমরা আপনার গোলাম, আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিন।[৯৬]

২৪. দুনিয়ার তুচ্ছতা সম্পর্কে জানুন

এ দুনিয়ার ভরসা কোথায়? দুনিয়া তো মেঘের ছায়া, নিদ্রিতের স্বপ্ন, বিষ-মাখা মধু, সুসজ্জিতা ও সুরভিতা বিষকন্যা।
আল্লাহ তাআলা বলেন

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়।[৯৭]

---

[৯৫] তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়েব : ৩০
[৯৬] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৩/৫০
[৯৭] সূরা হাদীদ : ২০

সুতরাং ভাবুন, এই তুচ্ছ দুনিয়ার পেছনে ঘোরে অসীম আখেরাত বরবাদ করে দিচ্ছেন না তো? আপনার গুনাহ আপনাকে মহান জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে দিচ্ছে না তো?

সংক্ষেপে দুনিয়ার পরিচয়

মালিক ইবনু দীনার রহ. বলেন, কিছু লোক আলী রাযি.-কে বলল, আমাদেরকে দুনিয়ার পরিচয় দিন।

তিনি বলেন, সংক্ষেপে বলব না বিস্তারিত বলব?

তারা বলল, সংক্ষেপে বলুন।

তিনি উত্তর দিলেন

حَلَالُهَا حِسَابٌ، وَحَرَامُهَا النَّارُ

দুনিয়ার যা কিছু হালাল তার হিসাব হবে। যা কিছু হারাম তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।[৯৮]

দুনিয়ার আসল ছবি

আবু বকর ইবনু আ'য়্যাশ রহ. বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, কুৎসিত এক বুড়ি। মাথার চুলগুলো তার এলেমেলো। সে দু'হাতে তালি বাজাচ্ছিল। তার পেছনে পেছনে ছুটে চলছে বহু মানুষ। তারাও দু' হাতে তালি বাজাচ্ছিল। বুড়ি আমাকে অতিক্রম করার সময় বলছিল

لَوْ ظَفَرْتُ بِكَ صَنَعْتُ بِكَ مَا صَنَعْتُ بِهَؤُلَاءِ

'যদি আমি তোমাকে ধরাশায়ী করতে পারি তাহলে তোমার অবস্থাও এদের মত করে ছাড়ব'।

স্বপ্নটি বলে আবু বকর ইবন আয়্যাশ রহ. অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। তিনি বলেন, স্বপ্নটি আমি বাগদাদে আসার আগে দেখেছি।[৯৯]

[৯৮] ইবনু আবিদ্দুনয়া, আযযুহদ : ১৭
[৯৯] ইবনু আবিদ্দুনয়া, আযযুহদ : ৩০

ألا إنما الدنيا كجيفةٍ مَيْتةٍ

وطُلّابها مثل الكلاب النواهِسِ

দুনিয়া পচা মরদেহের মত, আর যে ব্যক্তি (আল্লাহর নাফরমানীর মাধ্যমে) এর পিছে ছুটে সে ঘেউ ঘেউকারী কুকুরের মত।

২৫. ভাবুন, কেন আপনি এখনও জীবিত?

আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন কেন? কেন আপনি এখনও জীবিত? অশ্লীলানন্দ আর পাপাচারের মাঝে ডুবে থাকার জন্য? না মোটেও নয়। বরং আল্লাহ তো বলেছেন

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

তোমরা কি ভেবেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে তামাশার বস্তু হিসেবে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না? [১০০]

আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত করার জন্য। আপনাকে জীবনও দিয়েছেন এই জন্য।

আল্লাহ বলেন

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি জ্বিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। [১০১]

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً

যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- আমলের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম? [১০২]

সুতরাং গুনাহ করার আগে ভেবে দেখুন, আপনি দুনিয়াতে কেন এসেছেন আর এখন কী করছেন?

---

[১০০] সূরা মুমিনূন : ১১৫

[১০১] সূরা যারিয়াত : ৫৬

[১০২] সূরা মুলক : ০২

হাসান বসরী রহ.-এর মর্মস্পর্শী কথা

আব্দুল আযীয ইবনু মারহুম রহ. বলেন, আমরা হাসান বসরী রহ.-এর সঙ্গে এক রোগীকে দেখতে গিয়েছিলাম। হাসান বসরী রহ. রোগীকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কেমন অনুভব করছেন?

লোকটি বলল, খেতে মনে চায়, কিন্তু পারি না। তৃষ্ণা লাগে, কিন্তু পানি গিলতে পারি না।

রোগীর কথা শুনে হাসান বসরী রহ. কেঁদে ওঠে বললেন

عَلَى الْأَسْقَامِ وَالْأَمْرَاضِ أُسِّسَتْ هَذِهِ الدَّارُ، فَهَبْكَ تَصِحُّ مِنَ الْأَسْقَامِ، وَتَبْرَأُ مِنَ الْأَمْرَاضِ، هَلْ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَنْجُوَ مِنَ الْمَوْتِ؟

রোগ-ব্যাধিই হল এই দুনিয়ার মূল ভিত্তি। ধরে নিলাম, রোগ-ব্যাধি থেকে তুমি নিষ্কৃতি পেয়ে গেছ। কিন্তু মৃত্যু থেকে কি নিষ্কৃতি পাবে?

হাসান বসরী রহ. এই মর্মস্পর্শী কথা শোনার পর পুরা ঘরে কান্নার রোল পড়ে যায়।[১০৩]

দুনিয়াতে থাকা মানে নেক আমল করার সুযোগ থাকা

ইবরাহীম আত-তায়মী রহ. বলেছেন, একবার আমি মনে মনে কল্পনা করলাম যে, আমি জান্নাতে আছি। জান্নাতের ফল খাচ্ছি, জান্নাতের নহরের পানি পান করছি, জান্নাতের তরুণীদের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হচ্ছি।

আবার কল্পনা করলাম যে, আমি জাহান্নামে আছি। জাহান্নামের যাক্কুম খাচ্ছি, পুঁজ পান করছি, তার শিকল-বেড়ির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আছি।

এবার আমি আমার মনকে বললাম, মন আমার! তুই কোন্‌টা চাস?

মন বলল, আমি দুনিয়াতে ফিরে গিয়ে নেক কাজ করতে চাই।

আমি বললাম, তুই তো তোর কাঙ্ক্ষিত স্থানেই আছিস। কাজেই এখনই নেক কাজ কর।[১০৪]

---

[১০৩] ইবনু আবিদ্দুনয়া, আযযুহদ : ২৫৭

[১০৪] মুহাসাবাতুন নাফস : ১০

২৬. সময়ের মূল্য দিন

শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা. বা. বলেন, সময়কে গুনাহের মধ্য দিয়ে কাটানোর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কখনও অবসর সময় কাটাবে না। যখনই নির্জনে থাকবে, অবসর থাকবে তখনই নিজেকে কোনো কাজে ব্যস্ত করে নিবে। কাজটি দুনিয়ার বৈধ কাজ হলেও অসুবিধা নেই। তবুও আল্লাহর নাফরমানির ভেতর সময় নষ্ট করো না। আর যদি কাজটি হয় ভাল বই পড়া, যিকির-মুরাকাবা করা, তেলাওয়াত করা তাহলে তো সবচেয়ে ভাল।

তিনি বলেন, আমাদের শায়খ ও মুরশিদ ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, কাজের ভেতরে কাজ ঢুকিয়ে দাও। অবসর আছো তো কোনো কাজের প্রোগ্রাম করে নাও। হাতে একটি কাজ আছে তো আরেকটি কাজের প্রোগ্রাম বানিয়ে নাও।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

দুটো নেয়ামত এমন যে দুটোর বিষয়ে বহু লোক ধোঁকায় নিপতিত– স্বাস্থ্য এবং অবসর।[১০৫]

জীবনের দৃষ্টান্ত

আরবের প্রখ্যাত দায়ী শায়খ সা'দ আল-বারিক একটি গল্প বলেছিলেন

এক ব্যক্তি জঙ্গলে হাঁটছিল। হঠাৎ দেখল এক সিংহ তার পিছু নিয়েছে। সে প্রাণভয়ে দৌড়াতে লাগল। কিছু দূর গিয়ে একটি পানিবিহীন কুয়া দেখতে পেল। সে চোখ বন্ধ করে তাতে দিল ঝাঁপ। পড়তে পড়তে সে একটি ঝুলন্ত দড়ি দেখে তা খপ করে ধরে ফেলল এবং ওই অবস্থায় ঝুলে রইল।

উপরে চেয়ে দেখল কুয়ার মুখে সিংহটি তাকে খাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

---

[১০৫] তিরমিযী : ২৩০৭

নিচে চেয়ে দেখল বিশাল এক সাপ তার নিচে নামার অপেক্ষায় চেয়ে আছে। বিপদের উপর আরো বিপদ হিসেবে দেখতে পেল একটি সাদা আর একটি কালো ইঁদুর তার দড়িটি কামড়ে ছিড়ে ফেলতে চাইছে।

এমন হিমশিম অবস্থায় কী করবে- যখন সে বুঝতে পারছিল না, তখন হঠাৎ তার সামনে কুয়ার সঙ্গে লাগোয়া গাছে একটা মৌচাক দেখতে পেল। সে কী মনে করে সেই মৌচাকের মধুতে আঙ্গুল ডুবিয়ে তা চেটে দেখল।

সেই মধুর মিষ্টতা এতই বেশি ছিল যে, সে কিছু মুহূর্তের জন্য উপরের গর্জনরত সিংহ, নিচের হাঁ করে থাকা সাপ, আর দড়ি কাঁটা ইঁদুরদের কথা ভুলে গেল।

ফলে তার বিপদ অবিশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ালো।

শায়খ সা'দ আল-বারিক এই গল্পের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, এই সিংহটি হচ্ছে আমাদের মৃত্যু, যে সর্বক্ষণ আমাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

সেই সাপটি হচ্ছে কবর। যা আমাদের অপেক্ষায় আছে।

দড়িটি হচ্ছে আমাদের জীবন, যাকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকা।

সাদা ইঁদুর হল দিন, আর কালো ইঁদুর হল রাত, যারা প্রতিনিয়ত ধীরে ধীরে আমাদের জীবনের আয়ু কমিয়ে দিয়ে আমাদের মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

আর সেই মৌচাক হল দুনিয়া। যার সামান্য মিষ্টতার পেছনে পড়ে আমরা এই চতুর্মুখি ভয়ানক বিপদের কথা ভুলে বসে আছি। [১০৬]

আলী রাযি. বলেন

حَياتُكَ أَنفاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّما

مَضى نَفَسٌ أَنقَصتَ بِهِ جُزءاً

জীবন কিছু নিঃশ্বাসের সমষ্টি বৈ কিছু নয়।

একটি নিঃশ্বাস যায় মানে জীবনের একটি অংশ কমে যায়।

[১০৬] দুরূসুশ-শায়খ সা'দ আল-বারিক : ১১৬৯

২৭. পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের গুরুত্ব দিন

নামায এমন ইবাদত, যার সুফল ও সুপ্রভাব নামাযীর জীবনের সর্বত্র অনুভূত হয়। আর এটাই বাস্তবতা। যার নামায সুন্দর, তার সবকিছু সুন্দর। তার জন্য গুনাহের পথ সংকীর্ণ এবং নেকির পথ সুগম হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দকর্ম থেকে বিরত রাখে।[১০৭]

নামাযের প্রতি উদাসীনতা সৃষ্টির মাধ্যমে শয়তান মানুষের অন্তরে স্থান করে নেয়। আস্তে আস্তে অন্যদিকে তার কুমন্ত্রণার ঢালপালা ছড়ায়। এটা অনেকটা ডিম পাড়ার মতো।

নামাযে অমনোযোগী করে, সে মানুষের মনে গুনাহের 'ডিম' পাড়ে। ক্রমে ক্রমে সে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটে! কবির ভাষায়

تیار تھے نماز کو ہم سن کے ذکر حور

جلوہ بتوں کا دیکھ کر نیت بدل گئی

জান্নাতি-হূরের কথা শোনে নামাযের জন্য প্রস্তুত ছিলাম,

মূর্তিগুলোর দাপানি দেখে নিয়ত পাল্টে গেল।

যারা নামায নষ্ট করে

ওমর রাযি.-কে ফযরের নামাযের ইমামতিকালে ছুরিকাঘাত করা হয়, তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফিরলে তিনি জানতে চান, লোকজন নামায আদায় করেছে কি?

উত্তর দেয়া হলো, জি। আদায় করেছে।

ওমর রাযি. বললেন

ولا حَظَّ في الإسلامِ لمن تركَ الصلاةَ

---

[১০৭] সূরা আনকাবুত: ৪৫

জেনে রেখো, যারা নামায নষ্ট করে ইসলামে তাদের কোনো হিসসা নেই।[১০৮]

২৮. ফযরের নামাযের বিশেষ গুরুত্ব দিন

বিশেষ করে ফযরের নামাযের গুরুত্ব দিবেন। গুনাহের যত বড় আসক্তিই হোক; যদি এই নামাযের গুরুত্ব দেন ইনশাআল্লাহ আসক্তি থেকে বের হতে পারবেন। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ

তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পিছনের দিকে তিনটি গিঠ দেয়। প্রতি গিঠে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি শুয়ে থাক। তারপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে একটি গিঠ খুলে যায়, পরে অযু করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়, এরপর (ফযর) নামায আদায় করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়। তখন তার সকাল বেলাটা হয়, উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলূষ কালিমা ও আলস্য সহকারে। [১০৯]

যদি ঘুম থেকে উঠে কিছু যিকির করে নেন, অজু করে নেন, আর নামায পড়ে নেন তবে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী আপনার অন্তর অনেক ফ্রেশ থাকবে। আপনার মনে ভালো ভালো চিন্তা আসবে। আর যদি তা না করেন, তবে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী আপনার অন্তরটা হবে খবিস অন্তর। সারাদিন গুনাহের চিন্তায় মাথা কিলবিল করবে।

[১০৮] মুয়াত্তা ইমাম মালিক রহ. ৯৮

[১০৯] সহীহ বুখারী : ১১৪২

অলসতা দূর করে ফযর নামাযে যোগদানের কিছু টিপস

১. যখন আপনার মাঝে রোগটি দেখা দিবে, ঠিক ওই মুহূর্তে ভাবুন, এটা তো মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়; বরং এটা তো মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা কুরআন মজিদে এমনটাই বলেছেন যে

وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى

তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে ব্যয় করে সঙ্কুচিত মনে। [১১০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً

মুনাফিকদের উপর ফযর ও এশার নামায অপেক্ষা অধিক ভারী নামায আর নেই। যদি তারা এর ফজিলত ও গুরুত্ব জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে বা পাছার ভরে অবশ্যই মসজিদে উপস্থিত হত। [১১১]

২. জীবনে যারা নেককার, উদ্যমী, আমলকারী ও আল্লাহওয়ালা ছিলেন এমন ব্যক্তিবর্গের লেখা ও জীবনী পড়ুন। যাতে আল্লাহর রাস্তায় চলার ক্ষেত্রে আপনার সামনে কিছু উত্তম আদর্শ থাকে।

৩. ফযরে উঠতে দৃঢ় ইচ্ছা যদি আপনি করেন, তবে কখনোই রাত জাগবেন না। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ুন, যাতে একদিকে আপনার ঘুমও পূর্ণ হয়, অন্যদিকে যথাসময়ে ফযরের জন্য উঠতেও পারেন।

৪. বিছানায় যাওয়ার আগে অযু করে নিন। যদি আপনি পবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে যান, তবে ফেরেশতারা আপনার ঘুম থেকে জাগার আগ পর্যন্ত আপনার জন্য দোয়া করতে থাকবে।

৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমানোর সময় ডান কাত হয়ে, ডান হাতকে ডান গালের নিচে রেখে ঘুমাতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণে ঘুমের জন্য শোয়ার এই

---

[১১০] সূরা তাওবা ৫৪

[১১১] বুখারী : ৬৫৭, ৬৪৪, ৬৫৭, ২৪২০, ৭২২৪

অবস্থা একদিকে যেমন ঘুমের জন্য সহায়ক, অন্যদিকে ফযরে যথাসময়ে ঘুম থেকে ওঠার জন্যও কার্যকর।

৬. বিছানায় যাওয়ার সময় কিছু কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে নিন। বিশেষ করে সূরা সাজদাহ, সূরা মুলক, সূরা ইসরা, সূরা যুমার, সূরা কাহফের শেষ চার আয়াত, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত ইত্যাদি এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

৭. একাধিক অ্যালার্ম ঘড়ি ব্যবহার করুন। আওয়াজ যত বেশি হবে, ততই ভালো! অ্যালার্ম ঘড়ি হাতের কাছে বা বিছানার পাশে না রেখে দূরে রাখুন যাতে করে আপনাকে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে ঘড়ি বন্ধ করতে হয়। এতে ঘুম থেকে ওঠার পাশাপাশি আপনার নিদ্রার ভাব কাটার জন্যও সহায়ক হবে।

৮. পরিবারের সদস্যদের বলুন, যদি তারা উঠতে পারে তবে ডেকে দেওয়ার জন্য। তেমনিভাবে আপনিও উঠতে পারলে তাদের ফযরের নামায আদায়ের জন্য ডেকে দিন।

৯. যে দিন ফযরে উঠতে পারবেন না, সে দিন অন্তরে লাগে পরিমাণ সাদকা করে নিজেকে শাস্তি দিন।

১০. বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষের ঘুম দেড় ঘণ্টার একটি চক্র অনুসরণ করে। সুতরাং আপনি যদি দেড় ঘণ্টা বা এর গুনিতক সময় যথা তিন ঘণ্টা, সাড়ে চার ঘণ্টা বা ছয় ঘণ্টা ঘুমান, তবে আপনি ক্লান্তিহীনভাবে ঘুম থেকে উঠতে পারবেন। তা না হলে আপনি যত সময়ই ঘুমান না কেন, আপনার ক্লান্তি দূর হবে না। সুতরাং আপনি যদি রাত বারোটায় ঘুমাতে যান এবং ফযরের সময় যদি পাঁচটার দিকে হয়, তবে সাড়ে চারটার দিকে অ্যালার্ম দিন। ঘুমের চক্র পরিপূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে ক্লান্তিহীন-ভাবে আপনি ঘুম থেকে উঠতে পারবেন।

১১. দোয়া করুন, যেন ফযরে উঠতে পারেন। কেননা যে ব্যক্তি সঠিকভাবে নেক আমল করতে পারার জন্য তাঁর রবের আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করে সে বিফল হয় না। যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ করতেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ،
وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষদের দমন-পীড়ন থেকে। [১১২]

২৯. তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ুন

কখনোই রাত জাগবেন না। বরং তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ুন, যাতে একদিকে আপনার ঘুমও পূর্ণ হয়, অন্যদিকে যথাসময়ে ফযরের জন্য উঠতেও পারেন। ইসলামের শিক্ষা মূলত এটা যে, এশার পরপরই ঘুমাতে যাওয়া। বিজ্ঞানও এই অভ্যাসের যথার্থতার প্রমাণ প্রকাশ করেছে।

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. যারা রাতের প্রথম ভাগে অযথা গল্প-গুজবে লিপ্ত হত তাদেরকে প্রহার করতেন এবং বলতেন

أَسَمَرًا أَوَّلَ اللَّيْلِ وَنَوْمًا آخِرَهُ ؟

রাতের প্রথমাংশ কি গল্প গুজবের জন্য আর রাতের শেষাংশ কি ঘুমে কাটানোর জন্য! [১১৩]

তরুণ ও যুবকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

আল্লাহ তাআলার নিকট যুবক বয়সের ইবাদত বন্দেগী অনেক প্রিয়। যে সাত শ্রেণির লোকদেরকে আল্লাহর ছায়াতলে আশ্রয় দান করবেন তাদের মধ্যে এক শ্রেণি হল ঐ যুবক যে তার যৌবনকালকে আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়েছে। গুনাহের প্রবল স্রোতে যে গা ভাসিয়ে দেয় নি।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, আজকের অনেক তরুণ-যুবক সময়ের যথাযথ কদর করছে না। বিশেষত তারা রাতকে অবাধ মনে করে। ইন্টারনেটের

[১১২] বুখারী : ২৮৯৩

[১১৩] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৬৬৮১

বিষাক্ত ছোবল তাদের ঈমান-আমল এবং আখলাক সবকিছুই কেড়ে নিচ্ছে। ডিভাইসের স্পর্শে রাতের পর রাত তারা নষ্ট করে দিচ্ছে। রাতকে দিন বানাচ্ছে আর দিনকে রাত। আল্লাহ তাআলার নেযামকে তারা পরিবর্তন করে দিচ্ছে।

জীবনের এই বক্রধারা থেকে আল্লাহ তাদের ফিরে আসার তাওফীক দিন। আসুন জীবনকে সে স্রষ্টার নিকট সঁপে দিই, যিনি আমাদের জীবন দান করেছেন।

ফাসেকের জন্য ঘুমিয়ে থাকা উত্তম

সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন

شر حالات المؤمن أن يكون نائماً، وخير حالات الفاجر أن يكون نائماً لأن المؤمن إذا كان مستيقظاً فهو متحل بطاعة الله فهو خير له من نومه، والفاجر إذا كان مستيقظاً فهو متحل بمعاصي الله فنومه خير له من يقظته

মুমিনের জন্য ঘুমিয়ে থাকা অমঙ্গল। ফাসেকের জন্য ঘুমিয়ে থাকা উত্তম। কেননা মুমিন জেগে থাকলে আল্লাহর ইবাদতে সময় দিবে। সুতরাং তার না ঘুমানো ভালো। পক্ষান্তরে ফাসেক জেগে থাকলে গুনাহে মত্ত থাকবে। সুতরাং তার জন্য ঘুমানোই শ্রেয়।[১১৪]

জেগে থাকাটা মানুষকে ধ্বংস করে দিয়েছে

সালফে সালেহীনের যুগে মাঝে মাঝে কিছু লোক সুন্দর সুন্দর কথা নিয়ে বাজারে প্রচার করত। এক ব্যক্তি বাজারে হেঁটে হেঁটে প্রচার করতে লাগলো

أَهْلَكَكُمُ النَّوْمُ

'হে মানুষ! ঘুম তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে'।

---

[১১৪] ইবনু আবিদ্দুনয়া, আততাহাজ্জুদ ওয়া ক্বিয়ামুললাইল : ৯

অর্থাৎ সে বুঝাতে চাইলো যে, মানুষ ঘুমের কারণে ইবাদত করে না তাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।
তখন একজন আল্লাহওয়ালা তাকে বাধা দিয়ে বললেন, বিষয়টা এমন নয়। বরং প্রকৃত বিষয় হল

بَلْ أَهْلَكَتْكُمْ الْيَقِظَةُ

'মানুষকে জেগে থাকাটা ধ্বংস করে দিয়েছে'।
এর অর্থ হল, জেগে থেকে মানুষ গুনাহ করে। আর এটাই তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এজন্যই উক্ত আল্লাহওয়ালা বলেন, তোমার কথা সংশোধন করো এবং এভাবে বল

خَفْ اللهَ بِالنَّهَارِ وَنَمْ بِاللَّيْلِ

'দিনের বেলায় আল্লাহকে ভয় করো আর রাতের বেলায় ঘুমাও'। [১১৫]

৩০. কখনও সকালের আত্মিক নাস্তা মিস করবেন না

শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী বলেন, একবার আমি আমার শায়খ ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী রহ.-এর সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলাম। ফযরের সালাতের পর শায়খের কাছে গেলাম।
শায়খ জিজ্ঞেস করলেন, সকালের নাস্তা করেছি কিনা!
আমি বললাম, না করিনি!
শায়খ কারণ জানতে চাইলেন। আমি জানালাম, দায়িত্বশীলগণ এখনও খাবার তৈরি শেষ করতে পারেনি।
প্রতি উত্তরে শায়খ বললেন, আমি এই নাস্তার কথা বলছি না। আমি আত্মার নাস্তার কথা জানতে চাচ্ছি যেটি কিনা তোমারই নিয়ন্ত্রণে। সকালের কিছু সময় বেছে নাও যিকিরের জন্য, আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য। এটিই তোমার আত্মার নাস্তা।

[১১৫] আদাবুদদুনয়া ওয়াদদীন : ১/৯৮

শায়খ আরও বললেন, যখন কেউ সকালে নাস্তা হিসেবে কিছু গ্রহণ করে, এটি তার শরীরের জন্য শক্তি ও সতেজ থাকার উৎস হিসেবে কাজ করে। যদি কেউ নাস্তা না করে সকালে বাসা থেকে বের হয়, তবে সে তার কাজে ক্লান্ত হয়ে থেমে যায়।

একইভাবে তুমি যদি নিজেকে আল্লাহর সামনে দাঁড় করাও ও তাঁর যিকির করো, এটি তোমার আত্মার নাস্তা হিসেবে কাজ করবে এবং তোমার আত্মা অফুরন্ত শক্তি অর্জন করবে।

এটি করার পর তুমি যখন বাসা থেকে বের হবে তুমিই তোমার নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

যদি তুমি তোমার আত্মিক নাস্তা করে থাকো, তবে তুমি তোমার সাথে শক্তি ও সামর্থ্য খুঁজে পাবে শয়তান ও নফসের সাথে যুদ্ধ করার জন্য। তারা তোমার সাথে পেরে উঠবেনা এই যুদ্ধে। [১১৬]

সকাল-সন্ধ্যার পাঁচ আমল

সকাল-সন্ধ্যার অনেক যিকির রয়েছে। নিম্নে ছোট ছোট বিশেষ ফজিলতপূর্ণ পাঁচটি যিকির তুলে ধরা হল। যেসব যিকির শয়তান ও নফসের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে।

এক. সব ধরনের বিপদাপদ থেকে হেফাজতে থাকার দোয়া

উসমান রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে এই দোয়াটি পাঠ করবে, তাকে কোনো জিনিসের ক্ষতি পৌঁছাতে পারবে না।

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থ : আল্লাহর নামে; যাঁর নামের সাথে আসমান ও জমিনে কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। [১১৭]

---

[১১৬] ইন্টারনেট থেকে।

[১১৭] তিরমিযী : ৩৪১০

দুই. কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের দোয়া

সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো মুসলিম যখন সকালে উপনীত হয় কিংবা সন্ধ্যায় উপনীত হয় তখন যদি নিম্নোক্ত যিকির তিন বার বলে, আল্লাহর কাছে তার অধিকার হয়ে যায় তাকে কেয়ামতের দিন সন্তুষ্ট করা।[১১৮]

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيّاً

অর্থ : আল্লাহকে রব, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবীরূপে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট।

তিন. দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির দোয়া

আবুদ্দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত যিকির ৭ বার পড়বে আল্লাহ তার দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন; চাই সে তা সত্যিকারভাবে অথবা কৃত্রিমভাবে বলুক না কেন।

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

অর্থ : আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। তাঁর উপরই আমি তাওয়াক্কুল করি। তিনি মহান আরশের অধিপতি।[১১৯]

চার. শয়তান থেকে হেফাজতকারী যিকির

আবু আয়্যাশ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে বলে

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

---

[১১৮] তিরমিযী : ৩০১১

[১১৯] আবু দাউদ : ৫০৮১

এটা তার জন্য ইসমাঈল আ. বংশীয় একটি গোলাম আযাদ করার সমান হবে, তার জন্য দশটি সওয়াব লেখা হবে ও দশটি গুনাহ মোচন করা হবে এবং তার দশটি মর্যাদা বুলন্দ করা হবে এবং শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে যতক্ষণ না সন্ধ্যা হয়।

আর যদি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে তা বলে, তাহলে ভোর পর্যন্ত অনুরূপ ফজিলত পাবে।

বর্ণনাকারী হাম্মাদ রহ.-এর বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আবু আয়্যাশ আপনার নামে এই এই বলেছে। তিনি বললেন, আবু আয়্যাশ সত্যিই বলেছে। [১২০]

পাঁচ. নফসের ধোঁকা থেকে মুক্তির দোয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতেমা রাযি.-কে বলেন, আমি তোমাকে যা অসিয়ত করছি তা শুনতে কিসে তোমাকে বাধা দেয়? তুমি যখন সকালে উপনীত হবে কিংবা সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখন বলবে

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

অর্থ : হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! আমি আপনার রহমতের উসিলায় আপনার কাছে উদ্ধার প্রার্থনা করছি। আপনি আমার সার্বিক অবস্থা সংশোধন করে দিন। আর আমাকে আমার নফসের কাছে নিমেষের জন্যও সোপর্দ করবেন না। [১২১]

৩১. প্রতিদিন সকালে 'মুশারাতা' তথা মনের সঙ্গে অঙ্গীকার করুন

সকালে ঘুম থেকে জেগে নফসের কাছে এ মর্মে অঙ্গীকার নেবে−

'আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো গুনাহ করবো না। আমার দায়িত্বে যত ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নাত আছে সব ঠিকমত আদায় করবো। আমার ওপর আল্লাহর যত হক আছে, বান্দার হক আছে সব পুরোপুরি আদায়

---

[১২০] আবু দাউদ : ৫০৭৭

[১২১] সহীহ আল জামি' : ৫৮২০

করবো। হে নফস! মনে রেখ, ভুলক্রমে অঙ্গীকারের বিপরীত কোনো কাজ করলে তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

এই হলো প্রথম কাজ। ইমাম গাযালী রহ. এর নাম দিয়েছেন 'মুশারাতা' বা 'আত্ম-অঙ্গীকার'।

শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী বলেন, ইমাম গাযালী রহ.-এর কথার সাথে একটু সংযোগ করে বলা যায়, এই 'আত্ম-অঙ্গীকারের' পর আল্লাহর কাছে দোয়া করা–

'হে আল্লাহ! আজ আমি গুনাহ করবো না বলে অঙ্গীকার করেছি। আমি সব ফরজ, ওয়াজিব আদায় করবো। শরীয়ত অনুযায়ী চলবো। হুকুল্লাহ এবং হুকুকুল ইবাদ সঠিকভাবে আদায় করবো। কিন্তু ইয়া মাবুদ! আপনার তাওফীক ছাড়া এই প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু আমি পণ করেছি, তাই আপনি আমাকে তাওফীক দিন। আমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা থেকে রক্ষা করুন। পুরোপুরিভাবে এ প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন।'

৩২. পুরো দিন নিজের আমলের 'মুরাকাবা' করুন

'মুশারাতা' তথা মনের সঙ্গে অঙ্গীকার করার পর নিজের কাজে বেরিয়ে যান। চাকরি করলে চাকরিতে, ব্যবসা করলে ব্যবসায়, দোকান করলে দোকানে চলে যান। সেখানে গিয়ে একটি কাজ করুন যে, প্রতিটি কাজ শুরু করার আগে একটু ভেবে দেখুন, এই কাজটি প্রতিজ্ঞার খেলাফ কি-না। এই শব্দ যা উচ্চারণ করছি তা প্রতিজ্ঞা পরিপন্থী কি-না। যদি প্রতিজ্ঞা পরিপন্থী মনে হয় তাহলে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন।

এটাকে ইমাম গাযালী রহ. বলেছেন 'মুরাকাবা'।

৩৩. শোয়ার আগে 'মুহাসাবা' করুন

মুশারাতা ও মুরাকাবা করার পর আরেকটি কাজ করতে হবে শোয়ার আগে, আর তা হলো 'মুহাসাবা' অর্থাৎ নফসকে বলবেন–

তুমি সারাদিন গুনাহ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। প্রতিটি কাজ শরিয়তমত করবে। হুকুকুল্লাহ তথা আল্লাহর হক ও হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হক ঠিক মত আদায় করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। এখন বলো, কোন কাজ তুমি প্রতিজ্ঞামত করেছ, আর কোন কাজ প্রতিজ্ঞামত করনি?
সকালে যখন বাড়ি ত্যাগ করলে তখন অমুক লোককে কী বলেছ?
চাকরির ক্ষেত্রে গিয়ে নিজ দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছ?
ব্যবসা কীভাবে পরিচালনা করেছ? হালালভাবে না হারাম পদ্ধতিতে?
যত লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের হক কীভাবে আদায় করেছ?
বিবি-বাচ্চার হক কীভাবে আদায় করেছ?
ইমাম গাযালী রহ. বলেন, এভাবে যাবতীয় কাজের হিসাব নেয়াকে ‘মুহাসাবা’ বলা হয়।
‘মুহাসাবা’র ফলাফল যদি এই হয় যে, ‘সকালের প্রতিজ্ঞায় আপনি সফল’ তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন। শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ তাআলা তা বৃদ্ধি করে দেন।
কিন্তু ‘মুহাসাবা’র ফলাফল যদি এই দাঁড়ায় যে, অমুক স্থানে প্রতিজ্ঞার পরিপন্থী কাজ করেছেন, অমুক সময় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন, পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন এবং স্বীয় কৃত প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকতে পারেননি, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাওবা করুন, বলুন, হে আল্লাহ! আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু শয়তানের প্ররাচনায়, প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকতে পারিনি। হে মাবুদ! আমি আপনার কাছে তাওবা করছি এবং ক্ষমা চাচ্ছি। আপনি আমার তাওবা কবুল করে আমার পাপ মাফ করে দিন। ভবিষ্যতে আমাকে প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন।

৩৪. মুআকাবা তথা নফসকে শাস্তি দিন

তাওবার সাথে সাথে নফসকে একটু শাস্তিও দিন। যেমন নফসকে বলুন, তুমি প্রতিজ্ঞার খেলাফ কাজ করেছ, সুতরাং শাস্তি স্বরূপ তোমাকে আট রাকাত নফল সালাত আদায় করতে হবে।

এ শাস্তিটা প্রভাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার সময়ই নির্ধারণ করুন। সুতরাং রাতে নফসকে বলবেন, তুমি নিজের সুখ-শান্তির জন্য, সামান্য আনন্দ উপভোগের জন্য আমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে লিপ্ত করেছ। অতএব এখন তোমাকে সাজা ভোগ করতে হবে। তোমার শাস্তি হলো, এখন শোয়ার আগে আট রাকাত নফল সালাত আদায় করো। তারপর বিছানায় যাও। এর আগে বিছানায় যাওয়া নিষেধ।

হিসাবের আগে হিসাব

ওমর রাযি. বলেতেন

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا ، فإنّه أهونُ لحسابِكم وزِنوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أن تُوزنوا، وَتَزَيّنُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ

আল্লাহর নিকট তোমাদের হিসাবদানের আগে তোমরা নিজেরা নিজেদের হিসাব গ্রহণ করো এবং (আল্লাহর নিকটে) ওজনের আগে নিজেরা নিজেদের ওজন করো। কেননা এটা করা তোমাদের জন্য তুলনামূলক সহজ। আর তোমরা সবচেয়ে বড় আরয বা হিসাবের জন্য পাথেয় জোগাড় করো।[১২২]

নফসকে তিরস্কার করা

হাসান বসরী রহ. বলেন

إنّ المؤمنَ، واللهِ، مَا تَراه إِلا يَلومُ نَفسَه على كلِ حَالَاتِه؛ يَستقصِرُهَا فى كلِ مَا يَفعَلُ فَيَندمُ ويَلومُ نَفسَه، وإن الفَاجرَ لَيَمضِى قَدما لَا يعَاتِبُ نَفسَه

আল্লাহর কসম! তুমি মুমিনকে সর্বাবস্থায় নিজের নফসকে তিরস্কার করতে দেখতে পাবে। তার সব কাজেই সে কিছু না কিছু ত্রুটি খুঁজে পায়। তাই কেন এ ত্রুটি হল তা ভেবে সে লজ্জিত ও অনুশোচিত হয় এবং মনকে সে জন্য তিরস্কার করে।

---

[১২২] মুহাসাবাতুন নাফস, ইবনু আবিদ্দুনয়া : ২২

পক্ষান্তরে পাপাচারী দুষ্কৃতিকারী অসংকোচে অন্যায়-অপকর্ম করে, তা নিয়ে মনকে সে কদাচিৎই ভৎর্সনা করে।[১২৩]

নফসকে কান্না ও রাত জাগার কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলা

রবী' রহ. আল্লাহর ভয়ে এত বেশি কাঁদতেন এবং রাত জেগে ইবাদত করতেন যে, তার মা ছেলের জীবন নাশের আশঙ্কা করতেন। একদিন তিনি তাকে বললেন, প্রিয় পুত্র আমার! তোমার হাতে কেউ হয়ত নিহত হয়েছে?

রবী' রহ. বললেন, হ্যাঁ মা, হয়তো তা হবে!

মা বললেন, বৎস আমার, বলো তো, এই নিহত লোকটা কে হতে পারে, যার হত্যাকারীকে তার পরিবারের কাছে নিয়ে গেলে তারা হত্যাকারীর অবস্থা দেখে তাকে ক্ষমা করে দিবে? আল্লাহর কসম! নিহতের পরিবার যদি তোমার এত কান্নাকাটি ও রাত জাগার কথা জানতে পারে তাহলে তাদের মনে তোমার প্রতি অবশ্য করুণা জাগবে।

তখন রবী' রহ. বুঝতে পেরে বললেন هى نفسي সেই নিহত লোকটা হল আমার নফস বা মন। অর্থাৎ তিনি তার নফসকে কান্না ও রাত জাগার কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলেছেন।[১২৪]

পাঁচ কারণে ইবলিস দুর্ভাগা

মুহাম্মাদ ইবনু দুওয়ারী রহ. বলেন

شَقِيَ إِبْلِيسُ بِخَمْسَةِ أَشْيَاءَ لَمْ يُقِرَّ بِالذَّنْبِ، وَلَمْ يَنْدَمْ، وَلَمْ يلم نَفْسَهُ، ولم يعزم على التوبة، وَقَنَطَ مِنَ الرحمة

ইবলিস দুর্ভাগা হয়েছে পাঁচ কারণে–

১. নিজের গুনাহের কথা স্বীকার করেনি।

২. নিজের গুনাহের জন্য লজ্জিত হয়নি।

---

[১২৩] ইগাছাতুল লাহফান : ১/৭৭

[১২৪] হিলয়াতুল আউলিয়া : ২/১১৪

৩. গুনাহের জন্য নিজেকে তিরস্কার করেনি।
৪. তাওবার ইচ্ছা করেনি।
৫. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়েছে।

আদম আ. পাঁচ কারণে সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছেন

তিনি আরও বলেন

سَعِدَ آدَمُ بِخَمْسَةِ أَشْيَاءَ اعْتَرَفَ بِالْمُخَالَفَةِ وَنَدِمَ عَلَيْهَا، وَلَامَ نَفْسَهُ وَسَارَعَ إِلَى التَّوْبَةِ وَلَمْ يَقْنَطْ مِنَ الرَّحْمَةِ

আদম আ. পাঁচ কারণে সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছেন
১. হুকুম অমান্য করার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।
২. এর জন্য লজ্জিত হয়েছেন।
৩. নিজেকে তিরস্কার করেছেন।
৪. দ্রুত তাওবা করেছেন।
৫. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হন নি। [১২৫]

৩৫. পরকালের মুরাকাবা করুন

অর্থাৎ প্রতিদিন চোখ বন্ধ করে এই কথার ধ্যান করুন যে, এ দুনিয়ায় আমি চিরকাল থাকার জন্য আসিনি। অনেক বড় বড় রাজা-বাদশাহ ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ এসেছিলেন, কিন্তু তারা আজ কবর জগতের বাসিন্দা। কেউ তাদের আজ খোঁজখবরটুকু নেয় না। যেই শরীর ও দেহ নিয়ে তারা গর্ব করেছিল মাটি ও পোকামাকড় তা খেয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। আমাকেও একদিন তাদের মতো হতে হবে। অতএব কী হবে এই দুনিয়ায় অহংকারী ও আত্মবিলাসী হয়ে, অকারণে জুলুম-নির্যাতন করে, মানুষকে কষ্ট দিয়ে, সর্বোপরি ঈমান-আমলকে ঠিক না করে সে পথের অভিযাত্রী হয়ে!

[১২৫] তাফসীরে কাসেমী : ৫/২৬

আল্লাহ বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

হে ঈমানদাররা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের প্রত্যেকেরই চিন্তা করা উচিত আগামীকালের জন্য (পরকালের জন্য) সে কী প্রেরণ করেছে। [১২৬]

যে ব্যক্তির চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হবে আখেরাত

দুনিয়ার চিন্তা হল অন্ধকারের মত। যে ঘরে দীর্ঘদিন আলো থাকে না, ওই ঘরে সাপ-বিচ্ছু পোকা-মাকড় আশ্রয় নেয়। আলো জ্বালিয়ে দিলে এগুলো আপনাআপনি পালিয়ে যায়। অনুরূপভাবে যে হৃদয়ে আখেরাতের ফিকির থাকেনা, ওই হৃদয় অন্ধকার। চিন্তা-পেরেশানি ও বালা-মুসিবত নামক বিভিন্ন জাতের সাপ-বিচ্ছু পোকা-মাকড় সেখানে থাকবেই। কিন্তু যদি হৃদয়ে আখেরাতের চিন্তা নামক আলো জ্বালিয়ে দেয়া হয় তাহলে এগুলো আপনাআপনি চলে যেতে বাধ্য। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ : جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ، وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ : جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ

যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে আখেরাত, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন এবং তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজ একত্রিত করে সুসংযত করে দিবেন, তখন তার নিকট দুনিয়াটা নগণ্য হয়ে দেখা দিবে।

আর যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে দুনিয়া, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির গরীবি ও অভাব-অনটন দু'চোখের সামনে লাগিয়ে রাখবেন এবং

[১২৬] সূরা হাশর : ১৯

তার কাজগুলো এলোমেলো ও ছিন্নভিন্ন করে দিবেন। তার জন্য যা নির্দিষ্ট রয়েছে দুনিয়াতে সে এর চাইতে বেশি পাবে না। [১২৭]

ঘরের মালিক আমাদের থাকতে দিবে না

এক ব্যক্তি আবু জর গিফারী রাযি.-এর ঘরে ঢুকে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল যে, তেমন কিছু নেই। তাই জিজ্ঞেস করল, আপনার ঘরের আসবাবপত্র কোথায়?

আবু জর গিফারী রাযি. উত্তর দেন

إِنَّ لَنَا بَيْتًا نُوَجِّهُ إِلَيْهِ صَالِحَ مَتَاعِنَا

আমাদের একটি ঘর (জান্নাতে) আছে, ভালো ভালো আসবাবপত্র সেখানে পাঠিয়ে দেই।

লোকটি বলল, যতদিন এই ঘরে আছেন, ততদিনের জন্য হলেও তো এখানে কিছু রেখে দেওয়া দরকার।

তিনি উত্তর দেন

إِنَّ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ لَا يَدَعُنَا فِيهِ

ঘরের মালিক তো এখানে আমাদের থাকতে দিবে না। [১২৮]

আরবি ভাষার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছড়া

আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আরবি ভাষার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছড়া লাবিদের এই ছড়া [১২৯]

أَلا كُلُّ شَيءٍ ما خَلا اللَّهَ باطِلُ

وَكُلُّ نَعيمٍ لا مَحالَةَ زائِلُ .

---

[১২৭] তিরমিযী : ২৪৬৫

[১২৮] ইবনু আবিদ্দুনয়া, আযযুহদ : ১২৭

[১২৯] সহীহ বুখারী : ৩৮৪১

জেনে রেখো ভাই, ধরাতে সবাই, মূলহীন তবে আল্লাহ ছাড়া।
সকল নেয়ামত হবে নিঃশেষ, মনে রেখো এই বাক্যখানা।

৩৬. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিসাব নিন

মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিসাব নিন। মস্তিস্ক থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে পা' পর্যন্ত হিসাব নিন। এটাও এক প্রকার মুহাসাবা। যেমন, নিজেকে জিজ্ঞেস করবেন, আল্লাহ যে মস্তিস্ক না দিলে আমি পাগল হতাম তা দিয়ে আমি কী চিন্তা করছি!

আল্লাহ যে চোখ না দিলে আমি অন্ধ হতাম তা দিয়ে আমি কী কী দেখে থাকি!

আল্লাহ যে কান না দিলে আমি বধির হতাম তা দিয়ে আমি কী কী শুনে থাকি!

আল্লাহ যে যবান না দিলে আমি বোবা হতাম তা দিয়ে আমি কী কী বলে থাকি!

এভাবে সর্ব শেষ পায়ের হিসাব নিন যে, আল্লাহ যে পা না দিলে আমি প্রতিবন্ধী হতাম তা দিয়ে আমি কী কী কাজ করে থাকি!

তারপর অঙ্গগুলোর কোনোটি থেকে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকলে প্রতিকার হিসাবে অঙ্গগুলোকে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজে নিয়োজিত রাখবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً

নিশ্চয়ই তোমার কর্ণ, চক্ষু ও বিবেক প্রতিটিই জিজ্ঞাসিত হবে। [১৩০]

তিনি আরও বলেছেন

لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

১৩০ সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৬

অতঃপর তোমরা অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে দেওয়া নেয়ামতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। [১৩১]

মাথা এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা সংরক্ষণ করবে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

তোমরা আল্লাহ্ তাআলাকে যথাযথভাবে লজ্জা কর। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ। আমরা তো নিশ্চয়ই লজ্জা করি, সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য।

তিনি বললেন, তা নয় বরং আল্লাহ্ তাআলাকে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, তুমি তোমার মাথা এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা সংরক্ষণ করবে এবং পেট ও এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা হেফাযত করবে, মৃত্যুকে এবং এরপর পঁচে-গলে যাবার কথা স্মরণ করবে।

আর যে লোক পরকালের আশা করে, সে যেন দুনিয়াবী জাঁকজমক পরিহার করে। যে লোক এইসকল কাজ করতে পারে সে-ই আল্লাহ তাআলাকে যথাযথভাবে লজ্জা করে। [১৩২]

জিহ্বাই তো আমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে

এক দিনের ঘটনা। ওমর রাযি. আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর নিকট গিয়ে দেখলেন যে, আবু বকর রাযি. নিজের জিহ্বা ধরে টানছেন, যেন ছিঁড়ে ফেলবেন। এ অবস্থা দেখে ওমর রাযি. বলে ওঠলেন, আমিরুল মুমিনীন! রাখুন, এ রকম করবেন না, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।

তখন আবু বকর রাযি. বললেন

إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ

এই জিহ্বাই তো আমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। [১৩৩]

---

[১৩১] সূরা তাকাছুর : ৮

[১৩২] তিরমিযী : ২৪৫৮

[১৩৩] মুয়াত্তা মালিক

৩৭. মনে রাখবেন, আল্লাহ ছাড় দেন, ছেড়ে দেন না

সব সময় মনে রাখবেন, আল্লাহ তাঁর প্রতিটি বান্দাকেই পাপ থেকে ফিরে আসার সুযোগ দেন। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ছাড় দিতে থাকেন। এই ছাড় পেয়ে যারা নিজেকে শুধরে নেয় এবং তাওবা করে, তিনি তাদের ক্ষমা করেন। আর যারা ছাড় পেয়ে পাপের মহাসাগরে ডুব দেয়, নির্দিষ্ট সময় পরেই তাদের পাকড়াও করেন।

তখন আর আল্লাহর আজাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো সুযোগ তাদের থাকে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন

বরকতময় আল্লাহ তাআলা জালিম-অত্যাচারীকে অবকাশ দেন অথবা সুযোগ দেন। অবশেষে তিনি যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন আর রেহাই দেন না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তেলাওয়াত করলেন

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ.

এরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। তিনি জনপদসমূহকে শাস্তি দান করেন যখন তারা সীমালঙ্ঘন করে। নিশ্চয় তার শাস্তি কঠিন। –সূরা হুদ, আয়াত : ১০২। [১৩৪]

আল্লাহর একটা নিয়ম আছে

সুতরাং নিজেকে বুঝান যে, আল্লাহর একটা নিয়ম আছে। কেউ যখন কোনো গুনাহের কাজ শুরু করে তখন আল্লাহ তার সঙ্গে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার আচরণ করেন। এতেও যদি বান্দা পিছু না হটে তাহলে তার সঙ্গে তিনি কিছু দিন যাবত দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার আচরণ করতে থাকেন।

এরপরেও ফিরে না আসলে আল্লাহ তাকে সাজা দেয়ার ইচ্ছা করেন। আর যে দুর্ভাগার ব্যাপারে তিনি শাস্তির ইচ্ছে করেন তাকে তিনি নাচিয়ে ছাড়েন।

[১৩৪] বুখারী : ৪৬৮৬

তখন তাকে ঘরে বসিয়ে রেখে লাঞ্ছিত করে ছাড়েন। এমন কি অন্যের জন্য ওই শাস্তিকে দৃষ্টান্ত বানিয়ে দেন।

সুতরাং এভাবে ভাবুন, আমি অনেক দিন থেকে অমুক গুনাহে লিপ্ত। এখন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা দোষ গোপন করে রাখার আচরণ করছেন। যদি শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করে ফেলেন তাহলে আমার দীন-দুনিয়া উভয়টাই যাবে। আমার কিছু থাকবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন

وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ

আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তার সম্মানদাতা কেউ নেই।

আয়াতটি নিয়ে ভাবলে গুনাহ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়। [১৩৫]

৩৮. গুনাহের পরিণতি নিয়ে ভাবুন

গুনাহের পরিণতি নিয়ে যত ভাববেন, বেঁচে থাকা তত সহজ হবে। আর গুনাহের পরিণতি হলো, দুশ্চিন্তা, বিষনণ্নতা, সংকট, আল্লাহ আর বান্দার মাঝে দূরত্ব তৈরি হওয়া ইত্যাদি।

আল্লাহর নাফরমানি করার কুপ্রভাব

ফুযাইল ইবনু ই'য়ায রহ. বলেন

إِنِي لَأَعصِي اللهَ، فَأَعرِف ذلكَ في خلقِ دَابتِي وَجَارِيتِي

আমি যখন আল্লাহর নাফরমানি করি, তখন আমি এর কুপ্রভাব আমার গৃহপালিত পশু ও আমার পরিচারিকার আচরণ-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বুঝতে পারি। [১৩৬]

[১৩৫] সূরা হজ্ব : ১৮
[১৩৬] ইবনুল জাওযী, সায়দুল খাত্বির : ৩১

দীনের পথে পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ

ইবনুল ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন

أَجمعَ العارفونَ باللهِ أَنّ ذنوبَ الخلواتِ هِيَ أَصلُ الانتكاساتِ، و أَنّ عباداتِ الخفاءِ هِيَ أعظمُ أسبابِ الثباتِ

সকল আওলিয়ায়ে কেরাম একমত যে, বান্দার গোপন গুনাহ দীনের পথে তার পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ। আর বিপরীতে গোপন ইবাদত দীনের পথে অবিচল থাকার অন্যতম উপায়। [১৩৭]

মৃত্যুর সময় অশুভ পরিণতির কারণ

ইবনু রজব রহ. তো আরও কঠিন কথা বলেন

أَنّ خَاتِمَةَ السُّوءِ تَكُونُ بِسَبَبِ دَسِيسَةٍ بَاطِنَةٍ لِلْعَبْدِ لَا يَطّلِعُ عَلَيْهَا النّاسُ

মৃত্যুর সময় অশুভ পরিণতির কারণ বান্দার গোপন গুনাহ, যা সম্পর্কে মানুষ জানত না। [১৩৮]

৩৯. গুনাহ ত্যাগ করার উপকারিতা নিয়ে ভাবুন

গুনাহ ত্যাগ করার উপকারিতা নিয়ে ভাবুন। এটাও আপনাকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি জোগাবে।

আর গুনাহ ত্যাগ করার উল্লেখযোগ্য উপকারিতা হল, অন্তর পরিষ্কার হয়ে ওঠে, আল্লাহ তাআলার মহব্বত বাড়তে থাকে, সে জান্নাত লাভে ধন্য হয় ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা বলেন

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

---

[১৩৭] মাউকিউ দুরারিস সুন্নিয়্যা : ১/২৪৩

[১৩৮] জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/১৭২

আর যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় পোষণ করত এবং নিজেকে মন্দ চাহিদা হতে বিরত রাখত, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা। [১৩৯]

জান্নাত পাওয়ার ৬টি গুণ

হযরত আলী রাযি. বলেছেন

مَنْ جَمَعَ سِتَّ خِصَالٍ لَمْ يَدَعْ لِلْجَنَّةِ مَطْلَبًا ، وَلَا عَنِ النَّارِ مَهْرَبًا

عَرَفَ اللهَ تَعَالَى فَأَطَاعَهُ

وَعَرَفَ الشَّيْطَانَ فَعَصَاهُ

وَعَرَفَ الْحَقَّ فَاتَّبَعَهُ

وَعَرَفَ الْبَاطِلَ فَاتَّقَاهُ

وَعَرَفَ الدُّنْيَا فَرَفَضَهَا

وَعَرَفَ الْآخِرَةَ فَطَلَبَهَا

যার মধ্যে ৬ টি গুণ থাকবে, সে এমন কোনো রাস্তায় পা দেবে না; যা তাকে জান্নাত থেকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। জান্নাত পাওয়ার সেই ৬টি গুণ বা কাজ হলো–

১. আল্লাহ তাআলাকে চেনা এবং তার আদেশগুলো মেনে চলা।

২. শয়তান সম্পর্কে জানা এবং শয়তানকে অমান্য করা। অর্থাৎ শয়তানের পথে ও মতে জীবন পরিচালনা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

৩. সত্য জানা এবং সততার অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করা।

৪. মিথ্যা সম্পর্কে জানা এবং মিথ্যার আক্রমণ ও প্রতারণা থেকে দূরে থাকা।

---

[১৩৯] সূরা নাযিয়া'ত : ৪০-৪১

৫. দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে জানা এবং দুনিয়ার ক্ষতিকর লোভ-লালসা ও জীবনাচার এড়িয়ে চলা।

৬. পরকাল সম্পর্কে জানা এবং পরকালের সফলতা লাভে কামিয়াবির পথ অনুসন্ধান করা। [১৪০]

৪০. গুনাহের উপকরণ ও উদ্দীপক বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকুন

কেননা প্রতিটি গুনাহের নেপথ্যে এমন উপকরণ অবশ্যই থাকে, যা তাকে গুনাহের প্রতি উদ্দীপ্ত করে এবং তাকে ওই গুনাহের ফাঁদে ফেলে রাখে। সুতরাং এ থেকে দূরে থাকার উপায় হল, এ জাতীয় বিষয় এড়িয়ে চলা।

আল্লাহ যাকে গুনাহ থেকে বিরত থাকার তাওফীক দেন

যায়েদ ইবনু আসলাম রহ. বলেন

مَنْ يُكْرِمِ اللهَ تَعَالَى بِتَرْكِ مَعْصِيَتِهِ أَكْرَمَهُ اللهُ تَعَالَى بِأَنْ لَا يُدْخِلَهُ النَّارَ

وَقَالَ: اسْتَعِنْ بِاللهِ يُغْنِكَ اللهُ عَمَّا سِوَاهُ، وَلَا يَكُونَنَّ أَحَدٌ أَغْنَى بِاللهِ مِنْكَ،

وَلَا يَكُونَنَّ أَحَدٌ أَفْقَرَ إِلَى اللهِ مِنْكَ

আল্লাহ যাকে গুনাহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে মর্যাদামণ্ডিত করবেন, তাকে জাহান্নামে প্রবেশ না করিয়ে সম্মানিত করবেন।

তিনি আরও বলেন, তুমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, তাহলে তিনি তোমাকে সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। তবে আল্লাহর নিকটে তোমার চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী ও অভাবী যেন কেউ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবে। [১৪১]

---

[১৪০] ইবনুল জাওযী, বুসতানুল ওয়ায়েযীন : ১৭, ১৮

[১৪১] হিলয়াতুল আউলিয়া : ৩/২২১

৪১. গুনাহ ঢোকার দরজাগুলো বন্ধ করে দিন

একটু ভেবে দেখুন, কোন্ কোন্ পথে গুনাহ হয়ে যাচ্ছে। কোন্ কোন্ দরজা দিয়ে গুনাহ প্রবেশ করছে। ঘরের দরজা বন্ধ না করলে যেমন চোর ঢুকবে, তেমনি গুনাহের দরজা বন্ধ না করলেও অনিচ্ছায় আপনি গুনাহে জড়িয়ে পড়বেন।

সুতরাং গুনাহের দরজা যদি বন্ধ করতে পারেন, তাহলে গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয়ে যাবে।

যে সমস্ত পথে গুনাহ হয়ে যায় সেগুলো নিয়ে ভাবলে দেখবেন, তালিকার প্রথমেই আসবে মোবাইল ও কম্পিউটার। এর সাথে ইন্টারনেট।

সন্দেহ নেই, এগুলো অনেকের জন্য নেয়ামত; অনেকের জন্য গজব।

কেননা এগুলো ভাল কাজে ব্যবহার করা যায়, আবার এগুলো দিয়ে গুনাহ হয়ে যায়। প্রয়োজনের কথা বলে এগুলো হাতে আসে, আর তা দিয়ে প্রযুক্তির তুলনায় গুনাহ-ই বেশি প্রবেশ করে।

সুতরাং বাস্তবেই যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে এগুলোর নিরাপদ ব্যবহার করবেন।

বিশেষ করে কম্পিউটারের বাস্তব প্রয়োজন হলে সেটা বাড়ির এমন স্থানে স্থাপন করবেন যেন সকলের নযরে পড়ে, আর আপনি গুনাহ থেকে বাঁচতে পারেন।

নেয়ামত যখন পরীক্ষা

তাবিয়ী সালামাহ ইবনু দীনার রহ. বলেন

كُلُّ نِعْمَةٍ لَا تُقَرِّبُ مِنَ اللهِ فَهِيَ بَلِيَّةٌ

যে নেয়ামত আল্লাহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করে দেয় না; সেটাই বিপদ।[১৪২]

[১৪২] ইবনু আবিদদুনয়া; কিতাবুশ-শোকর: ১১

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয রহ. এই বলে দোয়া করতেন

اللَّهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُبَدِّلَ نِعْمَتَكَ كُفْرًا

হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি আপনার দেওয়া নেয়ামতকে অকৃতজ্ঞতায় রূপান্তর করা থেকে। [১৪৩]

৪২. দুষ্টু বন্ধু ও সাথীর ব্যাপারে সতর্ক থাকুন

কেননা কিছু যুবক আছে গুনাহ ছেড়ে দিয়ে পবিত্র জীবন সাজাতে চায়। কিন্তু কোনো দুষ্টু বন্ধু কিংবা সাথীর কারণে আবার ফেঁসে যায়।
হাদীস শরীফে এসেছে

المَرءُ على دِينِ خَلِيلِه فَلْيَنظُر أحَدُكم مَن يُخَالِلُ

মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে। [১৪৪]

বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া কাউকে বন্ধু বানাবে না

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন

لَا تَعْتَرِضْ لِمَا لَا يَعْنِيكَ وَاعْتَزِلْ عَدُوَّكَ وَاحْذَرْ صَدِيقَكَ إِلَّا الْأَمِينَ مِنَ الْأَقْوَامِ، وَلَا أَمِينٌ إِلَّا مَنْ خَشِيَ اللهَ، وَلَا تَصْحَبْ الْفَاجِرَ فَيُعَلِّمْكَ مِنْ فُجُورِهِ

তুমি অনর্থক কোনো কিছুতে জড়াবে না। তোমার শত্রুকে এড়িয়ে চলবে। বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া কাউকে বন্ধু বানানোর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবে। আর আল্লাহভীরু ছাড়া কেউই বিশ্বস্ত নয়। তুমি পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে চলাফেরা করবে না। অন্যথায় সে তোমাকে পাপের পথে ধাবিত করবে এবং তাকে তোমার গোপনীয় বিষয় জানাবে না। [১৪৫]

---

[১৪৩] শু'আবুল ঈমান : ৪৫৪৫
[১৪৪] আবু দাউদ : ৪৮৩৩
[১৪৫] মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক : ৩৪৪৫০

বন্ধু কবরেও গিয়ে পর্নগ্রাফি পাঠায়

আরব বিশ্বের অন্যতম আলেম ড. মুহাম্মাদ আল আরিফি। তাঁর এক বয়ানে শুনেছি। তিনি বলেন, এক যুবক আমার কাছে আসলো খুব লজ্জিত হয়ে। এসেই শুরু করল কান্নাকাটি। আমাকে সে বলল, শায়খ! আমি খুব বিপদে আছি। আমার বন্ধু মারা গিয়েছে। সে তো কবরে চলে গিয়েছে কিন্তু তার ইমেইল আইডি থেকে এখনও প্রতিনিয়ত আমার ইমেইলে পর্নমুভি আসে। এই জন্য আমি খুব টেনশনে আছি।

শায়খ বললেন, খুলে বলো, ঘটনা কী?

যুবক বলা শুরু করলো, আমরা কয়েকজন বন্ধু ছিলাম। এক সময় সবাই নামায-কালাম পড়তাম। ভালোই ছিলাম। কিন্তু আমাদের সঙ্গে জুটে গেল এক খারাপ বন্ধু। সে স্মার্টফোনে বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন সময় আমাদের দেখাতো। বন্ধু-বান্ধবের মাঝে সম্পর্ক খোলামেলা টাইপের হয়, তাই আমরাও তার পাল্লায় পড়ে মাঝে মাঝে এগুলো দেখা শুরু করলাম। এক পর্যায়ে সে সাধারণ জিনিস আর দেখায় না। একেবারে অশ্লীল মুভিগুলো, সরাসরি ব্যভিচার টাইপের জিনিসগুলো দেখানো শুরু করলো।

প্রথম প্রথম আমরা তাকে বকাঝকা করতাম। কিছু উপদেশও দিতাম। বলতাম এগুলো ভালো না ভাই, ঠিক হয়ে যাও। কিন্তু মনে মনে এটাও চাইতাম যে, একটুখানি আরও দেখি। একদিন দুইদিন এরকম হতে হতে এক পর্যায়ে এসে আমরাও অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং সব বন্ধুবান্ধব মিলে একেবারে গ্রুপিংভাবে এই নোংরা জিনিসগুলো দেখা শুরু করলাম।

একদিন আমাদের ওই বন্ধুকে বললাম, বন্ধু! তুমি তো দেখি প্রতিদিন নতুন নতুন জিনিস আনো, কোথায় পাও এগুলো? আমরা তো ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করেও এগুলো পাই না।

বন্ধু আমাদেরকে বলল, আমি একটা ওয়েবসাইটের সাবস্ক্রাইবার। যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড হয় আমার কাছে নোটিফিকেশন আসে আর আমি সেটা পেয়ে যাই।

আমরা আগ্রহ প্রকাশ করলাম এবং বললাম, আমাদেরকেও ওটার সাবস্ক্রাইবার বানিয়ে দাও।

সে উত্তর দিল, ডলার খরচ হবে। পরক্ষণেই বন্ধু আমাদেরকে যুক্তি দিলো, ডলার খরচের দরকার নেই। তোমরা নিজেদের মেইল আইডি আমার কাছে দিয়ে দাও। আমি এমন এক সিস্টেম করে দিবো যে, যখন আমার কাছে নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন আসবে তখন তোমাদের কাছেও অটোমেটিক নোটিফিকেশন চলে যাবে, অটো ফরওয়ার্ড করে দিবো আমি। ফলে তোমরা আমার মতো আপডেট পেয়ে যাবে।

আল্লাহর কী হুকুম! আমাদের ওই বন্ধু হঠাৎ করে এক্সিডেন্টে মারা গেল। বাসের তলায় পিষ্ট হয়ে একেবারে অন দ্যা স্পট মারা গেল। বন্ধু তো কবরে চলে গেল কিন্তু সে কী করে গিয়েছে জানি না; হয়তো কোনো অটো সিস্টেম করে গিয়েছে যে, তার আইডি থেকে নোটিফিকেশন আসা এখনও বন্ধ হয়নি। এখনও ওই ওয়েবসাইটে যখনই কোনো ভিডিও আপলোড হয় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আইডিতে নোটিফিকেশন চলে আসে। এভাবে এখনও কবর থেকেও আমাদের কাছে আমাদের বন্ধু পর্নমুভির নোটিফিকেশন পাঠাচ্ছে! আমার তো ভয় হয়, এর কারণে আমার কী হয়! তাই আমি তাওবা করতে এসেছি।

শায়খ আরেফি যুবকের দীর্ঘ বক্তব্য শোনার পর বললেন, ব্যাপারটা তো কঠিন কিছু নয়। ওয়েবসাইট কতৃপক্ষের কাছে তোমরা মেইল করে বল, আমরা আর এটা চাই না। এটা পাঠানো বন্ধ করে দাও।

তখন যুবক বলল, এই চেষ্টাও আমরা করেছি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ জানালো, তোমার আইডি দিয়ে কোনো সাবস্ক্রাইবার আমাদের ওয়েবসাইটে নেই। কাজেই আমরা এটা অফ করতে পারবো না। যার আইডি তার মেইল থেকে যদি আমাদের অফ করার জন্য বলা হয় তাহলে আমরা অফ করবো। এর আগে নয়।

এখন সমস্যা হল, আমাদের ওই বন্ধুর আইডির পাসওয়ার্ড তো আমাদের জানা নেই। পাসওয়ার্ড আমরা উদ্ধার করার চেষ্টাও করেছি, কিন্তু পারিনি।

যার কারণে বন্ধুর কাছে যতবার নোটিফিকেশন আসে আমাদের কাছেও ততবার নোটিফিকেশন আসে।[১৪৬]

চিন্তা করে দেখুন, এই যে এতগুলো বন্ধু পর্নমুভিতে এডিক্টেড হল কার কারণে? একজন খারাপ বর কারণে।

ফারসিতে একটা প্রবাদ আছে

یارِ بد بد تر بود از مار بد

খারাপ বন্ধু বিষাক্ত সাপের চেয়েও খারাপ।

اب پچھتائے کیا ہوت

جب چڑیاں چگ گئیں کھیت

এখন আফসোস করে কী হবে!

চড়ুইরা তো ক্ষেত বিরাণ করে দিয়েছে।

৪৩. একাকী নিভৃতে থাকবেন না

কেননা একাকীত্ব গুনাহের চিন্তা করার কারণ হতে পারে। আপনার সময়কে উপকারী বিষয়ে ব্যয় করতে সচেষ্ট হোন। ঈমান ও ইসলামের পরিবেশে সময় ব্যয় করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بَحْبَحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জান্নাতের মাঝখানে থাকতে ইচ্ছুক, সে যেন অবশ্যই জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করে। কেননা শয়তান একাকী মানুষের সঙ্গী এবং দু'জন থেকে সে অপেক্ষাকৃত দূরে থাকে।[১৪৭]

---

[১৪৬] ইন্টারনেট থেকে

[১৪৭] তিরমিযী : ২২৫৪

একাকী করা প্রতিটি গুনাহের চারটি সাক্ষী

মনে রাখবেন, একাকী করা প্রতিটি গুনাহের চারটি সাক্ষী থাকে–
১. গুনাহের স্থান। ২. তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ৩. দুই কাঁধের ফেরেশতা। ৪. হাশরের ময়দানে তার আমলনামা।

অন্তর তিন জায়গায় তালাশ কর

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযি. বলতেন

اُطلُب قَلبَكَ في ثَلاثَةِ مَواطنَ: عندَ سماعِ القرآن، وفي مَجَالسِ الذكرِ، وفي وقتِ الخَلوةِ، فإن لَم تَجِده في هذه المواطنِ، فَاعلم أنه لَا قَلبَ لَكَ فَسَلِ اللهَ قلبًا آخرَ

তোমার অন্তর তিন জায়গায় তালাশ কর। এক. কুরআন শোনার সময়। দুই. যিকিরের মজলিসগুলোতে। তিন. একাকীত্বের সময়ে।
যদি উক্ত তিন জায়গায় তুমি অন্তরটা খুঁজে না পাও তাহলে জেনে রেখো, মূলত তোমার অন্তরটা নেই। সুতরাং আল্লাহ তাআলার কাছে এর পরিবর্তে আরেকটি অন্তর ভিক্ষা কর। [১৪৮]

৪৪. ভাবুন, আমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাচ্ছি না তো?

এই কথা চিন্তা করবেন যে, শয়তান আমাদের প্রধান শত্রু। আর গুনাহে লিপ্ত থাকার অর্থ হল, আমি আমার সময় কাটালাম শয়তানের সঙ্গে। আর শয়তান কাউকে সঙ্গী বানিয়ে নিতে পারলে তাকে জাহান্নামে নিয়েই ছাড়বে। আল্লাহ তাআলা বলেন

وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيۡطَٰنُ لَهُۥ قَرِينٗا فَسَآءَ قَرِينٗا

আর শয়তান কারও সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কত মন্দ! [১৪৯]

---

[১৪৮] আলফাওয়াইদ, ইবনুল কাইয়্যিম : ১/১৪৯
[১৪৯] সূরা নিসা : ৩৮

এ জন্য মনের মধ্যে গুনাহের চিন্তা জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের প্রতি খেয়াল করে কয়েক বার পড়ুন

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

এর অর্থ, বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। একটু আওয়াজ করে পড়ুন। কমপক্ষে নিজে শুনতে পান এটুকু আওয়াজে পড়ুন। দেখবেন, এতে শয়তানের কুমন্ত্রণা কেটে যাবে ইনশাআল্লাহ।
এর সঙ্গে হাদীসে আসা আরেকটি দোয়াও পড়ুন

آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ

আল্লাহ তাআলা এ মর্মে ঘোষণা করেন

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ

আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর কাছে (শয়তান থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করো। [১৫০]

কুরআনের আশা-জাগানিয়া আয়াত

রাবেয়া বসরী রহ. বলতেন, আমার নিকট কুরআনের সবচেয়ে আশা-জাগানিয়া আয়াত হচ্ছে

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু, কাজেই তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ কর। [১৫১]

কেননা এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে বলেছেন

أَنَا حبيبُكُم فَاتخذوني حبيبًا

আমি তোমাদের বন্ধু, কাজেই আমাকে বন্ধু হিসেবেই গ্রহণ কর। [১৫২]

---

[১৫০] সূরা আরাফ : ২০০

[১৫১] সূরা ফাতির : ০৬

[১৫২] হাকায়িকুততাফসীর : ২/১৫৮

গোপনে ইবলিসের সঙ্গে মিতালী

উহাইব ইবনুল ওয়ার্দ রহ. বলেন

اتَّقِ أَن تَسُبَّ إبليسَ في العلانيَّةِ وأنتَ صديقُه في السرِ

তুমি প্রকাশ্যে ইবলিসকে গালি দিবে এবং গোপনে তার সঙ্গে মিতালী করবে এমন দ্বিচারিতা হতে সাবধান থেকো। [১৫৩]

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি

ইবনুল আরাবী রহ. বলতেন

أَخْسَرُ الْخَاسِرِينَ مَنْ أَبْدَى لِلنَّاسِ صَالِحَ أَعْمَالِهِ، وَبَارَزَ بِالْقَبِيحِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ওই ব্যক্তি যে মানুষের সামনে ভালো আমল করে। কিন্তু যে মহান সত্তা তার শাহরগের চেয়েও অধিক নিকটে তাঁর সামনে গুনাহ করে। [১৫৪]

৪৫. ভাবুন নির্জনতা আল্লাহ দেন কেন?

ভাবুন নির্জনতা আল্লাহ দেন কেন? কেন আল্লাহ তাআলার আমাদেরকে একাকীর সময়গুলো দান করেন? আল্লাহ তাআলা বলেন

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً

আর তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ কর এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি নিমগ্ন হও। [১৫৫]

সুতরাং নির্জন মুহূর্তগুলো আল্লাহ আমাদেরকে দান করেন, যেন আমরা আমাদের রবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারি।

---

[১৫৩] সিফাতুস সাফওয়া : ১/৪২২

[১৫৪] তাবাকাতুল আওলিয়া : ১/৭৭

[১৫৫] সূরা মুযাম্মিল : ০৮

جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن

بیٹھے رہیں تصور جاناں کیے ہوئے

অন্তর মোর খুঁজে ফিরে
আসবে কখন সুযোগটা ফের।
রাত-দিন থাকব বসে
স্মরণ করে প্রিয়তমের।

এ জন্যই রাত যখন গভীর হয় তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ডাক আসে

مَن يَدْعُونِي، فأَسْتَجِيبَ له؟ مَن يَسْأَلُنِي فأُعْطِيَهُ؟ مَن يَستَغْفِرُنِي فأَغْفِرَ له؟

কে আছে এমন যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিবো? কে আছে এমন যে আমার কাছে দোয়া করবে এবং আমি তার দোয়া কবুল করবো? কে আছে এমন যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আমি তাকে ক্ষমা করবো? [১৫৬]

ফুযাইল ইবনু ই'য়ায রহ.

ফুযাইল ইবন ইয়ায রহ. এক দিন হুসাইন ইবনু যিয়াদ রহ.-এর হাত ধরে বলেন, শোনো হুসাইন!

يَنْزِلُ اللهُ تَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ الرَّبُّ : كَذَبَ مَنْ ادَّعَى مَحَبَّتِي إِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ نَامَ عَنِّي ؟ أَلَيْسَ كُلُّ حَبِيبٍ يُحِبُّ خَلْوَةَ حَبِيبِه ؟

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রাতে দুনিয়ার আসমানে আসেন। তারপর বলতে থাকেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভালোবাসার দাবী করে অথচ রাতের গভীরে

[১৫৬] সহীহ বুখারী : ১১৪৫

ঘুমিয়ে থাকে; সে মূলত মিথ্যা দাবী করলো। প্রত্যেক প্রেমিক কি তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে একান্ত সময় কামনা করে না! [১৫৭]

চিন্তা করুন, যে ঘুমিয়ে থাকে, আল্লাহ তাআলা তাকেই বলেন, আমার প্রতি তোমার ভালোবাসার দাবী মিথ্যা। আর আমরা তো ঘুমিয়ে থাকি না; বরং নিশাচর প্রাণীর মত জেগে থাকি। কী নিয়ে জেগে থাকি? বিভিন্ন ডিভাইস সঙ্গে নিয়ে জেগে থাকি; তাহলে আল্লাহ তাআলার প্রতি আমাদের ভালোবাসার দাবী কতটুকু সত্য?

৪৬. মাসে অন্তত তিন দিন রোজা রাখুন

অর্থাৎ আরবী মাসের ১৩, ১৪, ১৫ রোজা রাখার চিন্তা করতে পারেন। অথবা প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার। কেননা রোজার মধ্যে প্রবৃত্তির টানে ছুটে চলা থেকে যেমন সুরক্ষা রয়েছে, তেমনি রয়েছে আল্লাহর কাছে বড় প্রতিদান।

মানুষের ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় করা, ধৈর্য, সহনশীলতা, নফসের খাহেশ ও আনন্দদায়ক বিষয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দীক্ষাও রয়েছে রোজায়। তাই রোজা রাখার ব্যাপার মনস্থির করুন। আশা করা যায়, আল্লাহ আপনার বোঝা হালকা করবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ

হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং যৌনতাকে সংযমী করে এবং যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোজা পালন করে। কেননা রোজা তার যৌনতাকে দমন করে। [১৫৮]

---

[১৫৭] হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৮/৯৯, ১০০

[১৫৮] বুখারী : ৪৯৯৬

গুনাহ আর পাপাচার যাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলেছে

হাসান বসরী রহ. বলতেন

إذَا لَم تَقدِر عَلَى قِيامِ اللّيلِ، وَلَا صِيامِ النهارِ، فَاعلَم أنكَ مَحروم، قد كبَّلَتكَ الخَطَايَا وَالذنوبُ

যদি তুমি রাতে কিয়াম (নামায) আর দিনে সিয়াম পালন করতে না পার তাহলে জেনে রেখো, তুমি বঞ্চিত। গুনাহ আর পাপাচার তোমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলেছে। [১৫৯]

৪৭. বিবাহের ব্যাপারে সিরিয়াসলি চিন্তা করুন

গুনাহ যদি যৌবন-তাড়িত হয় তাহলে বিবাহের ব্যাপারে সিরিয়াসলি চিন্তা করুন।

প্রয়োজনে আপনার অভিবাবককে এ ব্যাপারে খোলাখুলি বলে বিবাহের আগ্রহ ব্যক্ত করতেও কোনো সমস্যা নেই। এ ব্যাপারে দারিদ্র্যকে ভয় পাবেন না; আল্লাহ তার করুণায় অভাবমুক্ত করে দেবেন। কেননা আল্লাহ বলেছেন

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যবান ও মহাজ্ঞানী। [১৬০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছেন যে, সৎ উদ্দেশে যে ব্যক্তি বিয়ে করল আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। [১৬১]

ওমর ইবনু খাত্তাব রাযি. জনৈক অবিবাহিতকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন

---

[১৫৯] সালাহুল উম্মাহ : ২/৩৪২

[১৬০] সূরা আন-নূর : ৩২

[১৬১] সুনান তিরমিযী : ১৬৫৫

ما يمنعُك من النِّكاحِ إلَّا عجزٌ أو فجورٌ

তোমাকে বিয়ে করতে বাধা দিচ্ছে হয়তো অক্ষমতা; নয়তো পাপাচারিতা।[১৬২]

এক বোনের ঘটনা

এক বোনের ঘটনা শুনলাম। আন্ডার গ্রাজুয়েট করা অবস্থায় বাবা বিয়ে দেননি। তার বাবা তাকে বলেছিলেন, আগে পড়াশোনা শেষ করো, তারপর অন্যকথা।

বাবার কথামতো পোস্টগ্রাজুয়েট, পিএইচডি করলেন। ফাঁক দিয়ে একজন স্বাভাবিক তরুণীর মতোই বোনটির দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগলো। সমস্যা হচ্ছে, এত উচ্চশিক্ষিতার জন্য উচ্চশিক্ষিত ছেলে পাওয়া খুবই কঠিন। বোনটা ভার্সিটির প্রফেসর হয়ে গেলেন। কলিগরা বিয়ের প্রস্তাব দিলে সেখানেও বাবা না করে দেন। কোনো ছেলের চেহারা তার ভালো লাগে না তো কোনো ছেলের টাকা-পয়সা তার কাছে কম মনে হয়। হয়ত মেয়ের জন্য পার্ফেক্ট ছেলে খুঁজতে গিয়ে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, পৃথিবীতে কেউই পার্ফেক্ট নয়। এমনকি তার মেয়েও নয়।

এর মধ্যে বহু নদীর জল বহু জায়গায় গড়ালো। বোনের বয়সও ত্রিশ পেরিয়ে চল্লিশের দিকে এগোলো। প্রচণ্ড ডিপ্রেশনে ভুগে একসময় হাসপাতালে ভর্তি হলেন তিনি।

সামান্য অসুখই তীব্র আকার ধারণ করায় একসময় বোনটা মারা গেলেন।
মৃত্যুর সামান্য আগে বাবাকে কাছে ডেকে বললেন, বাবা, বলুন, আমীন।
বাবা বললেন, আমীন।
- আবার বলুন, আমীন।
- আমীন।
- আরেকবার বলুন, আমীন।

[১৬২] আলইসাবা : ৪/৭৮

- আমীন।
বোনটা তারপর বুকে একরাশ ব্যথা নিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ যেন আপনাকে আখেরাতে জান্নাতের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেন যেভাবে আপনি আমার যৌবনে আমাকে বিয়ের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছেন।[১৬৩]
ঘটনাটা শুনে আমি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। নিজের অজান্তেই দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।
এ জন্য ছেলে-মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হলে দেরি করা ঠিক নয়।

৪৮. স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখুন

নিজের স্ত্রীর সাথে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখুন। তার সব বিষয়েয় প্রতি লক্ষ্য রাখুন। যদি স্ত্রী থেকে দূরে থাকেন তাহলে তাকে সঙ্গে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন। আপনার স্ত্রীর মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র রাখুন এবং আপনার মাধ্যমে আপনার স্ত্রীকেও পবিত্র রাখুন। ঘরের স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে ভালোবাসা-মোহিত ঘনিষ্ঠতা ধরে রাখতে পারলে মুচকি হেসে স্বামীকে অভ্যর্থনা জানালে স্বামীর চিন্তা পরনারীর প্রতি যায় না।
একটু ভেবে দেখুন, যদি স্বামী-স্ত্রীর প্রতিদিনের সম্পর্কটা বিরক্তিমাখা ঝগড়াপূর্ণ হয়, মন খারাপ করে স্বামী নাস্তা ছাড়া অফিসে চলে যায়, আর সেখানে পর্দাহীনা কোনো সহকর্মী হাসির আভা ছড়িয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, স্যার! কেমন আছেন আপনি! তখন এই নারীর এই হাসিটা দাম্পত্যজীবনের জন্য বিষের ভূমিকা পালন করে। এভাবেই সংসারে ভাঙ্গন ধরে।
ঘরে যখন সুন্দরী স্ত্রী ঝগড়াটে হয় তখন বাইরের কুশ্রী নারীও ‘জান্নাতের হূর’ মনে হয়। এ জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের চেষ্টা থাকা উচিত, সংসারে যেন প্রেম-ভালোবাসার পরিবেশ থাকে। তখন বাইরের প্রতিকূলতা থেকে নিরাপদ থাকা সহজ হবে। সাধারণত কুদৃষ্টির গুনাহের শিকার হন তারাই যাদের স্ত্রী নেই কিংবা স্ত্রী থাকলেও জৈবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে স্ত্রী পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না। পবিত্র কুরআনে স্ত্রীর ‘উদ্দেশ্য’ বলা হয়েছে

---

১৬৩ ইন্টারনেট থেকে

لِتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا

যাতে তাদের কাছে স্বস্তি লাভ কর। [১৬৪]

যে স্ত্রীর কাছে স্বামী অস্বস্তিতে থাকে, সে স্ত্রী আল্লাহর কাছে কী জবাব দিবে? এখনকার যুবকেরা যে উদ্দীপনা নিয়ে অশ্লীল ভিডিও দেখে অনুরূপ আগ্রহ নিয়ে যদি নিজের স্ত্রীকে দেখত তাহলে তাকে জান্নাতের হূর মনে হত।

প্রসিদ্ধ আছে, ভালোবাসার আতিশয্যের কারণে জুলায়খা প্রতিটি জিনিসের নাম রেখেছিলেন 'ইউসুফ'। তার কাছে ইউসুফ ছাড়া দুনিয়ার অন্যকিছু চোখে ভাসত না। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এরূপ অকৃত্রিম ভালোবাসা থাকলে স্বামীর দৃষ্টি পরনারীর প্রতি যাবে না।

ত্রিশ বছরের বৈবাহিক জীবনে একবারও ঝগড়া-বিবাদ হয় নি

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ. যখন বিয়ে করতে মনস্থির করেন তখন তার চাচীকে বলেন, অমুক শায়খের বাড়িতে দু'জন বিবাহযোগ্য মেয়ে আছে, আপনি তাদের দেখে আসুন এবং তাদের সম্পর্কে আমাকে জানান।

চাচী মেয়ে দুটিকে দেখে আসার পর ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলের কাছে তাদের বর্ণনা দিতে শুরু করলেন। তিনি বাড়ির ছোট মেয়ের ব্যাপারে অনেক প্রশংসা করলেন। ফর্সা চেহারা, তার চোখ ও চুলের সৌন্দর্য, দীর্ঘতা বর্ণনায় পঞ্চমুখ হলেন।

ইমাম আহমদ তখন তাকে বড় মেয়েটির ব্যাপারে বলতে বললেন।

বড় মেয়েটির ব্যাপারে তিনি অনেকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, অবিন্যস্ত চুল, খর্বকায় উচ্চতা, শ্যাম বর্ণ এবং একটি চোখে ত্রুটি থাকার কথা।

এরপর ইমাম আহমদ তাকে দু'জনের দীনদারির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে চাচী বললেন, বড় মেয়েটি দীনদারির দিক থেকে ছোট মেয়ের তুলনার বেশ এগিয়ে।

---

[১৬৪] সূরা রূম : ২১

এ কথা শুনে ইমাম আহমদ বললেন, তাহলে আমি বড় মেয়েটিকেই বিয়ে করব।

বিয়ের ত্রিশ বছর কেটে যাওয়ার পর ইমাম আহমদের স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলেন। দাফনের সময় ইমাম আহমদ বললেন, ইয়া উম্মা আবদিল্লাহ! মহান আল্লাহ তোমার কবর শান্তিময় রাখুন। দীর্ঘ ত্রিশ বছরের বৈবাহিক জীবনে আমাদের মধ্যে একবারও ঝগড়া-বিবাদ হয়নি।

একথা শুনে তাঁর এক ছাত্র অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া শায়খ! এটা কীভাবে সম্ভব?

জবাবে ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ. বললেন, যখনই আমি তার প্রতি রেগে যেতাম তখন তিনি চুপ থাকতেন, আর যখন তিনি আমার প্রতি রেগে যেতেন তখন আমি চুপ থাকতাম। তাই আমাদের মধ্যে কখনোই ঝগড়া-বিবাদ হয়নি।[১৬৫]

স্ত্রীর সামনে পরিপাটি হয়ে থাকা

স্ত্রীর সামনে নিজেকে সুন্দর পরিপাটি করে রাখাও স্ত্রীকে অন্য পুরুষের আকর্ষণ থেকে বিরত রাখতে পারে।

ইবনু আব্বাস রাযি. বলেন

إِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِامْرَأَتِيْ، كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِيْ

আমি আমার স্ত্রীর জন্য সুসজ্জিত হতে ঐরূপ পছন্দ করি যেভাবে আমার জন্য তার সুসজ্জিত হওয়া পছন্দ করি।[১৬৬]

নেককার স্ত্রী

আবূ সুলাইমান আদ-দারানী রহ. বলেন

الزوجةُ الصالحةُ لَيسَت مِنَ الدنيا فإنها تَفرغُك لِلآخِرةِ

---

[১৬৫] আল ইলমু ওয়াল উলামা : ৩৩৬

[১৬৬] তাফসীরে কুরতুবী : ৫/৯৭

নেককার স্ত্রী শুধু দুনিয়াতে নয়; বরং তোমাকে আখেরাতের দিকেও পুরোপুরি নিয়োজিত করে তোলে।[১৬৭]

৪৯. কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার অভ্যাস করুন

কারণ আল্লাহর নামে কাজ শুরুর অভ্যাস আপনাকে এ কথা ভাবতে বাধ্য করবে যে, আসলেই কি এই কাজ শুরুর পূর্বে আল্লাহর নাম নেওয়া সমীচীন! যেমন বিসমিল্লাহ বলে কি টেলিভিশনের রিমোট হাতে নেওয়া যাবে? বিসমিল্লাহ কি সুদ নেয়া যাবে? বিবেক কি বাঁধা দিবে না?

ইন্টারনেট ব্যবহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা

বর্তমানের গুনাহের সবচেয়ে বড় উপকরণের নাম– ইন্টারনেট। এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্যায় বা গুনাহের অনেকগুলো পথ খুলে গিয়েছে। এটি প্রয়োজনের কথা বলে আসে, তারপর শুরু হয় গুনাহের উদ্দাম চর্চা। যদি আপনার আসলেই ইন্টারনেটের প্রয়োজন পড়ে, তাহলে যখন ব্যবহার করবেন তখন বিসমিল্লাহ বলে শুরু করুন। দেখবেন, অশ্লীল কোনো কিছু সামনে চলে আসলে আপনার বিসমিল্লাহ আপনাকে রিমাইন্ডার দিবে যে, আল্লাহর নামে শুরু করে তুমি এখন কী করছো! এভাবে আপনার ঈমানী-বিবেক আপনাকে গুনাহ থেকে বাঁধা দিবে।

কাজের শুরুতে কেন বিসমিল্লাহ?

রাত-দিন মোট ২৪ ঘণ্টা। পাঁচ ঘণ্টার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায আর অবশিষ্ট ১৯ ঘণ্টার জন্য ১৯টি হরফ দান করা হয়েছে। যেন ১৯ ঘণ্টার প্রতিটি মুহূর্ত; কাজ ও ব্যস্ততা ১৯টি হরফের বরকতে ইবাদতের মধ্যে গণ্য হয়। অর্থাৎ بسم الله الرحمن الرحيم এর বরকতে ১৯ ঘণ্টাও ইবাদতরূপে বিবেচিত হয়।[১৬৮]

---

[১৬৭] ইহয়াউ উলূমিদ্দীন : ২/৩১
[১৬৮] তাফসিরে আজীজী : ০১/ ১৬

বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করার তিন ফায়দা

কোনো কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করলে কমপক্ষে তিনটি ফায়দা পাওয়া যায়

প্রথমত, বহু গুনাহ থেকে বাঁচা যায়। যেমন একটু আগে বলেছিলাম যে, অল্লাহর নামে কাজ শুরুর অভ্যাস তাকে এ কথা ভাবতে বাধ্য করবে যে, আসলেই কি এই কাজ শুরুর পূর্বে আল্লাহর নাম নেওয়া সমীচীন?

দ্বিতীয়ত, জায়েয ও নেক কাজ শুরুর পূর্বে আল্লাহর নাম নিলে মানুষের মস্তিষ্ক যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হবে এবং সবসময় সঠিকরূপে নিজের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারবে।

তৃতীয়ত, সবচেয়ে বড় ফায়দা হলো, যখন সে আল্লাহর নামে নিজের কাজ শুরু করবে তখন আল্লাহর সাহায্য ও সন্তুষ্টি তার সাথে থাকবে। তার কর্মতৎপরতায় বরকত নাযিল হবে। তাকে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও চক্রান্ত থেকে রক্ষা করা হবে। আল্লাহর স্বভাব হলো, বান্দা যখন তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করে তখন তিনিও তাঁর প্রতি কুদরতিভাবে মনোনিবেশ করেন।

বিশর হাফী রহ.

বিশর হাফী রহ. প্রথম জীবনে ছিলেন একজন শরাবখোর, সারাদিন শরাবখানায় মাতাল হয়ে থাকতেন, আজেবাজে কাজ করতেন।

একদিন তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বিসমিল্লাহ লিখিত একটি কাগজ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি সেটি উঠিয়ে নিলেন।

এ সময় তার কাছে দুই দিরহাম ছাড়া আর কিছু ছিল না। তিনি তা দিয়ে সুগন্ধি কিনে ঐ কাগজকে সুগন্ধিময় করলেন। এর ফলশ্রুতিতে স্বপ্নে আল্লাহ তাআলার দিদার নসীব হয়। আল্লাহ তাআলা তাকে লক্ষ্য করে বললেন

يا بشرُ، طيّبتَ اسمي لأُطيِّبنّ اسمَكَ فِي الدنيا والآخرةِ.

হে বিশর! তুমি আমার নাম সুগন্ধিময় করেছ, আমি তোমার নাম দুনিয়া ও আখেরাতে সুগন্ধিময় করবো। [১৬৯]

৫০. সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করুন

কেননা সবসময় অযু অবস্থায় থাকলে মন পবিত্র থাকে এবং গুনাহের চিন্তা কম আসে। তাছাড়া অযু গুনাহ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্তির শক্তিশালী মাধ্যম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ

যে ব্যক্তি অযু করে এবং তা উত্তমরূপে করে, তার দেহ থেকে সমস্ত গুনাহ ঝরে যায়, এমনকি তার নখের ভিতর থেকেও গুনাহ বের হয়ে যায়। [১৭০]

অযু করে ঘুমানোর বিস্ময়কর ফজিলত

অযু করে ঘুমানো মানে নিশ্চিত দোয়া কবুলের সময়ের মধ্য দিয়ে রাত যাপন করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

مَا مِنْ رَجُلٍ يَبِيتُ عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ يَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَذْكُرُ وَيَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ
خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا آتَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُ

কোনো মুসলিম যদি অযু অবস্থায় ঘুমায়, এরপর রাতে কোনো সময় হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায় এবং সে (ওই অবস্থায় শুয়ে শুয়ে) আল্লাহর কাছে তার জাগতিক বা পরলৌকিক কোনো কল্যাণ কামনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে তার প্রার্থিত বস্তু দিবেনই (অর্থাৎ কোনো সন্দেহ নেই)। [১৭১]

---

[১৬৯] তাফসিরে কাবীর : ১/১৭৩

[১৭০] মুসলিম : ২৪৫

[১৭১] নাসায়ি, আস সুনানুল কুবরা: ৬/২০২

আমি এখন কার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি

আলী ইবনু হুসাইন রহ. যখন অযু করতেন, ভয়ে তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যেত। এক দিন তাঁর স্ত্রী এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তর দেন

تَدْرُونَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ ؟

তোমরা জানো, আমি এখন কার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি! [১৭২]

আমি যে আমার মহান মালিকের সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি

আতা আসসুলাইমী রহ. অযু করছিলেন। এমন সময় এক ঝাঁকুনি দিয়ে তার সারা শরীর কেঁপে উঠে। তিনি খুব উচ্চস্বরে কান্না শুরু করেন। আশপাশের মানুষজন ব্যাকুল হয়ে পড়ে। এ কী হল। তিনি হঠাৎ কাঁদছেন কেন? ভয়ে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। তার চেহারায় রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়। সাথীরা ভেবে পায় না। এ কী হল। তাকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করা হল, আপনিতো অযু করছিলেন। এর মধ্যে কী হল যে, আপনি এমনভাবে কান্না করছেন?

আতা রহ. জবাব দিলেন

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَقَدَّمَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ

আমি এখন এক বিরাট কাজের দিকে যাচ্ছি। আমি যে আমার মহান মালিকের সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি। [১৭৩]

আল্লাহওয়ালারা নিজেদের সঙ্গে অযুর পাত্র রাখতেন

হাসান বসরী রহ বলেন, অনেক আল্লাহওয়ালাদের অবস্থা এমন ছিল যে, তারা নিজেদের সঙ্গে পানির একটি ছোট পাত্র রাখতেন। যাতে করে কোথাও ইস্তেঞ্জার প্রয়োজন দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে যেন অযু করে নিতে পারেন।

[১৭২] ইবনু আবিদ্দুনয়া, আররিক্কাতু ওয়াল-বুকা : ১৪৭
[১৭৩] ইবনু আবিদ্দুনয়া, আররিক্কাতু ওয়াল-বুকা : ১৪৭

কেননা এমন যেন না হয় ইস্তেঞ্জার পর পানির সন্ধান করতে করতে মৃত্যুর ডাক এসে পড়ে। [১৭৪]

৫১. অধিকহারে ইস্তেগফার করুন

প্রয়োজনে এর জন্য প্রত্যেক নামাযের পর একটা নিয়ম করে নিন। যেমন প্রত্যেক নামাযের পর ৫০/১০০/২০০ বার أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ অথবা أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وأَتُوبُ إِلَيهِ অথবা اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي পড়ার নিয়ম করে নিতে পারেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً

যে ব্যক্তি দিনে সত্তরবার করে একই গুনাহ করার পরও আল্লাহর কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা চাইবে, (ইস্তেগফার করবে) সে যেন প্রকৃতপক্ষে গুনাহ বার বার করেনি। [১৭৫]

দুটি নিরাপত্তা– নবী ﷺ এবং ইস্তেগফার

ইবনু আব্বাস রাযি. বলেন

كان فيهم أَمَانان : النّبِيُّ ﷺ والاستغفارُ، فَذَهَبَ النّبِيُّ ﷺ وَبَقِي الاستغفارُ

আল্লাহ তাদেরকে দুটি নিরাপত্তা দিয়েছিলেন– নবী ﷺ এবং ইস্তেগফার। নবী ﷺ চলে গেছেন। কিন্তু ইস্তেগফার রয়ে গেছে। [১৭৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

---

[১৭৪] ইবনু আবিদ্দুনয়া, ক্বাসরুল আমল : ৪৩
[১৭৫] তিরমিযী : ৩৫৫৯
[১৭৬] তাফসীরে ইবন কাসীর : সংশ্লিষ্ট আয়াত

আর আল্লাহ এমন নন যে, আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। [১৭৭]

ইস্তেগফার করছে এমন কাউকে আল্লাহ আযাব দিবেন না

হাসান বসরী রহ. বলেন, ইস্তেগফার করছে এমন কাউকে আল্লাহ আযাব দিবেন বলে আমি মনে করি না।

এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তাকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা থাকলে কীভাবে আল্লাহ তাআলা তার মনে ইস্তেগফারের প্রেরণা দিতে পারেন? আল্লাহু তাআলা তো বলেই দিয়েছেন

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

আল্লাহ এমন নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। [১৭৮]

সকল সমস্যার এক সমাধান

ইবনু সাবীহ রহ. বলেন, একবার হাসান বসরী রহ.-এর কাছে এক ব্যক্তি জানাল, আমার ফসলে খরা লেগেছে। আমাকে আমল দিন।

হাসান বসরী তাকে বললেন, ইস্তেগফার করো।

কিছুক্ষণ পর আরেক ব্যক্তি এসে অভিযোগ পেশ করল, আমি গরীব– আমাকে রিজিকের আমল দিন।

হাসান রহ. তাকেও বললেন, ইস্তেগফার করো।

এমনিভাবে অপর এক ব্যক্তি এসে সন্তান হওয়ার আমল চাইলে তিনি বললেন, ইস্তেগফার করো।

---

[১৭৭] সূরা আনফাল : ৩৩

[১৭৮] সূরা আনফাল : ৩৩

তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সবাইকে এক পরামর্শই দিলেন যে! হাসান বসরী রহ. উত্তরে বললেন

مَا قُلتُ مِن عِندي شيئا ; إن اللهَ تعالى يَقُولُ في سورةِ نوح

আমি নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বলিনি। এটা বরং আল্লাহ তাআলা তার কুরআনে শিখিয়েছেন। তারপর তিনি সূরা নূহ এর আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। [১৭৯]

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

আর বলেছি, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ইস্তেগফার করো। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বারিধারা বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির মাধ্যমে তোমাদের সাহায্য করবেন। তোমাদের জন্যে উদ্যান তৈরি করবেন, তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন। [১৮০]

৫২. অধিকহারে তাওবা করুন

যখনই গুনাহের চিন্তা মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে এবং আল্লাহর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক দুর্বল করে দিবে তখনই তা তাওবার মাধ্যমে মেরামত করে নিবেন। এমনটি বার বার করতে থাকবেন। অন্যথায় -আল্লাহর কাছে পানাহ চাই- এই গুনাহের উপর যদি মরণ চলে আসে তাহলে ভেবে দেখুন, কী হবে তখন!

আল্লাহ বলেন

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

[১৭৯] তাফসীরে কুরতুবী : ১৮/৩০৩

[১৮০] সূরা নূহ : ১০-১২

নিশ্চয় তাওবা কবুল করা আল্লাহর জিম্মায় তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে। তারপর শীঘ্র তাওবা করে। অতঃপর আল্লাহ এদের তাওবা কবুল করবেন আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। [১৮১]

কতবার তাওবা করব?

হাফেজ ইবনু তাইমিয়া রহ. লিখেছেন, এক ব্যক্তি তাঁর শায়খকে বলল, আমার গুনাহ হয়ে যায় কী করব?
শায়খ বললেন, তাওবা করবে।
লোকটি বলল, তাওবা করার পর যদি আবার গুনাহ হয়?
শায়খ বললেন, তাওবা করবে।
লোকটি বলল, যদি আবারও গুনাহ হয়?
শায়খ বললেন, এবারও তাওবা করবে।
লোকটি বলল, কত বার তাওবা করব?
শায়খ উত্তর দিলেন

إلى أن تُحْزِنَ الشّيطانَ

শয়তানকে পেরেশান করা পর্যন্ত তাওবা করতেই থাকবে। [১৮২]

তাওবার দরজা কখনও বন্ধ হয় না

এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি.-কে এমন একটি গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, যা সে করতে চেয়েছিল; কিন্তু সে করেনি। তিনি লোকটি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। পুনরায় যখন ফিরলেন, তখন তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। তিনি বললেন

إن لِلجنةِ ثمانيةُ أبواب كلُها تُفتحُ وتُغلقُ إلا بابُ التّوبة فإن عليه مَلَكاً موكّلاً به لا يُغلقُ فَاعمل ولا تَيأَس

---

১৮১ সূরা নিসা ১৭
১৮২ ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়া : ৭/৪৯২

জান্নাতের আটটি দরজা আছে, যার প্রতিটি খোলা হয় এবং বন্ধ করা হয় শুধু তাওবার দরজা ছাড়া। একজন ফেরেশতা এই দরজা পাহারা দিচ্ছেন যাতে তা বন্ধ না হয়। সুতরাং তাওবা কর, হতাশ হয়ো না। [১৮৩]

যার তাওবার কাহিনী আপনার জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দিতে পারে

এক দুঃস্বপ্ন মহান দরবেশ মালিক ইবনু দীনার রহ.-কে তাওবার দিকে নিয়ে যায়। তাঁকে তাঁর তাওবার পিছনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন–

আমি ছিলাম পুলিশের লোক এবং মদ্যপায়ী। আমার এক দাসী ছিল যে আমার সাথে খুব ভালো আচরণ করতো। তাঁর গর্ভে আমার এক মেয়ে হয়, যার প্রতি আমার তীব্র অনুরাগ ছিল। যখন সে হাঁটতে শিখলো তখন তার প্রতি আমার ভালোবাসা আরও বেড়ে যায়। আমি যখন মদ খেতে যেতাম তখন সে এসে আমার মদের গ্লাস ধরে টান দিত আর সব আমার কাপড়ের উপর গড়িয়ে পড়ত। আমার মেয়ের বয়স যখন দুই বছর, তখন সে মারা যায়। আমি অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়লাম।

সেই বছর এক শুক্রবারে ১৫ই শাবান এলো। আমি নামায না পড়েই মাতাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি স্বপ্নে দেখলাম কেয়ামত এসে গেছে, শিংগায় ফুঁ দেয়া হয়েছে, কবরগুলোর পুনরুত্থান ঘটেছে। আরও দেখলাম মানুষদের একত্রিত করা হলো। আমিও ছিলাম তাদের মাঝে। আমি আমার পিছনে হিস হিস শব্দ শুনতে পেলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি একটা নীল কালো বিশাল সাপ আমার দিকে তেড়ে আসছে।

আমি ভয়ে আতংকে প্রাণপণে দৌড়াতে লাগলাম। আমি তখন একজন বুড়ো মানুষের মুখোমুখি হলাম। তাঁর পরনে ছিল সুন্দর পোশাক, গায়ে সুগন্ধি। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে বললাম। তিনি কেঁদে উঠে বললেন, তিনি অনেক দুর্বল আর সাপটি তাঁর চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী। তিনি আমাকে বললেন দৌড়াতে। হয়তো সামনে এমন কাউকে

[১৮৩] ইহইয়ায়ু উলুমিদ্দীন : ৪/১৪৫

পাব যে আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আমি দৌড়ে একটা উঁচু জায়গায় পৌঁছে গেলাম।

খেয়াল করে দেখি আমি আগুনের উপত্যকার শীর্ষে বসে আছি। আগুন দেখে এতটা ভয় পেলাম যে আমার মনে হলো আমি আগুনে প্রায় পড়েই যাচ্ছি। তখন আমি একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। কে যেন বলছে, এখান থেকে চলে যাও। তুমি এখানকার নও।

আমি সেই চিৎকার শুনে কিছুটা স্বস্তি বোধ করলাম। আমি আরও দৌড়াতে লাগলাম। সাপটি তখন আমার পায়ের গোড়ালির সাথে ছিল। আমি সেই বুড়োকে আবার দেখতে পেয়ে আমাকে সাহায্য করতে বললাম। তিনি পুনরায় একই জবাব দিলেন। এরপর তিনি আমাকে একটি পাহাড় দেখিয়ে দিলেন। বললেন, আমি সেখানে নিজের কিছু সঞ্চয় পেতে পারি যা হয়তো আমাকে সাহায্য করবে।

আমি পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এটি বৃত্তাকার এবং রুপার তৈরি। পাহাড়ে ছিল অনেকগুলো ছিদ্র করা জানালা ও ঝুলন্ত পর্দা। প্রতিটি জানালায় ছিল দুইটা সোনার কপাট। প্রতিটা কপাট রেশমী পর্দা দিয়ে সাজানো। আমি দ্রুত সেই পাহাড়ের দিকে দৌড়ে গেলাম। একজন ফেরেশতা বলে উঠলেন, পর্দা উঠাও। কপাট খুলে দেখো। হয়তো এখানে এই দুর্দশাগ্রস্ত মানুষটির কোনো সঞ্চয় আছে যা তাঁকে সাহায্য করবে।

আমি তখন অনেকগুলো ছোট শিশুকে দেখতে পেলাম যাদের চেহারা জানালার ফাঁক দিয়ে ছোট চাঁদের মত উকি দিচ্ছে। তখন তাদের একজন বলে উঠল, তোমাদের কি হলো? জলদি আসো, তার শত্রু তাকে প্রায় ধরে ফেলেছে। তারা এগিয়ে এলো এবং তাদের জানালার ফাঁক দিয়ে উকি দিয়ে তাকালো। তাঁরা সংখ্যায় শত শত।

আমি তখন আমার মৃত মেয়েটির চেহারা দেখতে পেলাম। সে যখন আমাকে দেখলো, তখন সে কেঁদে উঠে বলল, আল্লাহর শপথ! উনি আমার বাবা। এরপর সে জানালা দিয়ে এত দ্রুত বেরিয়ে নূরের পুকুরে লাফ দিল, ঠিক যেন ধনুক থেকে বের হওয়া তীর। তারপর সে আমার দিকে তাঁর হাত

বাড়ালো। আমি তাঁর হাত আঁকড়ে ধরে ঝুলে রইলাম। সে তার আরেকটি হাত দিয়ে সাপটিকে তাড়িয়ে দিল। এরপর সে আমাকে বসালো। আমার কোলের উপর বসে আমার দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললো, 'আব্বা!

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

যারা মুমিন তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার কারণে হৃদয় বিগলিত হবার সময় আসেনি? [১৮৪]

আমি কাঁদতে শুরু করলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম সে কোথা থেকে কুরআন শিখলো। সে বললো এখানকার শিশুরা পৃথিবীতে যা জানতো তার চাইতে বেশি জানে। আমি তখন আমার পিছনে আসা সাপটি সম্পর্কে জানতে চাইলাম। সে জানালো, সেটি হলো আমার খারাপ আমল যা আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যেত।

আমি তখন সেই বুড়ো লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আমার মেয়ে বললো, সে হলো আমার ভালো আমল যা এত দুর্বল যে আমাকে সাপটি থেকে রক্ষা করতে পারলো না।

আমি এরপর জানতে চাইলাম, তারা (শিশুরা) পাহাড়ের ভিতরে কী করছে? সে জানালো, এরা সবাই হলো মুসলিমদের মৃত সন্তান। এরা তাদের বাবা মায়ের সাথে দেখা হবার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা কেয়ামতের দিন তাদের বাবা মায়ের জন্য শাফায়াত করবে।

মালিক ইবনু দীনার বলেন, আমি আতংকে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। আমি আমার মদের সব বোতল ভেঙ্গে ফেললাম আর আল্লাহর কাছে তাওবা করলাম। এই হচ্ছে আমার তাওবার কাহিনী। [১৮৫]

৫৩. বেশি করে আল্লাহর যিকির করুন

কেননা, যিকির শয়তান থেকে আত্মরক্ষার শক্তিশালী দুর্গ। আল্লাহ তাআলা বলেন

[১৮৪] সূরা আল-হাদীদ : ১৬

[১৮৫] ইবনু কুদামা, কিতাবুততাওয়াবীন : ১২৪; ইবনুল জাযারী, আযযাহরুল ফায়িহ : ৪৫

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর যিকির ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্থ।[১৮৬]

নিয়মিত যিকির করতে পারলে ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে আল্লাহর সান্নিধ্যের সার্বক্ষণিক অনুভূতি অন্তরে বসে যাবে এবং গুনাহের চিন্তা থেকে বের হওয়া সহজ হয়ে যাবে।

আল্লাহর স্মরণে রত থাকা

তাবেয়ী আবু উবাইদাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বলেন

مَادَامَ قَلبُ الرّجلِ يَذكُرُ اللهَ فهُو في الصّلاةِ وإن كانَ في السّوقِ، فإن يُحرّك به شَفَتَيه فَهوَ أعَظَمُ

যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির অন্তর আল্লাহর স্মরণে রত থাকে, ততক্ষণ মূলত নামাযের মধ্যেই থাকে– যদিও সে বাজারে থাকে। যদি এর সঙ্গে তার জিহ্বা ও দুই ঠোঁট নড়াচড়া করে অর্থাৎ মনের স্মরণের সঙ্গে যদি মুখেও উচ্চারণ করে তাহলে তা হবে খুবই ভালো, বেশি কল্যাণময়।[১৮৭]

একবার সুবহানাল্লাহ বলার সাওয়াব

আবু ইমরান জূনী রহ. বলেন, সুলাইমান আ. একবার বাতাসের ওপর ভর করে উড়ে বেড়াচ্ছিলেন। পাখ-পাখালি তাঁকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছিল। জীন ও মানুষ দ্বারা তিনি বেষ্টিত ছিলেন। এভাবে যেতে যেতে তিনি বনী ইসরাঈলের এক আবেদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবেদ এই দৃশ্য দেখে বলে ওঠলেন,

[১৮৬] সূরা মুজাদালাহ : ১৯

[১৮৭] বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান : ১/৪৫৩

আল্লাহর কসম! হে দাউদের সন্তান! আল্লাহ আপনাকে সুবিশাল রাজত্ব দান করেছেন।

সুলাইমান আ. আবেদের উক্ত মন্তব্য শুনে বলেন

لَتَسْبِيحَةٌ فِي صَحِيفَةِ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِمَّا أُعْطِيَ ابْنُ دَاوُدَ، فَمَا أُعْطِيَ لِابْنِ دَاوُدَ يَذْهَبُ وَالتَّسْبِيحَةُ تَبْقَى

মুমিনের আমলনামায় লিখিত একবার সুবহানাল্লাহ বলার সাওয়াব দাউদের সন্তানকে প্রদত্ত এই বিশাল সাম্রাজ্যের চেয়েও বেশি। কেননা দাউদের সন্তানের এই রাজত্ব একদিন বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু সুবহানাল্লাহ বলার সাওয়াব অবশিষ্ট থেকে যাবে। [১৮৮]

৫৪. রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় যিকিরের গুরুত্ব দিন

আল্লাহ তাআলা বলেন

اِنَّ الَّذِّيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ

নিশ্চয় যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে যখন তাদেরকে শয়তানের কোনো দল ঘিরে ধরে তখন তারা আল্লাহর যিকির করে। সুতরাং তাদের অনুভূতি ফিরে আসে। [১৮৯]

আয়াতটিতে এ রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে যে, যখনই শয়তান আক্রমণ করবে, অন্তরে কুমন্ত্রণা ঢেলে দিবে তখনই যিকিরের অস্ত্র ব্যবহার করে তা প্রতিহত করবে।

এ জন্য রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় যিকিরের প্রতি গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। সম্ভব হলে তাসবীহর মালা সঙ্গে রাখবেন। অন্যথায় মনে-মনে যিকির করবেন।

---

[১৮৮] ইবনু আবিদ্দুনয়া, আযযুহদ : ৪৫

[১৮৯] সূরা আ'রাফ : ২০১

অলসতা গুনাহের অন্যতম ভূমিকা। সুতরাং যিকির দ্বারা অলসতা দূর করুন। যিকিরের আলো অন্তরে অপার্থিব প্রশান্তির জন্ম দেয়। তখন নিষিদ্ধ স্থানে চোখও তুলতে মন চায় না।

অন্তরের যিকিরের কিছু চমৎকার দৃষ্টান্ত

আমাদের শায়খ ও মুরশিদ পীর যুলফিকার আহমেদ নকশবন্দী দা. বা. এর চমৎকার কিছু দৃষ্টান্ত দেন। তিনি বলেন, মা তার সন্তানকে মাদরাসায় বা স্কুলে পাঠায়। সারাক্ষণ মনে পড়ে কখন সন্তান বাসায় আসবে। কিন্তু তার ঘরের কাজও চলতে থাকে।

ড্রাইভার যখন ড্রাইভ করে তখন তার দৃষ্টি থাকে সামনের দিকে। কিন্তু সে পাশের লোকের সঙ্গেও কথা বলে। মোবাইলেও কথা বলে। সামনের দিক থেকে এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি সরালে এক্সিডেন্ট হতে পারে।

অনুরূপভাবে এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকলে শয়তান ধোঁকায় ফেলে দিতে পারে।

یک چشم زدن غافل از آں شاہ نہ باشی

شاید کہ نگاہے کند آگاہ نہ باشی

ক্ষণিকের তরেও বাদশাহ থেকে সরিয়ে ফেলো না দৃষ্টি;
হতে পারে, তোমাকে পাবেন আনমনা যখন দেখবেন তিনি।'

এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি দোয়া আছে এ রকম

ولا تَكِلْنِي إِلَى نَفسي طَرفَة عَيْنٍ

'ওগো আল্লাহ! এক পলকের জন্য আমাকে আমার নফসের কাছে সোপর্দ করবেন না।'

কেননা এক মুহূর্তের গাফলতিতে শয়তান আমাদের দিয়ে একটা কবিরা গুনাহ করিয়ে জাহান্নামি বানিয়ে ফেলতে পারে ।

এই যে ড্রাইভার এর মনোযোগ সামনের দিকে কিন্তু সে পাশের লোকের সঙ্গে কথা বলছে। ঠিক একইভাবে আমাদের মনোযোগ থাকবে আল্লাহর দিকে, সঙ্গে অন্যান্য কাজও চলবে।

অন্তরের কঠিনতা থেকে বাঁচতে হলে

একজন লোক হাসান বসরী রহ.-কে জিজ্ঞেস করলেন

يَا أَبَا سَعِيدٍ، أَشْكُو إِلَيْكَ قَسْوَةَ قَلْبِي

হে আবু সাঈদ! আপনার নিকট অন্তর কঠিন হওয়ার অভিযোগ করছি। তিনি বললেন

أذبه بالذكرِ

তুমি (অন্তরের কঠিনতা থেকে বাঁচতে) যিকির করবে। [১৯০]

৫৫. ইলম শিখুন

কেননা ইলম আপনাকে সঠিক পথের দিশা দিবে। ভালো-মন্দের পার্থক্য শিখিয়ে দিবে। ফলে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে।

ইলম শেখার উপকারিতা

ইলম নাফে' তথা ইলম উপকারী হওয়ার তিন আলামত।

এক. يُورِثُ الخشيةَ في القلبِ ইলম অন্তরে আল্লাহর ভয় তৈরি করবে।

দুই. يَظهَر أثرُه عَلى الجَوارِحِ ইলমের প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে প্রকাশ পাবে।

তিন. يَتَرَتَّبُ عليهِ الإنذارُ ইলম দাওয়াতের জযবা তৈরি করবে।

ইমাম রাযী রহ. দীনি ইলমকে বৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করেছেন। বৃষ্টির কারণে জমিন যেভাবে ফসল উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হয়। তেমনি দীনি ইলম

---

[১৯০] ইবনুল জাওযী, যাম্মুল হাওয়া : ৬৯

অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণগুলো অর্জিত হয়। অনুরূপভাবে বৃষ্টি ব্যতীত যেমন জমিন থেকে ভালো ফসল উৎপন্ন হয় না, ঠিক দীনি জ্ঞান ব্যতীত মানুষও আল্লাহ ত যিকির তাআলার ইবাদাত-বন্দেগিতে লিপ্ত হতে সক্ষম হয় না।[১৯১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَن سلَكَ طريقًا يلتَمِسُ فيهِ علمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طريقًا إلى الجنَّةِ

যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।[১৯২]

ইলম শেখা পরহেযগারিতা

মুআয ইবনু জাবাল রাযি. বলেন

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةٌ، وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، وَمُذَاكَرَتَهُ تَسْبِيحٌ، وَالْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ، وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ

তোমরা ইলম শেখো। কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম শেখা পরহেযগারিতা, তা অন্বেষণ করা ইবাদত এবং এর পঠন-পাঠন তাসবীহ। আর জ্ঞান-গবেষণায় নিয়োজিত হওয়া জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। যারা জানে না তাদেরকে ইলম শিক্ষা দান করা সদকা এবং ইলম আহরণে আগ্রহীদের কাছে তা বিতরণ করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম।[১৯৩]

৫৬. আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা ঠিক রাখুন

অর্থাৎ বন্ধুত্ব ও শত্রুতা উভয়টিই আল্লাহর জন্য। সুতরাং মুমিনদের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব রাখুন। আর কাফেরদের সাথে শত্রুতা রাখুন ও সম্পর্কচ্ছেদ করুন। কেননা আমাদের অধিকাংশ গুনাহ হয় কাফেরদের অপসংস্কৃতি অনুসরণ করার কারণে।

---

[১৯১] তাফসীরে কাবীর : ২/১৯৮ যিকির

[১৯২] সহীহ মুসলিম : ২৬৯৯

[১৯৩] মাদারিজুস সালেকীন : ৩/২৪৬

আল্লাহ তাআলা বলেন

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

নিঃসন্দেহ তোমাদের বন্ধু হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল, আর যারা ঈমান এনেছে, আর যারা নামায কায়েম করে, আর যাকাত আদায় করে, আর তারা রুকুকারী। [১৯৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

مَن أحبَّ للّهِ وأبغضَ للّهِ، وأعطى للّهِ ومنعَ للّهِ فقدِ استَكْملَ الإيمانَ

যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে, আল্লাহর জন্য প্রদান করে এবং আল্লাহর জন্য প্রদান থেকে বিরত থাকে সে ঈমান পরিপূর্ণ করেছে। [১৯৫]

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যে ব্যক্তি কোনো জাতির অনুসরণ করবে, সে উক্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৯৬]

যার ওপর আল্লাহর গজব তার দুনিয়ার সফলতা কী কাজে আসবে?

শায়খ আব্দুল আযীয আত-তারিফী বলেন, কেউ কেউ আপত্তি তোলেন কাফেররা যদি বাতিলই হয় তাহলে তারা কেন বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে? তারাই তো সবার চেয়ে সুখে আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিসহ জীবনকে উপভোগ করার সবই উপকরণ তো তাদের হাতেই!

মনে রেখো, একটা মতাদর্শ অনুসরণ করে কেউ দুনিয়াতে আরামে থাকলেই সে সঠিক হয়ে যায় না। কাফেরও শান্তিতে থাকতে পারে, মুমিনও কষ্টে

[১৯৪] সূরা মায়িদা : ৫৫
[১৯৫] আবু দাউদ : ৪৬৮১
[১৯৬] আবু দাউদ : ৪০৩১

থাকতে পারে। কিন্তু সফলতা হল, দিন শেষে আল্লাহ তাআলার চোখে সফল হওয়া।

কাফেরদের বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন

فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

কুফরির জন্য নিজেদের হৃদয় খুলে দিলে তার উপর আল্লাহর গজব আর তার জন্য আছে মহাশাস্তি। [১৯৭]

যার ওপর আল্লাহর গযব তার দুনিয়ার সফলতা কী কাজে আসবে? [১৯৮]

মুমিনের জন্য সবচেয়ে লাভজনক দিন কোনটি?

কিছু লোক আ'উন ইবন আব্দুল্লাহ রহ.-কে জিজ্ঞেস করল

مَا أَنْفَعُ أَيَّامِ الْمُؤْمِنِ لَهُ ؟

মুমিনের জন্য সবচেয়ে লাভজনক দিন কোনটি?

তিনি উত্তর দিলেন

يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ فَيُعْلِمُهُ أَنَّهُ رَاضٍ

সে-ই দিন যে দিন সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। আর আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিবেন যে, আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট। [১৯৯]

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার রহ. বলেন

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے

یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے

তাওহিদ মানে বিচার দিবসে আলাহ বলবেন,

আমার এই বান্দা দুই জগত নিয়ে ক্ষিপ্ত আমারই জন্য।

---

১৯৭ সূরা আন নাহল : ১০৬

১৯৮ https://ar.islamway.net/quotes/scholar/1223

১৯৯ ইবনু আবিদ্দুনয়া, ক্বাসরুল আমল : ৮৪

৫৭. ইসলামের সৌন্দর্য সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সম্পর্কে জানুন

কেননা ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য যুগে যুগে মানুষকে মুগ্ধ করেছে এবং গুনাহ ত্যাগ করে ইবাদতের প্রতি ধাবিত করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। [২০০]

যে আয়াত শুনে এক রোমান ব্যবসায়ী ইসলাম গ্রহণ করেন

একদিন ওমর রাযি. মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় হঠাৎ এক রোমান ব্যবসায়ী এসে ঠিক তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বলে ওঠলো

أنا أشهدُ أن لَا إلهَ إلا اللهُ وأشهدُ أنّ محمدا رسولُ الله

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল।

ওমর রাযি. জিজ্ঞেস করলেন ؟ مَا شأنك কী হলো তোমার?

أَسلمتُ لله আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। −লোকটি উত্তর দিল।

ওমর রাযি. বললেন ؟ هَل لِهذا سَبَب তোমার ইসলাম গ্রহণের বিশেষ কোনো কারণ আছে কি?

সে তখন বলল

---

[২০০] সূরা হুজুরাত : ৭

نعم إني قرأت التوراة والزبور والإنجيل وكثيرا من كتب الأنبياء ، فسمعت أسيرا يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل ما في الكتب المتقدمة ، فعلمت أنه من عند الله فأسلمت

হ্যাঁ! আমি তাওরাত জাবুর ইঞ্জিলসহ অতীত নবীদের অনেক কিতাব পড়েছি। কিন্তু সম্প্রতি, একজন মুসলিম বন্দী কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করছিল, যেটিতে পূর্বের সব কিতাবের সব বিষয় চলে এসেছে। তখন আমি বুঝে গিয়েছি যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। তাই আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।

ওমর রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, কোন আয়াত সেটি?

তখন রোমান ব্যবসায়ী আয়াতটি তেলাওয়াত করে

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করে চলে, তারাই সফল হয়। [২০১]

ওমর রাযি. বললেন, আয়াতটিতে তুমি কী দেখলে?

সে উত্তর দিল

ومن يطع الله في الفرائض ورسوله في السنن ويخش الله فيما مضى من عمره ويتقه فيما بقي من عمره : فأولئك هم الفائزون والفائز من نجا من النار وأدخل الجنة

যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে–এটা আল্লাহ তাআলার ফরজ বিধানাবলির সঙ্গে সম্পর্কিত।

যে ব্যক্তি রাসুলের অনুসরণ করে– এটা নবীর সুন্নতের সঙ্গে সম্পর্কিত।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে– এটি অতীত জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ অতীত জীবনে যত অপরাধ হয়েছে, তার জন্য আল্লাহকে ভয় করে।

যে অবাধ্যতা পথ পরিহার করে তাকওয়ার পথে চলে– এটি ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কিত।

---

[২০১] সুরা আননূর : ৫২

তারাই সফল হয়– আর সফল তো সে-ই যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।
ওমর রাযি. রোমান ব্যবসায়ীর এ কথা শুনে বলেন যে নবীজীর কথায় এর সত্যতা আছে। কারণ তিনি বলেছেন

أُوتِيتُ جوامعَ الكَلِم

আমাকে সংক্ষিপ্ত শব্দ অথচ তার অর্থ ব্যাপক এমন কথা বলার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।[২০২]

এক ইউরোপিয়ান তরুণীর কান্না

একবার তাবলীগ জামাতের একটি দল এডমবরা গিয়েছিল। মসজিদে সবেমাত্র মাগরিবের নামায শেষ হয়েছে। এক তরুণী এসে জামাতের একজনকে জিজ্ঞেস করলো, ইংরেজি জানো?
লোকটি বলল, হ্যাঁ, জানি।
মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, তোমরা এখানে কী করলে?
লোকটি উত্তর দিল, আমরা ইবাদত করেছি।
মেয়েটি বলল, আজ আবার কিসের ইবাদত, আজ তো রোববার নয়?
জামাতের লোকটি উত্তর দিল, আমরা আল্লাহর ইবাদত প্রতি দিন পাঁচ বার করি। এরপর লোকটি মেয়েটিকে ইসলাম সম্পর্কে আরও কিছু ধারণা দিল।
লোকটি ছিল যুবক। তার কথাবার্তা শোনার পর মেয়েটি হ্যান্ডশেক করার জন্য তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। জামাতের যুবকটি তখন বিনয়ের সঙ্গে বলল, দুঃখিত, আমি তোমার সঙ্গে হাত মেলাতে পারব না।
মেয়েটি হয়ে আশ্চর্য জিজ্ঞেস করলো, কেন?
যুবক উত্তর দিল, এই হাত দিয়ে আমি কেবল আমার স্ত্রীকে স্পর্শ করি। এছাড়া অন্য কোনো নারীকে স্পর্শ করি না। এটা আমার স্ত্রীর আমানত।

[২০২] তাফসিরে কুরতুবি : ১২/২৫৬

এ কথা শোনার পর মেয়েটি ডুকরে ডুকরে করে কাঁদতে থাকে এবং কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে পড়ে। সে বিলাপ করে বলতে থাকে, তুমি যে মেয়ের স্বামী সে খুব ভাগ্যবান। আহা! আমাদের ইউরোপের পুরুষরা যদি এমন হত!

৫৮. দৃষ্টি সংযত রাখুন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

غُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ

তোমরা দৃষ্টি অবনত রাখো এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত কর। [২০৩]

আনাস ইবনু মালেক রাযি. বলেন

إذا مَرّت بِكَ امرَأَةٌ فَغمِّض عَينَيكَ حتى تُجَاوِزَكَ

যদি তোমার পাশ দিয়ে কোনো নারী অতিক্রম করে, তখন অতিক্রম না করা পর্যন্ত তুমি তোমার চোখকে অবনত রাখ। [২০৪]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি. বলেন

مَا مِنْ نَظْرَةٍ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهَا مَطْمَعٌ

প্রতিটি দৃষ্টিতে শয়তানের অভিলাষ থাকে। [২০৫]

সকল ফেৎনার কারণ

সাঈদ ইবনু যুবাইর রহ. বলেন, দাউদ আলাইহিসসালাম-এর নিকট ফেৎনা এসেছিল, দৃষ্টির দিক থেকে। তাই তিনি নিজের ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন

يَا بُنَيّ ، امْشِ وَرَاءَ الْأَسَدِ وَالْأُسُودِ ، وَلَا تَمْشِ وَرَاءَ امْرَأَةٍ

বাঘ ও অজগরের পেছনে ছুটতে পার, কিন্তু কোনো নারীর পেছনে নয়। [২০৬]

---

[২০৩] আলজাওয়াবুলকাফী : ২০৪

[২০৪] মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা : ৯/৩৬১

[২০৫] বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান :২/১২৬

[২০৬] ইতহাফুস সাদাহ : ৭/৪৩৩

ইমাম গাযালী রহ. বলেন

مَن لمَ يَقدِر عَلَى غَضِّ بَصَرِه لم يَقدِر عَلَى حِفظِ فَرجِهِ

যে-ব্যক্তি দৃষ্টির হেফাজত করতে পারে না, সে লজ্জাস্থানেরও হেফাজত করতে পারে না। [২০৭]

তিনি বলেন

ثُمَّ عَلَيْكَ وَفَّقَكَ اللّٰهُ وَإِيَّانَا بِحِفْظِ الْعَيْنِ فَإِنَّهَا سَبَبُ كُلِّ فِتْنَةٍ وَافَةٍ

অতঃপর তুমি দৃষ্টির সংরক্ষণ অবশ্যই করবে। আল্লাহ তোমাকে এবং আমাকে তাওফীক দান করুন। কেননা এটা প্রত্যেক ফেৎনা ও আপদের কারণ। [২০৮]

হারাম দৃষ্টি ছেড়ে দাও, নামাযে খুশু আসবে

এক লোক আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ.-কে এসে বলল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

ইবনু মুবারক তাকে বললেন

أُترُك النظرَ الحرامَ تُوفّقُ لِلخشوعِ في الصلاةِ

واترُك فضولَ الطعامِ تُوفّقُ لِلعبادةِ وصلاةِ الليلِ

واترُكِ التجسّسَ على عيوبِ الناسِ تُوفّقُ لِلاطلاعِ على عيوبِك وإصلاحِها

হারাম দৃষ্টি ছেড়ে দাও তবে নামাযে খুশু (আল্লাহর ভয়) আসবে।

অতিরিক্ত খাবার কমিয়ে ফেলো তাহলে ইবাদত ও তাহাজ্জুদের সুযোগ পাবে।

মানুষের দোষত্রুটি খুঁজতে গোয়েন্দাগিরি করা ছেড়ে দাও নিজের দোষ খুঁজে বের করে সংশোধনের সময় পাবে। [২০৯]

---

[২০৭] ইতহাফুস সাদাহ : ৭/৪৩৩

[২০৮] মিনহাজুল আবিদীন : ২৮

[২০৯] তানবীহুল মুগতাররিন

শয়তানের সাথে বিতর্ক জুড়ে দাও

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, হে প্রিয়! জেনে রেখো, কোনো পরনারী তোমার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় শয়তান কামনা করে যে, তুমি তার প্রতি দৃষ্টি দিবে। একটু দেখে নিবে যে, নারীটি কেমন।

এরূপ পরিস্থিতিতে শয়তানের সাথে বিতর্ক জুড়ে দাও যে, আমি কেন দেখব? নারীটি যদি কুশ্রী হয় তাহলে আমি তো স্বাদহীন গুনাহে লিপ্ত হব। আর সুন্দরী হলে গুনাহ তো হবে, পাশাপাশি এই আফসোসও অন্তরে জন্ম নিবে যে, আহ! তাকে যদি আমি পেতাম! কিন্তু সকল নারীকে তো পাওয়া যায় না। সুতরাং অন্তরকে আফসোসের মধ্যে ফেলে দেয়ার মাঝে কী ফায়দা!

এভাবে বিতর্ক করলে অন্তরই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিবে যে, দেখব না। গুনাহ করব না। মনকে আফসোসেও ফেলব না। মনের স্বস্তি দূর করে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

৫৯. এই কল্পনা ধরে রাখুন

আল্লাহ তাআলা বলেন

اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُکُمْ اَنْ تَؤَدُّوْا الْاَمَانَاتِ اِلٰی اَھْلِھَا

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে দিয়ে দিতে।[২১০]

বিশেষ করে কুদৃষ্টির গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য এই কল্পনা ধরে রাখুন যে, আমার চোখ আল্লাহপ্রদত্ত আমানত। এই আমানত ব্যবহার করতে হবে তাঁরই নির্দেশ অনুপাতে। বিপরীত করলে আমানতের খেয়ানতকারী হয়ে যাব। সাধারণত নিয়ম হল, আমানতে একবার খেয়ানত করলেও তার কছে দ্বিতীয়বার আমানত রাখা হয় না। এমন যেন না হয় যে, দুনিয়াতে আল্লাহর দেয়া দৃষ্টিশক্তি পরনারীর পেছনে ব্যয় করলাম, পরিণামে তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি আখেরাতে ফেরত দিবেন না। ওইদিন যদি অন্ধ হয়ে ওঠতে হয়

[২১০] সূরা নিসা : ৫৮

তাহলে কী অবস্থা হবে? পবিত্র কুরআনে এটার প্রমাণ আছে যে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন কিছু লোককে অন্ধ করে ওঠাবেন। তখন তারা জিজ্ঞেস করবে

رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا

প্রভু! আমাকে অন্ধ বানিয়ে ওঠালেন কেন? আমার তো দৃষ্টিশক্তি ছিল! [২১১]
আলী রাযি. বলেন

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا. فَإِنَّ الذُّنُوبَ تُزِيلُ النِّعَمْ

যদি তুমি আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে থাকো তাহলে তার যত্ন নাও। কারণ গুনাহ নেয়ামত দূর করে দেয়। [২১২]

আল্লাহর দেওয়া প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আমানত

মূলত আল্লাহর দেওয়া প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আমানত। কোনো অঙ্গ আল্লাহর নাফরমানীতে ব্যবহার করা- উক্ত আমানতের খেয়ানত। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাযি. বলেন

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْإِنْسَانِ فَرْجَهُ وَقَالَ هَذِهِ أَمَانَةٌ اسْتَوْدَعْتُكَهَا، فَلَا تَلْبَسْهَا إِلَّا بِحَقٍّ. فَإِنْ حَفِظْتَهَا حَفِظْتُكَ فَالْفَرْجُ أَمَانَةٌ، وَالْأُذُنُ أَمَانَةٌ، وَالْعَيْنُ أَمَانَةٌ، وَاللِّسَانُ أَمَانَةٌ، وَالْبَطْنُ أَمَانَةٌ، وَالْيَدُ أَمَانَةٌ، وَالرِّجْلُ أَمَانَةٌ، وَلَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ.

আল্লাহ মানুষের যে অঙ্গ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন তা হল গুপ্তাঙ্গ। তা সৃষ্টির পর বনী আদমকে আল্লাহ বলেছেন, এটি তোমার কাছে আমানত রাখলাম; ন্যায়পথ ছাড়া তুমি তা ব্যবহার করবে না। যদি তুমি এ আমানতের হেফাজত কর তাহলে আমি তোমার হেফাজতের জামিন হয়ে যাব। সুতরাং

[২১১] সূরা ত্বহা : ১২৫
[২১২] ইবনুল কাইয়িম, আদ-দা ওয়াদদাওয়া : ১/৭৫

গুপ্তাঙ্গ আমানত। কান, চোখ, জিহ্বা, পেট, হাত, পা সবই আমানত। যার আমানতদারি নেই তার ঈমান নেই। [২১৩]

৬০. নিজের মা-মেয়ের কল্পনা করুন

নফস যদি পরনারীকে দেখার জন্য লালসা করে তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে নিজের মা-মেয়ের কল্পনা করুন। এ সম্পর্ক দুটি এতই পবিত্র যে, প্রবৃত্তির তাড়না এমনভাবে মিটে যায় যেমনভাবে আগুনে পানি দিলে আগুন নিভে যায়। তবে এই আমল শালীনতাবোধসম্পন্ন শরীয়ত দ্বারা সমৃদ্ধ লোকদের জন্য অধিক উপকারী।

অথবা এভাবে ভাবুন- যেমনিভাবে আমার নিকটতম কোনো নারীর প্রতি পরপুরুষের লোভাতুর শয়তানিদৃষ্টি আমার কাছে বিরক্তিকর ও আপত্তিজনক মনে হয়, তেমনিভাবে অন্যরাও এটা মোটেও পছন্দ করে না যে, আমি তাদের নিকটতম কোনো নারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাই।

এরূপ ভাবনার দ্বারা অন্তর স্থির ও শান্ত হয়ে যাবে। দৃষ্টির হেফাজত সহজ হয়ে যাবে।

নবীজির যুগের এক যুবকের ঘটনা

একবার এক যুবক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে এসে বলল

ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا

আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন।

যুবকটির এমন আপত্তিকর আবদার শুনে সাহাবায়ে কেরাম ক্ষিপ্ত হলেন। তারা যুবকটিকে ধমক দিয়ে বললেন, চুপ, একদম চুপ।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবকটিকে কাছে ডেকে নিজের কাছে বসালেন এবং বললেন

أَتُحِبُّهُ لأُمِّكَ؟

---

[২১৩] তাফসীরে কুরতুবী : ১৪/২৫৪

কাজটা তোমার মায়ের সঙ্গে কেউ করুক; তুমি কি এটা পছন্দ করবে?
যুবক উত্তর দিল, আল্লাহর কসম, আমি কখনই তা পছন্দ করবো না।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন

وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأُمَّهَاتِهِمْ

তুমি কেন; বরং কোনো সন্তানই নিজের মায়ের ব্যাপারে কক্ষনও এরকম কামনা করবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় বললেন

أَفَتُحِبُّهُ لابْنَتِكَ؟

তোমার মেয়ের সঙ্গে কাজটা হোক; এটা কি তুমি কামনা করবে?
যুবক এবারও আগের মতই উত্তর দিল।
রাসূলুল্লাহ ﷺ এবারও বললেন

وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ

তুমি কেন; বরং কোনো মানুষই নিজের মেয়ের ব্যাপারে এরকম কল্পনাও করতে পারে না।

পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন

أَفَتُحِبُّهُ لأُخْتِكَ؟

তোমার বোনের ব্যাপারে কি এরূপ চাইবে?
যুবক আগের মতই উত্তর দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও আগের মতই উত্তর দিলেন

وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأَخَوَاتِهِمْ

আর কোনো মানুষই নিজের বোনের ব্যাপারে এরূপ কল্পনা করতে পারে না।
পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন

أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟

তোমার ফুফুর ব্যাপারে কি তুমি এরূপ কামনা করবে?

যুবকটি আগের উত্তরটাই ব্যক্ত করলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাকে বললেন

وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ

কোনো মানুষই নিজের ফুফুর ব্যাপারে এরূপ চেয়ে পারে না।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবকটির মাথার উপর রাখলেন এবং দোয়া করলেন

اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ

হে আল্লাহ! এর গুনাহ মাফ করুন। এর অন্তর পবিত্র করে দিন এবং এর যৌনাঙ্গ পবিত্র পবিত্র রাখুন। [২১৪]

৬১. নিজের নফসের সাথে বিতর্ক করুন

যখন মনে গুনাহের চিন্তা আসবে তখন তার সাথে বিতর্ক করুন যে, হে নফস! বা হে মন! তোমার নাম এত উঁচু অথচ তোমার কর্মকাণ্ড কত নীচু। তুমি সৃষ্টিকুলের চোখে আল্লাহর বন্ধু, কিন্তু কাজ কর তাঁর দুশমনের মত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঈমানদার অথচ ভেতরে-ভেতরে পাক্কা গুনাহগার। লেবাসে-সূরতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ', লোকচক্ষুর আড়ালে 'প্রতিমা-প্রতিমা।' মানুষের সামনে আল্লাহর বান্দা, অন্দরমহলে শয়তানের গোলাম। তোমার জবান আল্লাহর তলবগার, তোমার চোখে পরনারীর পেয়ার। তুমি সকলের কাছে সাধাসিধে সূফী-বেচারা কিন্তু স্রষ্টার দৃষ্টিতে ক্ষমাযোগ্য বেচারা। তোমার উপরটা সুন্নাতসমৃদ্ধ, অথচ ভেতরটা যৌনতাতাড়িত। মাখলুকের কাছে তোমার স্বভাবচরিত্র গোপন, কিন্তু স্রষ্টার কাছে তো সবই দৃশ্যমান। দৃশ্যত তুমি জান্নাত প্রত্যাশী, বাস্তবে তুমি জাহান্নাম খরিদকারী।

তোমার জন্য এই লোকসানের ব্যবসা থেকে ফিরে আসাটাই শ্রেয়। ছাড়ো এ ক্ষতির ব্যবসা। আল্লাহ তোমার জন্য তাওবার দরজা খোলা রেখেছেন। হতে পারে এটাই তোমার জন্য সুযোগ লুফে নেয়ার আখেরি দিন।

[২১৪] মুসনাদে আহমাদ : ২১৭০৮

কয়েকবার নিজের নফসের সাথে এভাবে বিতর্ক করলে বিশেষ করে গোপন গুনাহের ব্যাপারে তার দাপানি যথেষ্ট কমে আসবে।

নফসের হিসাব গ্রহণ করা

তাবেঈ মাইমূন ইবনু মিহরান রহ. বলেন

لَا يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ مُحَاسَبَةَ شَرِيكِهِ، وَحَتَّى يَنْظُرَ مِنْ أَيْنَ مَلْبَسُهُ وَمَطْعَمُهُ وَمَشْرَبُهُ وَمَكْسَبُهُ

মানুষ কখনও মুত্তাকী হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার শরীক থেকে কঠিন হৃদয় হয়ে হিসাব নেওয়ার মতো করে নিজের নফসের হিসাব গ্রহণ করবে। এমনকি কোত্থেকে তার পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-পানীয় ও আয়-রোযগার হচ্ছে তাও সে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে।[২১৫]

মালেক ইবনু দীনার রহ.

মালেক ইবন দীনার রহ. বলেন, দীর্ঘ এক বছর পর্যন্ত আমার মন এ দাবী করে আসছিল, যে আমার মাঝে ইখলাস আছে। যতবার আমার মনে এটা এসেছে, ততবার আমি নিজেকে সম্বোধন করে বলেছি, তোমার দাবী সত্য নয়।

এরই মধ্যে এক দিনের ঘটনা। আমি বসরার একটি গলি অতিক্রম করছিলাম, তখন শুনতে পেলাম, আমাকে উদ্দেশ্য করে এক মহিলা আরেক মহিলাকে ইঙ্গিত করে বলছিল, যদি রিয়াকারী দেখতে চাও তাহলে মালেক ইবনু দীনারকে দেখো।

এটা শোনার পর আমি খুশি হয়ে গেলাম। মনকে তিরস্কার করে বললাম, দেখো, আল্লাহর এক নেক বাঁদি তোমাকে কী নামে ডেকেছে।

এরপর থেকে মালেক ইবনু দীনার রহ. বলতেন

مَن أَرَادَ أَن يَنظُرَ إلى رجُل مراء فلينظُر إلي

---

[২১৫] মুহাসাবাতুন নাফ্স : ২৫

কেউ যদি রিয়াকারী– ভণ্ড দেখতে চায় তাহলে আমাকে দেখো।[২১৬]
তিনি এও বলতেন

والله لَو أنّكم تَجِدونَ لِلعاصِي رِيحاً لَمَا استَطَاعَ أحد مِنكم أن يَجلِس إليّ مِن خبثِ رِيحي

আল্লাহর কসম! যদি তোমরা গুনাহগারের দুর্গন্ধ অনুভব করতে তাহলে আমার দুর্গন্ধের কারণে তোমাদের কেউ আমার কাছে বসতে পারত না।[২১৭]

৬২. পরিবেশ পাল্টান

গুনাহের পরিবেশ থেকে দূরে থাকুন। গুনাহের পরিবেশ থেকে নিজেকে দূরে রাখা এটা নবীগণের একটি তরিকা।

দেখুন, হযরত ইউসুফ আ. জুলাইখার কাছে ছিলেন। জুলাইখা তাঁকে গুনাহের প্রতি আহবান করেছিল। গোপন গুনাহের পরিবেশও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ইউসুফ আ. এই পরিবেশকে পছন্দ করলেন না। তিনি গুনাহের পরিবেশ– যদিও তা ছিল আরাম-আয়েশের– বর্জন করে জেলখানার পরিবেশ বেছে নিলেন। তবুও গুনাহের পরিবেশে থাকাটাকে তিনি পছন্দ করেননি। বরং তিনি আল্লাহর কাছে এই দোয়া করেছিলেন

رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

হে আমার রব! তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি।[২১৮]

সুতরাং আমরাও এটা করব। গুনাহের পরিবেশ থেকে নিজেকে দূরে রাখব। বাসায় টিভি ভিসিআরের পরিবেশ পাল্টিয়ে সেখানে তালিমের পরিবেশ, আমলের পরিবেশ, তেলাওয়াতের পরিবেশ, যিকির-মুরাকাবা, দোয়ার পরিবেশ গড়ে তুলব।

---

[২১৬] মাওয়ায়িয মালেক ইবনু দীনার : ৬৮
[২১৭] মাওয়ায়িয মালেক ইবনু দীনার : ৬২
[২১৮] সূরা ইউসুফ : ৩৩

এর কারণে দুনিয়ার কিছু মজা তো ছাড়তে হবে। কিন্তু ছাড়বেন কার জন্য? আল্লাহর জন্য।

আল্লাহর জন্য গুনাহের মজা ছাড়তে পারলে এর পরিবর্তে তিনি ঈমানের মজা দান করবেন। আর ঈমানের মজা তো এমন মজা যার জন্য কত মানুষ তাদের জানও দিয়ে দিয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাসে যার প্রমাণ হাজার হাজার আছে। হাদীসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন

مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَتِيْ اَبْدَلْتُهُ إِيْمَاناً يَجِدُ حَلَاوَتَه فِيْ قَلْبِه

যে আমার ভয়ে এগুলো ত্যাগ করবে, আমি তার অন্তরে এমন ঈমান সৃষ্টি করব যে, সে তার স্বাদ পাবে।[২১৯]

کتنی تسکین وابستہ ترے نام کے ساتھ

نیند کانٹوں پہ بھی آجاتی ہے آرام کے ساتھ

কি যে সুখ জড়িয়ে আছে প্রভু তোমার নামে!
কাঁটার বিছানায়াও ঘুম এসে যায়, শান্তি ও আরামে!

ঈমান বৃদ্ধি পায় কিনা?

ইমাম আবদুর রহমান আল-আউযা'ঈ রহ.-কে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ঈমান বৃদ্ধি পায় কিনা? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, যতক্ষণ না পর্যন্ত তা পর্বতসম হয়।

এরপর তাকে প্রশ্ন করা হলো ঈমান হ্রাস পায় কিনা এবং তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, যতক্ষণ না পর্যন্ত তা একদম শূন্য না হয়।[২২০]

৬৩. প্রতি দিন এক পৃষ্ঠা হলেও কোরআন তেলাওয়াত করুন

ঈমানী দুর্বলতার একটি লক্ষণ হলো গুনাহ ও হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া। এর প্রতিকার হিসেবে বেশি পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করুন কিংবা শুনুন।

---

[২১৯] আততারগীব ওয়াততারহীব : ২/৩৭

[২২০] আসবাব যিয়াদাতিল ঈমান ওয়া নুকসানিহি : ৬

আল্লাহ তাআলা বলেন

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়।[২২১]

সুলতান মাহমুদ গজনবী রহ.

সুলতান মাহমুদ গজনবী রহ.। তৎকালীন বুযুর্গ আবুল হাসান খিরকানি রহ. এর মুরিদ ছিলেন। একদিনের ঘটনা। রাজ দরবারের সমস্ত কাজকর্ম শেষ করে তিনি সেদিন বড়ই ক্লান্ত বোধ করছিলেন। তাই তাড়াতাড়ি বিশ্রাম লাভের জন্য মন উদগ্রীব হয়ে উঠে। তিনি বিশ্রামের জন্য গৃহে প্রবেশ করলেন।

নরম বিছানায় গা এলিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে যান। হঠাৎ গৃহমধ্যে একটি তাকের দিকে তাঁর নজর পরে। সেখানে একটি কুরআন মাজিদ রাখা ছিল। কুরআন মাজিদ আল্লাহর কিতাব। পবিত্র কিতাব। বিছানার উপর শয়ন করলে কুরআনের দিকে পা চলে যায়। কুরআনের দিকে পা ছড়িয়ে শয়ন করার চাইতে বড় বেয়াদবি আর কী হতে পারে! এই চিন্তায় সুলতান অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন বিছানার খাটটি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেই, তাহলে কুরআনের দিকে মাথা হয়ে যাবে। এ চিন্তা করে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই খাটটি ঘুরিয়ে দেন।

এবার সুলতান ঘুমোতে গেলেন। কিন্তু হঠাৎ আবার মনে হল, আল্লাহর কিতাব আমার ঘরে থাকবে আর আমি তা পড়বো না? আমি শুয়ে আরাম করবো? আল্লাহর কিতাবে যা লেখা আছে আমি তা পালন করবো না? আল্লাহর কিতাবে তো আমাদের কথা লেখা আছে। অথচ আমি তা জানবো না? ঘুমিয়ে রাত কাটাবো, আমি এত বড় গাফেল?

[২২১] সূরা আনফাল : ২

সুলতানের আবার মনে হল, কুরআন মাজিদটা পাশের ঘরে রেখে এলেই তো হয়। তাহলে আমি আরাম করে ঘুমোতে পারবো।

এ চিন্তা মনে আসার সাথে সাথেই সুলতানের মন কেঁপে ওঠে। সুলতান মনে মনে বললেন, হায়, আমি কত বড় পাষণ্ড হয়ে গেছি। নিজের আরামের জন্য আল্লাহর পবিত্র কিতাবকে এ ঘর থেকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছি। আল্লাহর সঙ্গে আমি কত বড় গোস্তাখী করছি। ঝর ঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে সুলতানের চোখ দিয়ে।

সে রাতে আর সুলতান বিছানায় ঘুমোতে পারেন-নি। কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে সারা রাত পার করে দেন।

یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا دو ڈر کیسا
گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں

প্রেম-খেলাতে শরিক হতে থাকবে কেন ভীতি
জয়ে পাবে বন্ধুর মিলন, হারলে পাবে প্রীতি।

৬৪. জবানের হেফাজত করুন

জবানের লাগামহীনতাও অসংখ্য গুনাহকে ডেকে আনে। মিথ্যা বলা, গীবত করা, গালি দেয়া, ঝগড়া করা, হারাম খাওয়া থেকে শুরু করে কোন অপরাধটা এই জবান দ্বারা করা যায় না! অপরাধগুলো ইবলিস লবণ মরিচ মাখিয়ে নফসের সামনে পেশ করে। নফস তা জবানের মধ্যমে গ্রহণ করে। এ জন্যই হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا
فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا

আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয়, তখন তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিভকে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করে যে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।

কারণ আমাদের ব্যাপারসমূহ তোমার সাথেই সম্পৃক্ত। যদি তুমি সোজা সরল থাক, তাহলে আমরাও সোজা-সরল থাকব। আর তুমি যদি বাঁকা পথে যাও তাহলে আমরাও বাঁকা পথে যেতে বাধ্য হব।[২২২]

সুতরাং জবানকে হারাম কথা ও হারাম খানা থেকে হেফাজত করুন। এটাও নফসের উপর একপ্রকার শাসন। এর কারণেও ইবলিস নিরাশ হয় আর অপরদিকে আল্লাহ তাআলা খুশি হন। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

لا يَسْتَقِيمُ إِيمانُ عبدٍ حتى يَسْتَقِيمَ قلبُهُ ، ولا يَسْتَقِيمُ قلبُهُ حتى يَسْتَقِيمَ لسانُهُ

কোনো বান্দার ঈমান দুরস্ত হয় না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অন্তর দুরস্ত হয় এবং তার অন্তরও দুরস্ত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জবান দুরস্ত হয়।[২২৩]

আগে ভাবুন, তারপর বলুন

হাসান বসরী রহ. বলতেন

لِسَانُ الْعَاقِلِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ ،فَإِذَا أَرَادَ الْكَلامَ ؛ تَفَكَّرَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ قَالَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ ، وَقَلْبُ الْجَاهِلِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ ، فَإِنْ هَمَّ بِالْكَلامِ ؛ تَكَلَّمَ ، لَهُ وَعَلَيْهِ

জ্ঞানী ব্যক্তির জিহবা থাকে তার হৃদয়ের পেছনে। তাই সে কথা বলার ইচ্ছা করলে প্রথমে চিন্তা করে দেখে। কথাটি তার উপকারী হলে বলে, অন্যথায় চুপ করে থাকে। আর অজ্ঞের হৃদয় থাকে তার জিহ্বার পেছনে। তাই সে

---

[২২২] তিরমিযী : ২৪০৭

[২২৩] মুসনাদে আহমাদ : ১০৪০৮

যখনই কোনো কথা বলার ইচ্ছা করে চিন্তা ভাবনা করা ছাড়াই বলে ফেলে।[২২৪]

৬৫. পাঁচটা কথা গ্রহণ করলে গুনাহ ক্ষতি করতে পারবে না

এক ব্যক্তি ইবরাহীম ইবনু আদহামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আবু ইসহাক! আমি নিজের ওপর অনেক জুলুম করেছি। আমাকে এমন কিছু বলুন; যা শুনেই আমার অন্তরে দাগ টেনে দিবে আর আমি গুনাহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারব।

তিনি বললেন, যদি তুমি পাঁচটা কথা গ্রহণ করতে ও মানতে পার, তবে কখনও গুনাহ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না আর দুনিয়ার ভোগবিলাস তোমাকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করতে সক্ষম হবে না।

লোকটি বলল, আবু ইসহাক! কী সেই পাঁচ কথা?

তিনি বললেন, প্রথম কথা হল, তুমি আল্লাহর নাফরমানি করতে চাইলে তাঁর রিজিক খাবে না।

লোকটি বলল, তাহলে কী খাব! পৃথিবীতে যত রিজিক সবি তো তাঁর।

তিনি বললেন, এটা কেমন কথা! তুমি তাঁর রিজিক খেয়ে তাঁরই নাফরমানি করবে? এটা কী ভাল কথা?

লোকটি বলল, না, এটা ভাল কথা না।

তিনি বললেন, দ্বিতীয় কথা হল, তুমি তাঁর নাফরমানি করতে চাইলে তার জমিন থেকে বেরিয়ে গিয়ে কর। তাঁর জমনে নয়।

লোকটি বলল, এটা তো প্রথমটার চেয়েও কঠিন। উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু সবি তো তাঁর জমিন। তাহলে কোথায় যাব?

তিনি বললেন, এটা কেমন কথা! তাঁর রিজিক খেয়ে, তাঁর জমিনে থেকে তাঁরই নাফরমানি করবে? এটা তো খুবই খারাপ কথা।

লোকটি বলল, তৃতীয় কথা বলুন।

---

[২২৪] আলবায়ান ওয়াততাবয়ীন : ১/১৫৫

তিনি বললেন, তাঁর রিজিক খেয়ে, তাঁর জমিনে থেকে তাঁরই নাফরমানি করতে চাইলে এমন স্থানে কর, যেখানে তিনি তোমাকে দেখতে পাবেন না।

লোকটি বলল, ইবরাহীম! এটা কীভাবে সম্ভব?! তিনি তো সবকিছুই দেখেন। অনুপরিমাণ জিনিসও তাঁর জ্ঞানের ও দর্শনের বাইরে নয়।

তিনি বললেন, তাঁর রিজিক খেয়ে, তাঁর জমিনে থেকে তাঁকে দেখিয়ে তাঁরই নাফারমানি করবে? এটা তো ভাল কথা নয়।

লোকটি বলল, এটা অবশ্যই ভাল কথা নয়।

তিনি বললেন, এবার চতুর্থ কথা শুনো। আজরাইল তোমার জান কবজ করতে আসলে তাকে বলবে, আমাকে কিছুদিন সময় দেন, যাতে তাওবা ও কিছু ভাল আমল করে নিতে পারি। কী, এ সুযোগ আছে?

লোকটি বলল, না, এ সুযোগ থাকতেই পারে না।

তিনি বললেন, যখন তুমি জান যে, আজরাইলকে কিছুক্ষণ থামিয়ে তাওবা করতেও পারবে না, তাহলে নাজাত কীভাবে পাবে?

লোকটি বলল, এবার পঞ্চম কথা বলুন।

তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের ফেরেশতারা তোমাকে টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার সময় কী জোর করে চলে আসতে পারবে?

লোকটি বলল, এটা অসম্ভব। তারা আমাকে ছেড়েও দিবে না আর ওজর-আপত্তিও শুনবে না।

তিনি বললেন, তাহলে তোমার নাজাতের উপায় কী?

লোকটি বলল, ব্যস, এ ওয়াজ-নসীহতই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি খালেস নিয়তে আল্লাহর কাছে তাওবা করলাম।

তারপর লোকটি ইবরাহীম ইবনু আদহামের সাহচর্য গ্রহণ করে বাকী জীবন আল্লাহর ঈবাদত-বন্দেগীতে কাটিয়ে দেয়। [২২৫]

---

[২২৫] আত-তাওওয়াবীন : ২৮৭-২৮৮

৬৬. নিম্মের পাঁচটি গুনাহ থেকে বাঁচুন

মাশায়েখ বলেন, যদি কেউ পাঁচটি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে সকল প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিয়ে তার অলি বানিয়ে মৃত্যু দিবেন।

এক. কুরআন কারীম অশুদ্ধ পড়ার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।
কমপক্ষে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য যে সূরাগুলোর প্রয়োজন, সেগুলোকে শুদ্ধ করে নেওয়া আবশ্যক, অন্যথায় সে গুনাহগার হয়। [২২৬]

দুই. চোখের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। (মা-বোনদের জন্য বেপর্দার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা)।
কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। পুরুষদের জন্য কেবল পরনারীকে দেখা নয়; বরং যদি মাহরাম-নারীকে দেখলেও কামনা জাগে তখন তাদেরকেও দেখা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। [২২৭] বালকদেরকে দেখার ক্ষেত্রেও একই কথা। বরং কোনো পুরুষকে দেখলে যদি গুনাহের চিন্তা আসে তাহলে তাকেও দেখবে না। [২২৮]

একই বিষয় নারীদের ক্ষেত্রেও। তাদের জন্য কেবল পরপুরুষ নয়; বরং কোনো ছোট ছেলেকে দেখার পর যদি কুকল্পনা আসে তাকেও দেখা থেকে বিরত থাকবে।

---

[২২৬] মুকাদ্দামায়ে জাযারিয়া : **১১**

[২২৭] আবু বকর আল হুসাইনি আশ শাফিঈ রহ. বলেন

يحرم النظر إلى المحارم بشهوة بلا خلاف

মাহরামের প্রতি কামনার দৃষ্টি দেয়া সকলের মতে হারাম।–কিফায়াতুল আখইয়ার : **১/৪৬০**

[২২৮] ইবনু আবিদীন শামী রহ. বলেন

ويحرمُ النظر إلى وجه الأمرد إذا شك في الشهوة، أما بدونها فيباح ولو جميلاً

দাড়িবিহীন বালকের প্রতি কাম-দৃষ্টিতে তাকানো হারাম। তবে যদি কামনা না থাকে তাহলে সুশ্রী হলেও তার দিকে তাকানো বৈধ।–হাশিয়া ইবনু আবিদীন : ১/৪০৭।

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. ছোট ছেলেদের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে তাকানো থেকে নিষেধ করতেন। [২২৯]

তিন. অন্তরের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা
হুযায়ফা ইবনু কাতাদা রহ. বলেন

أَعْظَمُ المَصَائِبِ قَسَاوَةُ القَلْبِ

সবচেয়ে বড় বিপদ হল অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া। [২৩০]
ইবনুল জাওযী রহ. বলেন

كَمْ مِنْ مُتَعَبِّدٍ يُبَالِغُ فِيْ كَثْرَةِ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ وَلا يُعَانِيْ صَلاحَ الْقَلْبِ، وَقَدْ يَكُوْنُ عِنْدَهُ الْكِبْرُ وَالرِّيَاءُ وَالنِّفَاقُ وَالْجَهْلُ بِالْعِلْمِ وَلا يُحِسُّ بِذَلِكَ

বহু ইবাদতগুযার লোক আছে, যারা বেশি বেশি নামায আদায় করে, রোজা রাখে, কিন্তু অন্তরের পরিশুদ্ধতার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় না। ফলে নিজের অজান্তেই তাদের মনে অহংকার, লৌকিকতা, মুনাফিকী ও অজ্ঞতার অনুপ্রবেশ ঘটে যায়। [২৩১]

চার. পুরুষদের টাখনুর নিচে কাপড়-পরার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ

টাখনুর নিচে কাপড়ের যেটুকু থাকবে তা জাহান্নামে যাবে। [২৩২]

পাঁচ. এক মুষ্ঠির কমে দাড়ি কাটা ছাটার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।
শাফেঈ বিদ্বান আবু শামাহ মাকদেসী রহ. আফসোস করে বলেন

وَقَدْ حَدَّثَ قَوْمٌ يَحْلِقُوْنَ لِحَاهُمْ وَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا نُقِلَ عَنِ الْمَجُوْسِ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَقُصُّوْنَهَا

---

[২২৯] তালবীসে ইবলীস : ৩৪৬
[২৩০] সিয়ার, জীবনী নং ১৩৯২
[২৩১] ইবনুল জাওযী, আত-তাবসিরাহ : ২/২০৮
[২৩২] সুনান নাসাঈ : ৫৩৩০

কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটেছে যারা তাদের দাড়ি মুণ্ডন করে সেটা অগ্নিপূজকদের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে মারাত্মক। কারণ তারা দাড়ি কর্তন করে। [২৩৩]

আল্লাহ আমাদেরকে সব ধরণের গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন আমীন।

৬৭. তিনটি বড় গুনাহ থেকে বাঁচুন

কোনো কোনো মাশায়েখ বলেন, তিনটি বড় গুনাহ এমন রয়েছে, যদি আল্লাহর কোনো বান্দা সতর্ক হয়ে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে তার জন্য অন্য সকল গুনাহ হতে বেঁচে থাকা সহজ হবে।

গুনাহ তিনটি এই-

এক. বদজবানী অর্থাৎ কুকথা।

প্রখ্যাত তাবিয়ী ইউনুস ইবনু উবাইদ রহ. বলেন,

خصلَتَانِ إذا صَلَحَتا مِن العبدِ، صَلَحَ مَا سِواهُما: صلاتُه ولسانُه

মানুষের দুটি বিষয় ঠিক হয়ে গেলে বাকি সব ঠিক হয়ে যায়। ১. নামায ২. জবান। [২৩৪]

দুই. বদনেগাহী অর্থাৎ কুদৃষ্টি ।

এক ব্যক্তি যখন হাসান বসরী রহ.-কে বলল, অনারব নারীরা তাদের বক্ষ ও মাথাকে খোলা রাখে, তখন তিনি বললেন

اصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ

তোমার চোখ ফিরিয়ে রেখো। [২৩৫]

---

২৩৩ ফাতহুল বারী : ১০/৩৫১

২৩৪ হিলয়াতুল আউলিয়া : ৩/১৫

২৩৫ সহীহ বুখারী, পরিচ্ছেদ ৭৯/২

ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া আলাইহিসসালামকে জিজ্ঞেস করা হল, ما بدء الزنا؟ ব্যভিচারের শুরুটা কিভাবে হয়?

তিনি বললেন, النظر والتمني চোখ ও কামনা থেকে। [২৩৬]

তিন. বদগুমানী অর্থাৎ কুধারণা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

إِيَّاكُمْ وَ الظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কারণ ধারণা ভিত্তিক কথাই হল সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। [২৩৭]

৬৮. আল্লাহওয়ালাদের সোহবত গ্রহণ করুন

আল্লাহওয়ালাদের চেহারা দেখুন, তাঁদের মজলিসে বসুন, তাঁদের কথা শুনুন এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চয় করুন, এতে নফস নিয়ন্ত্রণ করা এবং উপরোক্ত সকল পরামর্শ অনুযায়ী চলা আপনার জন্য সহজ হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। [২৩৮]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ ذَكَّرَكُمُ اللهَ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের বসার সঙ্গী বা মজলিস হিসেবে কোনোটি সবচেয়ে উত্তম?

---

[২৩৬] ইতহাফুস সাদাহ : ৭/৪৩৩

[২৩৭] বুখারী : ৪৮৪৯, ৫১৪৩

[২৩৮] সূরা আত তাওবা : ১১৯

রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, যার সাক্ষাৎ তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যার কথায় তোমাদের ইলম বেড়ে যায় এবং যার আমল তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। [২৩৯]

আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, নেক মজলিসের প্রভাব আপনি তখনও নিশ্চিত অনুভব করবেন, যখন রাতের অন্ধকারে স্মার্ট ফোনটা হাতে নিবেন। ব্রাউজিং করার সময় গুনাহের চিন্তা যখন আপনাকে তাড়িত করবে, তখন এই নেক সোহবতের নূর আপনি অনুভব করবেন।

জাফর ইবনু সুলাইমান রহ. বলেন

كُنتُ إذَا وجدتُ من قَلبِي قسوة غَدوتُ فنَظَرتُ إلى وَجهِ مُحمّد بن وَاسِع وَهُوَ تِلميذُ الإمامِ الحسنِ البصرِيّ وكَان من كِبار العبّادِ والصّالحِين

আমি যখন আমার অন্তরে আল্লাহবিমুখতা অনুভব করতাম তখন মুহাম্মদ ইবনু ওয়াসি রহ.-এর চেহারা দেখতাম, যিনি ছিলেন হাসান বসরী রহ.-এর শাগরিদ এবং অনেক বড় আবিদ ও নেককার । [২৪০]

কবির ভাষায়

نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

অলির দৃষ্টিতে দেখেছি প্রভাব মুগ্ধকর
প্রভাবে বদলেছে তাকদির অনেকের।

উস্তায জিগর মুরাদাবাদী

উস্তাদ জিগর মুরাদাবাদী। সমকালে প্রসিদ্ধ ও প্রথিতযশা কবি ছিলেন। শুরুর দিকে তিনি কেবল নেশা পানকারী ছিলেন না; বরং পান ছাড়া তাঁর চলত

[২৩৯] মুসনাদ ইবন আব্বাস রাযি. ৬৩৮

[২৪০] নুযহাতুল ফুযালা : ৬৩৮

না। কল্পনার জগতে সব সময় ডুবে থাকতেন। কবিতার জগতে এতটাই দক্ষ ছিলেন যে, মনে হত, বিষয়বস্তুর নক্ষত্রগুলো আকাশ থেকে পেড়ে নামাতেন।

একবারের ঘটনা। কোনো এক মজলিসে উস্তাদ জিগরের সঙ্গে খাজা আজিজুল হাসান মাজযুব রহ.-এর সাক্ষাত হয়। মাজযুব রহ.-এর কথাবার্তা শুনে জিগর সাহেব দারুণ প্রভাবিত হন যে, একজন ইংরেজি শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অথচ তাঁর হৃদয়পাতালে ইশকে ইলাহীর ঝড় চলছে। কথাবার্তার এক পর্যায়ে তিনি হযরত মাজযুবকে মজা করে জিজ্ঞেস করেন, জনাব! আপনার 'টার' কীভাবে 'মিস' হয়ে গেল?' অর্থাৎ মিস্টারের 'টার' কিভাবে মিস হল?

হযরত মাজযুব রহ. উত্তর দিলেন, হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর আলোকিত দৃষ্টির উসিলায় আমার মিস্টারের 'টার' পড়ে গেছে।

উস্তাদ জিগর বললেন, আচ্ছা, খুব ভালো।

মাজযুব রহ. বললেন, আপনি যদি হাকীমুল উম্মতের সাথে সাক্ষাৎ করতে চান তাহলে আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

উস্তাদ জিগর উত্তর দিলেন, আমি রাজি আছি তবে সেখানে গিয়েও আমি পান করব। কারণ পান করা ছাড়া তো এক মুহূর্তও আমার চলে না।

যাই হোক হযরত মাজযুব রহ. বিষয়টি থানভী রহ.-এর কাছে উত্থাপন করলেন। থানভী রহ. উত্তর দিলেন, খানকাহ তো সকলের জন্য। সুতরাং এখানে পান করার প্রশ্নই ওঠে না। তবে আমি জিগর সাহেবকে নিজের মেহমান হিসেবে রাখতে পারি। তিনি সেখানে একা থাকবেন। তারপর তাঁর যা করার ইচ্ছা করবেন, এতে আমি কী করতে পারি।

অবশেষে হযরত মাজযুব উস্তাদ জিগরকে থানভী রহ.-এর দরবারে একদিন নিয়ে গেলেন। একজন কামিল অলির অল্প কিছুক্ষণের সোহবতে উস্তাদ জিগরের হৃদয়জগত পাল্টে গেল। শেষ পর্যন্ত তিনি তো পান করলেনই না, বরং থানভী রহ.-কে দিয়ে নিজের জন্য তিনটি দোয়া করালেন। প্রথম

দোয়া– আমি মদপান ছেড়ে দিলাম। দোয়া করবেন যেন মদ ছাড়তে পারি। দ্বিতীয় দোয়া– সুন্নাতে-রাসূল ﷺ দাড়ি দ্বারা আমি আমার চেহারা সজ্জিত করব। দোয়া করবেন। তৃতীয় দোয়া– আমি হজ্জ করব। দোয়া করবেন।
তারপর উস্তাদ জিগর মুরাদাবাদী থানভী রহ.-এর দরবার থেকে চলে আসলেন। মানুষ তাঁর জীবনের এই পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হল। তাঁকে দেখার জন্য লোকজন আসত। তখন উস্তাদ জিগর নিজের সম্পর্কে একটি ছন্দ তৈরি করেছিলেন

چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا

سنا ہے وہ کافر مسلماں ہوا ہے

চলো একটু দেখে আসি তামাশা জিগরের
শুনলাম, বনেছে মুসলিম ওই কাফের।

মদপান পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়ার কারণে উস্তাদ জিগর খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তাররা পরামর্শ দিল, একবারে না ছেড়ে ধীরে ধীরে ছাড়লে ভালো হত।
তিনি উত্তর দিলেন, ছেড়েছি তো ছেড়েছি। নিয়ত পাল্টাবো না-ইনশাআল্লাহ। যদি মৃত্যু এসে যায় তবে তো আল্লাহ চাহে তো তাওবা কবুল হয়ে যাবে। আখেরাত সুন্দর হয়ে যাবে।
এভাবে উস্তাদ জিগরের জীবনের মোড় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ঘুরে গেল। এটা কেন হয়েছিল? একজন আল্লাহর অলির সঙ্গে আন্তরিক বন্ধন তৈরির উসিলাতেই হয়েছিল।

৬৯. আল্লাহওয়ালাদের জীবনী ও মালফুযাত পড়ুন

নিজেকে জাগাতে আল্লাহওয়ালাদের জীবনী, তাঁদের সফলতার গল্প, তাঁদের বাণী পড়ুন, জানুন । গুনাহ থেকে দূরে থাকার জন্য খুব বেশি কাজে লাগবে এগুলো।
বিখ্যাত বুযুর্গ বিশির হাফী রহ. বলতেন

حَسبُكَ أَن أقواما موتى تُحيِي القلوبَ بِذكرِهم ، وأن أقواما أحياءَ تَقسُو القلوبَ برُؤيتِهم

তোমার জন্য এটা জানা যথেষ্ট যে, কিছু মৃত মনীষী এমন আছেন যে, তাঁদের আলোচনা করলেও অন্তর জীবিত হয় এবং কিছু জীবিত মানুষ এমন আছে যে, তাদেরকে দেখলেও অন্তর শক্ত হয়ে যায়। [২৪১]

সালাফদের কথা বেশি উপকারী হওয়ার কারণ কী?

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. বলেন, হামদুন ইবনু আহমাদ রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমাদের কথার চেয়ে সালাফদের কথা বেশি উপকারী ছিল–এর কারণ কী?

তিনি উত্তর দেন

لِأنّهم تَكَلّموا لِعِزِّ الإسلامِ ونَجاةِ النفوسِ ورضاءِ الرحمنِ ، ونَحنُ نَتكلّمُ لِعِزّ النفسِ وطلبِ الدنيا وقبولِ الخلقِ

কারণ, তারা কথা বলতেন ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য, নিজেদের নাজাতের জন্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। আর আমরা কথা বলি, নিজেদের সম্মান বাড়ানোর জন্য, দুনিয়া কামানোর জন্য এবং মানুষের কাছে প্রিয় হওয়ার জন্য। [২৪২]

তাছাড়া তারা যা বলতেন, অন্তর থেকে বলতেন।

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

অন্তপুরী থেকে বের হওয়া কথার প্রভাব হয় বিস্তর।

আমের ইবনু আব্দি ক্বায়েস রহ. বলেন

الكَلَمَةُ إذا خَرَجَت مِنَ القَلبِ وَقَعَت في القَلبِ ، وَإذا خَرَجَت مِنَ اللِسانِ لَم تُجاوِزِ الآذانَ

---

[২৪১] তারিখু দামিশক : ১০/২১৪

[২৪২] হিলয়াতুল আউলিয়া : ১০/২৩১

যে কথা অন্তর থেকে বের হয়, সেটা অন্তরে দাগ কাটে। আর যে কথা স্রেফ মুখ দিয়ে বের হয়, সেটা কানের পর্দাও অতিক্রম করে না।[২৪৩]

৭০. নিম্নোক্ত দোয়াগুলো বেশি বেশি পড়ুন

এক.

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের রব! আপনি হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা।[২৪৪]

দুই. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যাপ্ত পরিমাণে দোয়া করতেন

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدَرِ

হে আল্লাহ! আপনার কাছে সুস্থতা, গুনাহমুক্ত জীবন, আমানতদারিতা, উত্তম চরিত্র ও তাকদিরের উপর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি।[২৪৫]

তিন.

اللهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمَنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ

হে আল্লাহ! আপনার প্রতি এমন ভীতি আমাদেরকে দান করুন, যা আমাদের মাঝে এবং আমাদের গুনাহের মাঝে প্রতিবন্ধক হবে এবং এমন আনুগত্য দান করুন, যা আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাবে।[২৪৬]

চার. শাকল ইবন হুমায়দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমাকে পানাহ চাওয়ার

---

[২৪৩] জাহিয, আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন ১/৮৮

[২৪৪] সূরা আলি ইমরান : ০৮

[২৪৫] বাহরুল ফাওয়াইদ : ১৫

[২৪৬] তিরমিযী : ৩৫০২

একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যদ্বারা আমি পানাহ চাইব। তিনি তখন আমার হাত ধরে বললেন, বলো–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي

হে আল্লাহ! আমি পানাহ চাই আপনার কাছে আমার কানের অনিষ্ট থেকে, চোখের অনিষ্ট থেকে, জিহ্বার অনিষ্ট থেকে, আমার হৃদয়ের অনিষ্ট থেকে এবং বীর্যের অনিষ্ট থেকে। [২৪৭]

পাঁচ. আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অন্যতম দোয়া ছিল

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আপনার নেয়ামতের বিলুপ্তি, আপনার অনুকম্পার পরিবর্তন, আকস্মিক শাস্তি এবং আপনার সমস্ত ক্রোধ থেকে। [২৪৮]

ছয়. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করতেন

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, সচ্চরিত্রতা ও প্রাচুর্য্যতার প্রার্থনা করছি। [২৪৯]

সাত.

اللهُمّ اغْفِرْ ذَنْبِي وَطَهِّرْ قَلْبِي، وَحَصِّنْ فَرْجِي

[২৪৭] তিরমিযী : ৩৪৯২
[২৪৮] মুসলিম : ২৭৩৯
[২৪৯] মুসলিম : ২৭৩৯

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। আমার অন্তর পরিষ্কার করুন এবং আমার চরিত্র রক্ষা করুন।[২৫০]

আট.

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে গর্হিত চরিত্র, গর্হিত কাজ ও কুপ্রবৃত্তি হতে আশ্রয় চাই।[২৫১]

নয়. শাহর ইবন হাওশাব রহ. থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা রাযি.-কে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আপনার কাছে অবস্থান করতেন তখন অধিকাংশ সময় তিনি কী দোয়া করতেন? তিনি বললেন, তাঁর অধিকাংশ দোয়া ছিল

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তর আপনি আপনার দীনেরস ওপর সুদৃঢ় রাখুন।[২৫২]

দশ.

اللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

কলবসমূহ পরিচালনাকারী হে আল্লাহ! আপনি আমাদের কলবকে আপনার আনুগত্যের ওপর স্থির রাখুন।[২৫৩]

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে আমল করার তাওফীক দান করুন আমীন।

---

[২৫০] আহমদ : ২২২১১

[২৫১] তিরমিযী : ৩৫৯১

[২৫২] তিরমিযী : ৩৫২২

[২৫৩] মুসলিম : ৬৫০৯